ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-190 ■ 10 April, 2026 ■ আগরতলা ১০ এপ্রিল, ২০২৬ ইং ■ ২৬ চৈত্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ধর্মনগরে শান্তিপূর্ণভাবেই সম্পন্ন উপনির্বাচন, ভোটের হার ৮০.০৪ শতাংশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ এপ্রিল ।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরে শান্তিপূর্ণভাবেই সম্পন্ন হয়েছে উপ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ পর্ব। এদিন শেষ সময় পর্যন্ত মোট ভোট পড়েছে ৮০.০৪ শতাংশ। সকাল সাতটা থেকে স্বাভাবিকভাবে ভোট গ্রহণ পর্ব শুরু হয়। সময় পেরিয়ে গেলেও দীর্ঘ লাইন লক্ষ্য করা যায় বিভিন্ন ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে।

এই উপনির্বাচনে মোট ৫৫টি ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণ হয়েছে। এর মধ্যে আদর্শ ভোটকেন্দ্র রয়েছে ১১টি। পাশাপাশি ১১টি মহিলা পরিচালিত ভোটকেন্দ্র, ২টি দিব্যাঙ্গজন পরিচালিত ভোটকেন্দ্র এবং ২টি যুব পরিচালিত ভোটগ্রহণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছিল। নির্বাচনকে ঘিরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার ছিল এদিন। প্রত্যেকটি ভোটকেন্দ্রেই কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন ছিল, যাতে শান্তিপূর্ণভাবে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন করা যায়। সাময়িক কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া এক প্রকার শান্তিপূর্ণভাবেই এদিন ধর্মনগরের উপনির্বাচনের ভোট গ্রহণ পর্ব সম্পূর্ণ হয়েছে।

এই বিধানসভা কেন্দ্রে ৬ জন মনোনীত প্রার্থী বিভিন্ন দল থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন বিজেপির জহর চক্রবর্তী, জাতীয় কংগ্রেসের চয়ন ভট্টাচার্য, সিপিআই(এম)-এর অমিতাভ দত্ত, আমরা বাঙালীর বিভাস রঞ্জন দাস, এসইউসিআই-এর সঞ্জয় চৌধুরী এবং নির্দল প্রার্থী ব্রজলাল দেবনাথ। ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের মোট ভোটার সংখ্যা ৪৬ হাজার ১৪২ জন। এর মধ্যে মহিলা ভোটার ২৩ হাজার ৭৫৮ জন এবং পুরুষ ভোটার ২২ হাজার ৩৮৪ জন। এছাড়াও ৯১ জন সার্ভিস ভোটার রয়েছেন। এই উপনির্বাচনে মোট ৪৬,১৪২ জন ভোটার ছয়জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ করবেন।

এদিন প্রথম দুই ঘণ্টায়, অর্থাৎ সকাল ৯টা পর্যন্ত গড়ে ১৫.৬৩ শতাংশ ভোট পড়ে। পরবর্তী দুই ঘণ্টায় ভোটগ্রহণের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়ে সকাল ১১টার মধ্যে তা পৌঁছে যায় ৩৩.৫০ শতাংশে। দুপুর ১ টায় ভোট পড়ে ৫২.৭৬ শতাংশ। বিকেল ৩ টা পর্যন্ত ভোটের হার ৭০.০৯ শতাংশ। বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত ৭৯.৮৪ শতাংশ ভোট পড়ে। তখনও অনেক ভোটার লাইনে ছিলেন। সর্বশেষে ৮০.০৪ শতাংশ ভোট নিয়েই সম্পূর্ণ হয় ধর্মনগর উপনির্বাচনের ভোট গ্রহণ পর্ব। বিস্তারিত এই তথ্য জানিয়েছেন রিটার্নিং অফিসার দেবযানী চৌধুরী। এদিকে, রাত ৭টার পর থেকে ধীরে ধীরে ভোটকর্মীরা ইভিএম ও ভিভিপ্যাট মেশিন নিয়ে ভোটকেন্দ্র থেকে ফিরতে শুরু করেন। এক দুটি ছোট বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রশাসনের কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং ভোটারদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে পুরো প্রক্রিয়া নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে।

বিরোধীরা বেশ কয়েকটি জায়গায় হুমকি এবং ভোটারদের প্রভাবিত করার অভিযোগ আনলেও তেমন কোন অনভিপ্রেত ঘটনা এদিন নজরে আসেনি। প্রশাসনিক নজরদারির আওতায় শান্তিপূর্ণভাবেই সম্পূর্ণ হয়েছে ধর্মনগরের উপনির্বাচনের ভোট গ্রহণ পর্ব। আগামী ৪ মে স্পষ্ট হবে গণদেবতারা কাকে ধর্মনগরের বিধায়ক হিসেবে বেছে নিয়েছেন। ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ড.) মানিক সাহা সকল ভোটারদের উদ্দেশ্যে রেকর্ড সংখ্যক ভোটদানের আহ্বান জানিয়েছিলেন। সামাজিক বার্তায় তিনি বলেন, ধর্মনগর উপনির্বাচনে সর্বস্তরের মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে আরও শক্তিশালী করবে। বিশেষ করে যুবসমাজ এবং মহিলাদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি এই গণতান্ত্রিক উৎসবকে আরও প্রাণবন্ত ও সফল করে তুলবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, একটি মূল্যবান ভোটই এলাকার উন্নয়নের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করতে পারে। তাই কোনও ভয় বা দ্বিধা না রেখে সকলকে নির্ভয়ে এবং নিশ্চিন্তে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার জন্য অনুরোধ জানান তিনি।

তিনি শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠু ভোটগ্রহণের পরিবেশ বজায় রাখতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সমস্ত ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলেও উল্লেখ করেন।

ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন বিজেপি প্রার্থী জহর চক্রবর্তী। আজ সকালে চন্দ্রপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ভোটকেন্দ্রে গিয়ে তিনি ভোট দেন।

ভোটদান শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, বামফ্রন্ট ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

বিধানসভা নির্বাচন

অসমে ৮৫.০৪ শতাংশ, কেরলমে ৭৭.৩৮ শতাংশ ও পুদুচেরিতে ৮৯.০৮ শতাংশ ভোট পড়েছে

তিরুবনন্তপুরম/গুয়াহাটি/পুদুচেরি, ৯ এপ্রিল (আইএএনএস) ।। অসম, কেরলম এবং পুদুচেরিতে বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোটগ্রহণে ব্যাপক উৎসাহ ও উচ্চ ভোটার উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে বেশিরভাগ এলাকায় শান্তিপূর্ণভাবে ভোট সম্পন্ন হয়েছে, যদিও বিচ্ছিন্ন কিছু আইনশৃঙ্খলার ঘটনার খবর পাওয়া গেছে।

সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরিতে সর্বাধিক ৮৯.০৮ শতাংশ ভোট পড়েছে। এরপর অসমে ৮৫.০৪ শতাংশ এবং কেরলমে ৭৭.৩৮ শতাংশ ভোটার উপস্থিতি নথিভুক্ত হয়েছে। যদিও চূড়ান্ত পরিসংখ্যান এখনও নির্বাচন কমিশনের তরফে ঘোষণা করা বাকি। পাশাপাশি কর্ণাটকের বাগালকোট ও দাভানাগেরে সাউথ, নাগাল্যান্ডের কোরিডাং এবং ত্রিপুরার ধর্মনগর কেন্দ্রে উপনির্বাচনও অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উল্লেখযোগ্যভাবে, এবারের ভোটার উপস্থিতি ২০২১ সালের তুলনায় বেশি। তখন পুদুচেরিতে ৮৩.৪২ শতাংশ, অসমে ৮২.৪২ শতাংশ এবং কেরলমে প্রায় ৭৬ শতাংশ ভোট পড়েছিল। দিনের শুরুতে মাঝারি উপস্থিতি থাকলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভোটদানের হার দ্রুত বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন বুথে দীর্ঘ লাইন দেখা যায়, এবং বিশেষভাবে সক্ষম ভোটারদের সক্রিয় অংশগ্রহণও নজরে পড়ে।

কেরলমের এরনাকুলামের কালামাসেরির এইচএমটি স্কুল ভোটকেন্দ্রে এক নবদম্পতিকে ভোট দিতে আসতে দেখা যায়। অন্যদিকে, পুদুচেরির রাজভবন কেন্দ্রের ভিওসি গভর্নমেন্ট হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে একটি রোবট ভোটারদের স্বাগত জানিয়ে অভিনব দৃশ্য সৃষ্টি করে, যা ইতিমধ্যেই সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। এই দফায় কেরলমের ১৪০টি, অসমের ১২৬টি এবং পুদুচেরির ৩০টি আসনে ভোটগ্রহণ হয়। তামিলনাড়ুতে ২৩ এপ্রিল এবং পশ্চিমবঙ্গে ২৩ ও ২৯ এপ্রিল ভোট হবে। ভোট গণনা নির্ধারিত হয়েছে ৪ মে।

নির্বাচনকে ঘিরে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল, যেখানে আধাসামরিক বাহিনী ও স্থানীয় পুলিশ মোতায়েন করা হয়। ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগরে দুঃশাসনের অবসান হবেই, জনগণের জয় নিশ্চিত সিপিআই(এম) প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৯ এপ্রিল ।। ধর্মনগর উপ নির্বাচনে জনগণের জয় নিশ্চিত। মানুষ এখন মুক্তি চাইছে, আর দুঃশাসনের অবসান হবেই। আজ ভোটাধিকার প্রয়োগ করে এমনই মন্তব্য করলেন ধর্মনগর বিধানসভা আসনের বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিআই(এম) প্রার্থী অমিতাভ দত্ত।

ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন বামফ্রন্ট মনোনীত প্রার্থী অমিতাভ দত্ত। তিনি ধর্মনগরের পিএম শ্রী সরকারি উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোট দেন। ভোটদান শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অমিতাভ দত্ত বলেন, ধর্মনগরের মানুষ পরিবর্তনের পক্ষে রায় দিতে প্রস্তুত। দীর্ঘদিন ধরে চলা নানা সমস্যায় সাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ, ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

৪ মে-র পর দুর্নীতিগ্রস্ত তৃণমূল নেতাদের একে একে চিহ্নিত করে জেলে পাঠানো হবে ঃ মোদি

কলকাতা, ৯ এপ্রিল (আইএএনএস) ।। পশ্চিমবঙ্গে দুর্নীতি ও সাধারণ মানুষের অর্থ লুটের সঙ্গে যুক্ত তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিটি নেতাকে ৪ মে-র পর একে একে চিহ্নিত করে জবাবদিহির আওতায় আনা হবে বলে বৃহস্পতিবার জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোলের শিল্পাঞ্চলে এক নির্বাচনী জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, ৪ মে-র পর যে কেউ দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত থাকুক সে নেতা হোক, মন্ত্রী হোক বা অন্য কেউ, প্রত্যেককে আলাদা করে চিহ্নিত করা হবে। কাউকেই ছাড়া হবে না, সবাইকে জেলে পাঠানো হবে। এটাই মোদির গ্যারান্টি।”

বৃহস্পতিবার একদিনে তিনটি জনসভা করার কর্মসূচির মধ্যে এটি ছিল দ্বিতীয় সভা। এর আগে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার হলদিয়ায় সভা করেন প্রধানমন্ত্রী। পরে বীরভূম জেলার সিউড়িতেও তাঁর সভা করার কথা রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী মোদি অভিযোগ করেন, তৃণমূল কংগ্রেস দুর্নীতি ও অপরাধের চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছে। তিনি বলেন, এইবার পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির ডাবল ইঞ্জিন সরকার গড়ে উঠবে। ৪ মে-র পর রাজ্যে উন্নয়নের নতুন সূচনা হবে।

তাঁর অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনীতি ভয়, সন্ত্রাস ও হুমকির পরিবেশ তৈরি করার উপর নির্ভরশীল। এই কারণেই পশ্চিমবঙ্গে শিল্পকারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এখন এখানে বেআইনি অনুপ্রবেশকারী, মাফিয়া ও দুষ্কৃতীদের কারখানা চলছে। তবে এই পরিস্থিতি চিরকাল চলতে পারে না, বলেন তিনি। নারী সুরক্ষার প্রসঙ্গেও রাজ্য সরকারকে আক্রমণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, পশ্চিমবঙ্গে এখন মহিলারা নিরাপদ নন। অপরাধীরা অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তৃণমূল সরকার অপরাধীদেরই রক্ষা করছে। একমাত্র বিজেপিই রাজ্যের মহিলাদের সুরক্ষা দিতে পারে।

তৃণমূল কংগ্রেসের সময় শেষ হয়ে এসেছে এবং ৪ মে-র পর পশ্চিমবঙ্গে উন্নয়নের নতুন যুগের সূচনা হবে বলে বৃহস্পতিবার আসানসোলের জনসভা থেকে দাবি করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

নির্বাচনী প্রচারে তীব্র আক্রমণ শানিয়ে তিনি অভিযোগ করেন, তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত সিন্ডিকেট ও মাফিয়ারা রাজ্যের সম্পদ লুট করছে। তিনি হুঁশিয়ারি দেন, নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর এই সমস্ত দুষ্কৃতীদের জবাবদিহির আওতায় আনা হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গ দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখত, কিন্তু বর্তমানে সেই অবস্থান অনেকটাই হারিয়ে ফেলেছে। “একসময় দেশের মোট অর্থনীতিতে ১০০ টাকার মধ্যে ১২ টাকা অবদান রাখত বাংলা, এখন তা কমে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৫.৫ টাকায়,” মন্তব্য করেন তিনি।

তিনি কংগ্রেস থেকে শুরু করে তৃণমূল কংগ্রেস দু’পক্ষকেই রাজ্যের অর্থনৈতিক অবনতির জন্য দায়ী করেন। তাঁর দাবি, বিজেপির সুশাসনই পশ্চিমবঙ্গের সমস্যার একমাত্র সমাধান।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর সরকারকে কটাক্ষ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, “বাংলার উন্নতির জন্য তৃণমূল কংগ্রেসের হাত থেকে মুক্তি জরুরি। যখন গোটা দেশ দ্রুত এগিয়ে চলেছে, তখন তৃণমূল বাংলা পিছিয়ে দিচ্ছে।” আসানসোল ও দুর্গাপুরের শিল্প ঐতিহ্যের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, একসময় এই অঞ্চল দেশের অন্যতম শিল্পকেন্দ্র ছিল। “সাইকেল থেকে রেল, কাগজ থেকে ইস্পাত, ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

মথার বিদায় নিশ্চিত, আগামী ১২ এপ্রিল ইতিহাস সৃষ্টি করবে এডিসির জনগণ: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ এপ্রিল ।। ভ্রষ্টাচার, মিথ্যাচার সহ বিগত দিনে যে ধরনের কাজ করেছে মথা এর জন্য এবার এডিসিতে তাদের বিদায় নিশ্চিত। আগামী ১২ এপ্রিল ইতিহাস তৈরী করবে এডিসির জনগণ, সরকার গড়বে ভারতীয় জনতা পার্টি।

আজ কলাছড়ায় নির্বাচনী প্রচারে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। তিনি বলেন, মারপিট, গুন্ডামি করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার খুব চেষ্টা করছে মথা। এবিষয়ে সকলকে সতর্ক থাকা দরকার।

তিনি বলেন, ভয় দেখিয়েই যদি ক্ষমতা ধরে রাখা যেত তাহলে হিটলারও এখনো ক্ষমতায় থাকতো। তিনি বলেন, রাজনীতির জন্য মানুষের সাথে সম্পর্ক রাখতে হয়, মানুষের মনের কথা বুঝতে হয়।

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার পূর্ব মুহুরীপুর- ভুরাতলী আসনের প্রার্থী অভিজিৎ ত্রিপুরার সমর্থনে আজ কলাছড়া মোটরস্ট্যান্ডে আয়োজিত নির্বাচনী জনসমাবেশে উপস্থিত জাতি-জনজাতি সকল অংশের মানুষের মধ্যে দারুণ উচ্ছ্বাস দেখা যায়।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, থানসার কথা বলে জনজাতিদের সাথে মারামারি করছে, বিভিন্ন জায়গায় জনসভার আগে দোকানপাট বন্ধ করে দিচ্ছে মথা। কারো পেটে লাথি মারা ঠিক নয়।

মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, ভারতীয় পার্টিতে কেউ জয়েন করলে দালাল বলা হচ্ছে। এই জনসভা থেকে তিনি প্রশ্ন ছোঁড়েন, কেন মানুষকে ধরে রাখতে পারছেনা মথা? ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

নির্বাচনের আবহে সাংবিধানিক সংশোধনী ইস্যুতে ১২ এপ্রিল বৈঠকে বসছে ‘ইন্ডিয়া’ ব্লক

নয়াদিল্লি, ৯ এপ্রিল ।। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে কেন্দ্র সরকারের প্রস্তাবিত দুই সাংবিধানিক সংশোধনী বিলের বিরোধিতায় কৌশল নির্ধারণ করতে আগামী ১২ এপ্রিল বৈঠকে বসতে চলেছে ‘ইন্ডিয়া’ জোটের শরিক দলগুলির নেতারা।

সরকার নারী সংরক্ষণ আইন এবং ডিলিমিটেশন কমিশন আইনে সংশোধনী আনতে উদ্যোগী হওয়ায় বিরোধী শিবিরে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে।

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

কংগ্রেসের অভিযোগ, নির্বাচনের মুখে এই ধরনের সংশোধনী আনা স্পষ্টভাবে নির্বাচনী আদর্শ আচরণবিধির লঙ্ঘন।

এদিকে, কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ওয়ার্কিং কমিটি(সিডব্লিইউসি) আগামীকাল বৈঠকে বসবে।

ওই বৈঠকে ১৬ থেকে ১৮ এপ্রিল নির্ধারিত সংসদের অধিবেশন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে বলে জানা গেছে।

পশ্চিমবঙ্গ ও তামিলনাড়ুতে বিধানসভা নির্বাচন ঘনিয়ে আসায় এই সময়ে সংশোধনী পাশের উদ্যোগকে ঘিরে নৈতিক প্রশ্নও উঠছে।

সূত্রের খবর, সংসদের অধিবেশন ডেকে এই সংশোধনী পাশ করানোর সরকারি পদক্ষেপের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হতে পারে ‘ইন্ডিয়া’ ব্লক। তাদের দাবি, নির্বাচনের সময় সংসদের অধিবেশন ডাকা নির্বাচনী আদর্শ আচরণবিধির পরিপন্থী।

টিটিএএডিসি নির্বাচন ঘিরে বিক্ষোভ, কমিশনে ডেপুটেশন কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ এপ্রিল।। ইভিএম, সিসিটিভি ক্যামেরা সহ বিভিন্ন নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেছে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস। টিটিএএডিসি নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করার উদ্দেশ্যে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তোলে কংগ্রেস নেতৃত্ব।

এই অভিযোগের প্রতিবাদে এবং তথাকথিত ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ গড়ে তোলার ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

রামনগরে জন্ডিসের প্রকোপে আতঙ্ক পানীয় জল নিয়ে প্রশ্ন, পরিদর্শনে মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ এপ্রিল।। মুখ্যমন্ত্রীর নির্বাচনী এলাকা আগরতলার রামনগর ১ নম্বর রোড সংলগ্ন এলাকায় জন্ডিস রোগের প্রকোপ দেখা দেওয়ায় আতঙ্কে রয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এলাকায় একাধিক বাড়িতে জন্ডিসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

স্থানীয়দের দাবি, অপরিশোধিত পানীয় জল সরবরাহের ফলেই এই রোগ ছড়িয়ে পড়ছে। বিষয়টি সামনে আসতেই আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক কুমার মজুমদার বৃহস্পতিবার আক্রান্ত পরিবারগুলির বাড়িতে পরিদর্শনে যান। তাঁর সঙ্গে ছিলেন মণ্ডল সভাপতি শ্যামল দে সহ অন্যান্যরা।

পরিদর্শনকালে মেয়র আক্রান্তদের খোঁজখবর নেন এবং তাঁদের হাতে ফল তুলে ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

জিবি হাসপাতালে কয়েদীর পালানোর চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ এপ্রিল ।। জিবি হাসপাতালে আজ এক নাটকীয় ঘটনার সৃষ্টি হয়। পুলিশ হেফাজতে থাকা এক বাংলাদেশি নাগরিক পালানোর চেষ্টা করে। যদিও তৎপরতায় পুলিশ দ্রুত তাকে পুনরায় আটক করতে সক্ষম হয়।

ধৃত ব্যক্তির নাম সজল ঋষি দাস। তিনি বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাসিন্দা বলে জানা গেছে। অবৈধভাবে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করার অভিযোগে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং বর্তমানে তিনি বিশালগড় কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে বন্দি ছিলেন।

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা, ১০ এপ্রিল, ২০২৬ ইং
২৬ চৈত্র, শুক্রবার, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

এক পাক্ষিক নীতি!

ভারতে বেসরকারি সংস্থার বিদেশি অনুদান গ্রহণ এবং এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সাম্প্রতিক নীতিগুলো নিয়া বর্তমানে বড়সড় বিতর্ক চলিয়াছে। বিশেষ করিয়া বিদেশি অনুদান (নিয়ন্ত্রণ) আইন নিয়া কেন্দ্রের কড়া অবস্থানকে অনেক বিশেষজ্ঞ ও সংস্থা 'একপাক্ষিক' বা অত্যন্ত কঠোর বলিয়া মনে করিতেছেন। কেন্দ্রের প্রধান যুক্তি

কেন্দ্রীয় সরকার সাধারণত জাতীয় নিরাপত্তা এবং আর্থিক স্বচ্ছতার স্বার্থে এই কড়াকড়ি সমর্থন করে।

সরকারের দাবি, অনেক সময় বিদেশি টাকা ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ বা দেশের স্বার্থবিরোধী কাজে (যেমন: ধর্মান্তর বা নির্দিষ্ট প্রতিবাদ আন্দোলন উসকে দেওয়া) ব্যবহৃত হয়।বিদেশি টাকা কোথায়, কীভাবে খরচ হইতেছে তাহার সঠিক হিসেব রাখা এবং কালো টাকা সাদা করিবার প্রক্রিয়া বন্ধ করা।

এনজিও ও সমালোচকদের অভিযোগ

বেসরকারি সংস্থাগুলোর মতে, এই নীতিগুলি অনেক সময় একতরফা এবং গণতান্ত্রিক কণ্ঠরোধের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। গত কয়েক বছরে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, গ্রিনপিস-এর মতো বড় সংস্থার পাশাপাশি মাদার তেরেসা প্রতিষ্ঠিত মিশনারিজ অফ চ্যারিটির এফসিআরএ লাইসেন্স নবীকরণ না হওয়ায় কাজ থমকাইয়া গিয়াছে।

এফসিআরএ নবীকরণের প্রক্রিয়া এতই জটিল করা হইয়াছে যে, অনেক ছোট ও মাঝারি সংস্থা প্রশাসনিক চাপে কাজ বন্ধ করিতে বাধ্য হইতেছে।

নতুন সংশোধনী অনুযায়ী, কোনো সংস্থা বিদেশি অনুদানের ২০ু-এর বেশি প্রশাসনিক কাজে (বেতন, অফিস ভাড়া) খরচ করিতে পারিবে না। এটি মাঠ পর্যায়ে কাজ করা কর্মীদের জন্য বড় ধাক্কা।

ভারতে বিদেশি অনুদান নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নটি নতুন নয়, কিন্তু সাম্প্রতিক প্রস্তাবিত সংশোধন ঘিরিয়া যে-বিতর্ক তৈরি হইয়াছে, অনেকের মতে তাহা গণতান্ত্রিক কাঠামোর মৌলিক নীতিকেই প্রশ্নের মুখে দাঁড় করাইয়া দিয়াছে। কেন্দ্র বিদেশি অনুদান নিয়ন্ত্রণে আরও কঠোর নিয়ম আরোপ করিতে চাইছে, এমন আগেও দেখা গিয়াছে, কিন্তু এবার যে-পথে হাঁটার ইঙ্গিত মিলিয়াছে, তাহা শুধু কঠোর নয়, প্রস্তাবিত সংশোধনী অনুযায়ী, কোনও সংস্থা বা ব্যক্তি যদি বিদেশি অনুদান গ্রহণের অনুমতি হারায়, তবে তাহাদের তৈরি সম্পত্তি— স্কুল, হাসপাতাল কিংবা উপাসনালয় একটি নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের হাতে চলিয়া যাইতে পারে। সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয়, এই প্রক্রিয়াটি হইবে প্রায় স্বয়ংক্রিয়, কোনও বিচারকের পর্যালোচনা ছাড়াই। অর্থাৎ যে-সরকার অনুমতি দেয়, সেই সরকারই আবার তাহা প্রত্যাহার করিয়া নয়া সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে। এই ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও ন্যায়বিচারের মৌলিক নীতি যে লঙ্ঘিত হইতেছে। লোকসভায় বিদেশি অনুদান নিয়ন্ত্রণ সংশোধনী বিল ২০২৬ পাস করাইতে মরিয়া কেন্দ্র। চলতি মাসের শুরুতে বিলটি সংসদে পেশ হওয়ার পর থেকেই সেটির কয়েকটি ধারা নিয়া জোরালো আপত্তি তুলিয়াছে বিরোধী দলগুলি। কেন্দ্রের বক্তব্য অবশ্য, দেশের স্বার্থেই এই বিল আনা হইয়াছে যাহাতে বিদেশি অর্থ ভারতে জঙ্গি তৎপরতা এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপে ব্যবহার করা না যায়; জনকল্যাণে বিদেশি অর্থ পাইতে সরকার কোনও প্রতিবন্ধকতা তৈরি করিতেছে না।

বিদেশি অনুদান নিয়ন্ত্রণ আইন' বা 'এফসিআরএ'-এর ইতিহাসে দেখা যায়, ১৯৭৬ সালে প্রথম চালু হওয়ার পর থেকে এটি ক্রমশ কঠোর হইয়ছে। ২০১০ সালে নতুনভাবে প্রণয়ন এবং ২০২০ সালে সংশোধনের মাধ্যমে বিদেশি অনুদান গ্রহণের ক্ষেত্রে নানা বিধিনিষেধ আরোপ করা হইয়াছে। কিন্তু প্রশ্ন, যখন সরকার নিজেই পরিকাঠামো, প্রযুক্তি, বিনোদন বা রিয়েল এস্টেটের মতো ক্ষেত্রে বিদেশি বিনিয়োগকে স্বাগত জানায়, তখন সমাজকল্যাণমূলক সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে কঠোরতা কেন? আরও উদ্বেগজনক বিষয়, এই আইন প্রয়োগে স্বচ্ছতার অভাব। সবচেয়ে বড় কথা, কোনও সংস্থা বৈধভাবে বিদেশি অনুদান নিয়ে যে-সম্পদ তৈরি করিয়াছে, তাহা পরবর্তী কোনও প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে কাড়িয়া নেওয়া ন্যায়সংগত নয়। এটি স্বাভাবিক ন্যায়বিচারের নীতির পরিপন্থী এবং আইনের শাসনের উপর আঘাত। বর্তমানে বিলটি স্থগিত থাকিলেও সরকার যে এই পথে এগোতে বদ্ধপরিকর, তাহা স্পষ্ট। এই প্রেক্ষাপটে বিলটি পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন। বিদেশি অনুদান নিয়ন্ত্রণ অবশ্যই জরুরি, কিন্তু তাহা হইতে হইবে স্বচ্ছ, ন্যায্য এবং সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য।

এডিসি নির্বাচন: দামছড়া-জম্পুই এবং দশদা-কাঞ্চনপুর নির্বাচনী ক্ষেত্রে কিছু বিধিনিষেধ জারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ এপ্রিল: আগামী ১২ এপ্রিল, ২০২৬ ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের সাধারণ নির্বাচনে উত্তর ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত ১-দামছড়া-জম্পুই (এসটি) এবং ৩-দশদা-কাঞ্চনপুর নির্বাচনী ক্ষেত্রের ভোট গ্রহণ করা হবে। ঐদিন সকাল ৭টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ করা হবে। এই দুটি নির্বাচনী ক্ষেত্র এলাকায় শান্তি ও সম্প্রীতি অক্ষুন্ন রাখতে উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক এক আদেশে ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা ২০২৩ এর ১৬৩ ধারায় কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন। এই আদেশ ১০ এপ্রিল, ২০২৬ বিকাল ৪টা থেকে ১৩ এপ্রিল, ২০২৬ সকাল ৬টা পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। জেলাশাসক আদেশে জানিয়েছেন, এই দুটি নির্বাচনী ক্ষেত্রে ৫ বা ততোধিক ব্যক্তি কোন ধরণের অস্ত্র বা লাঠি, স্টিক, লোহার রড, বোমা, পাথর প্রভৃতি নিয়ে এক জায়গায় সমবেত হতে পারবে না। ১-দামছড়া-জম্পুই (এসটি) এবং ৩-দশদা-কাঞ্চনপুর নির্বাচনী ক্ষেত্রের যেকোন ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের ২০০ মিটার এলাকার মধ্যে স্বরবর্ধক যন্ত্র ব্যবহার করে বা ব্যবহার ছাড়া সভা, মিছিল, জমায়েত করতে পারবে না। ২ বা ততোধিক মোটার বাইক, স্কুটার অথবা গাড়ী নিয়ে এই দুটি নির্বাচনী ক্ষেত্রে একসঙ্গে চলাচল করা যাবে না। জেলাশাসক আদেশে জানিয়েছেন, নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে এই আদেশ কার্যকরি হবে না। এর মধ্যে রয়েছেন পুলিশ কর্মী, সিএপিএফ, পুলিশ, নির্বাচনের কাজে যুক্ত অফিসকর্মী অথবা তাদের যানবাহণ, ভারতের নির্বাচন কমিশনের বৈধ পাস পাওয়া সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিগণ, ড্রাইভার এবং ক্লিনার অথবা নির্বাচনের কাজে যুক্ত গাড়ি। পায়ে হেঁটে অথবা তাদের যানবাহণ নিয়ে ভোট দিতে যাওয়া নির্বাচন কমিশনের পরিচয়পত্র থাকা ভোটারগণ এবং ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের ভেতরে লাইনে দাঁড়ানো ভোটারগণ। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ২০০ মিটার এলাকার মধ্যে ভোটার পরিচয়পত্র থাকা ভোটারগণের ব্যক্তিগত যানবাহণ। সরকারি কর্মচারি অথবা পুলিশ/সিএপিএফ/সরকারি দায়িত্বে থাকা আর্মড ফোর্সেস, নিয়মিত কাজের জন্য সরকারি অথবা বেসরকারি আধিকারিক, সাধারণ যাত্রী অথবা যাত্রীবাহী গাড়ি। তবে যানবাহনগুলি যেন ভোটারদের বহণ না করে। ধর্মীয়স্থানে প্রার্থনার সময় সমবেত হওয়া অথবা সামাজিক অনুষ্ঠান যেমন বিয়ে, জন্মদিন পালন প্রভৃতি ক্ষেত্রে। তবে দেখতে হবে ঐসব অনুষ্ঠানে যেন কোন ধরণের আর্থিক বা উপহার সামগ্রী বন্টন করা না হয়। রাজনৈতিক জমায়েত ছাড়া বিভিন্ন বাজার, ধর্মীয়স্থানে, সাধারণ ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রে, প্রার্থীদের জন্য এবং অন্যান্য গাড়ীর জন্য রিটার্নিং অফিসার অথবা নির্বাচনী কর্তৃপক্ষের দেওয়া অনুমতিপত্রের ক্ষেত্রে, দিব্যাঙ্গ ভোটারদের জন্য ব্যবহৃত হুইল চেয়ারের ক্ষেত্রেও এই আদেশে ছাড় রয়েছে। আদেশে বলা হয়েছে আদেশ অমান্যকারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আর্টেমিস-২ নভোচারীরা কেন চাঁদে পা রাখবেন না?

'প্রথমবারের মতো দুজন মহাকাশচারীকে যখন চাঁদে পাঠানো হয়েছিল, সেই ১৯৬৯ সালে নাসার পুরো দলের চেয়েও বেশি কম্পিউটিং ক্ষমতা আছে এখন আপনার মোবাইল ফোনে'। ''কম্পিউটিং ক্ষমতা'' নিয়ে পদার্থবিজ্ঞানী মিচিও কাকুর এই বক্তব্যকে সুক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ ও যুক্তির দিক থেকে খণ্ডনও করা যেতে পারে। এটা অস্বীকার করা যায় না যে, ১৯৬৯ সালে অ্যাপোলো-১১ অভিযানের সময় নীল আর্মস্ট্রংয়ের "মানুষের জন্য এক ক্ষুদ্র পদক্ষেপ" নেওয়ার পর থেকে প্রযুক্তির অভাবনীয় বিবর্তন ঘটেছে। অ্যাপোলো মিশনের মাধ্যমে এখন পর্যন্ত ২৪ জন নাসা মহাকাশচারী চাঁদে ভ্রমণ করেছেন। তবে, ১৯৭২ সালের পর থেকে আর কেউ এই প্রাকৃতিক ভূ-উপগ্রহে পা রাখেনি। আর কেউ এখনি চাঁদে পা রাখতেও যাচ্ছেন না।

যদিও আর্টেমিস নামের নভোযানটি- যেটি ফ্লোরিডা থেকে চাঁদের উদ্দেশে যাত্রা করেছে, সেটিকে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা বলা হচ্ছে। তবে সেখানের চারজন মহাকাশচারীর কেউই চাঁদের পৃষ্ঠে পা রাখবেন না।

চাঁদে আবার কোনো মানুষের পা পড়তে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে অন্তত আর্টেমিস-৪ এর জন্য- যা ২০২৮ সালের বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছে। এখানে ''অন্তত'' বলার কারণ হলো আর্টেমিস-২ এর চাঁদে অবতরণের কথা ২০২৪ এর নভেম্বরে হওয়ার কথা থাকলেও বিভিন্ন প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে তা অনেক দেরিতে হয়েছে। নভোচারী রিড ওয়াইজম্যান, ক্রিস্টিনা কচ, ভিক্টর জে. গ্লোভার এবং জেরেমি হ্যানসেন ওরিয়ন মহাকাশযানে তাদের ১০ দিনের যাত্রাকালে ভবিষ্যতে অবতরণের প্রস্তুতিস্বরূপ চাঁদকে প্রদক্ষিণ করবেন এবং বিভিন্ন রণকৌশল সম্পাদন করবেন। আগামী বছর আর্টেমিস-৩ মিশনের উৎক্ষেপণের উদ্দেশ্যে এটি করা হবে। তবে প্রশ্ন হচ্ছে আমেরিকা যেটি ৫০ বছর আগেই অর্জন করেছে সেটির জন্য এখন কেন এতো পরীক্ষা-নিরীক্ষা?

মানবজাতির চাঁদে পদার্পণের এই বিশাল কীর্তিটি ব্যাখ্যা করা কঠিন। এমনকি ''বিশাল'' ও ''কীর্তি'' শব্দগুলোও যেন যথেষ্ট নয়।

সম্ভবত এর বিশালতা উপলব্ধি করার সবচেয়ে ভালো উপায় হলো, এটা বলা যে নিল আর্মস্ট্রং বিংশ শতাব্দীর সেই অল্প কয়েকজন মানুষের মধ্যে একজন, যাকে ত্রিশ শতকেও মানুষ স্মরণ করবে।

কিন্তু তাতেও সেই হাজারো মানুষের কাজ ও মেধাকে কমানো হবে যাদের প্রচেষ্টায় ১৯৬৯ সালের ২০শে জুলাই আর্মস্ট্রং ও এডউইন 'বাজ' অলড্রিনের পক্ষে চাঁদে পা রাখা সম্ভব হয়েছিল, এই তারিখটি সকলের স্মৃতিতে খোদাই হয়ে আছে। চাঁদের এই কথিত 'বিজয়' ঘটেছিল শীতল যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে।

যে প্রতিযোগিতায় সোভিয়েত ইউনিয়ন এতোদিন পর্যন্ত জয়ী হয়ে এসেছে সেখানে এই অভিযান মহাকাশ প্রতিযোগিতায় যুক্তরাষ্ট্রকে তার প্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বিজয় এনে দিয়েছিল। তবে চন্দ্রাভিযানটি একটি বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত মাইলফলক হলেও এর ব্যয়বহুল অর্থায়নের পেছনে রাজনৈতিক ও প্রচারণামূলক উদ্দেশ্য ছিল।

ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞানের অধ্যাপক মাইকেল রিচ ২০১৭ সালে বিবিসি মুন্ডোকে বলেন, 'বাস্তবে, যখন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে চাঁদে ফিরে যাওয়ার মতো যথেষ্ট কারণ ছিল না তখন কংগ্রেসকে এমন একটি বিপুল বাজেট অনুমোদন করতে রাজি করানো খুব কঠিন ছিল।' প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, এই কর্মসূচি চলাকালীন মার্কিন সরকার নাসাকে ফেডারেল বাজেটের প্রায় পাঁচ শতাংশ বরাদ্দ করেছিল। ২০২৬ সালে, এর পরিমাণ ০.৩৫ শতাংশ। কর্মসূচিটি ১৯৭২ সালে যখন বাতিল করা হয়, তখন খরচ আকাশছোঁয়া হয়ে গিয়েছিল ও এর অগ্রাধিকার বদলে গিয়েছিল, বলেন বিবিসির বিজ্ঞান সম্পাদক রেবেকা মোরেল। তিনি আরো বলেন, 'মনোযোগ সরে আসে আরও সাশ্রয়ী একটি গন্তব্যের দিকে যা হলো পৃথিবীর নিম্ন কক্ষপথ। এই নতুন লক্ষ্যের সবচেয়ে বিখ্যাত উদাহরণ সম্ভবত আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন'। বিজ্ঞান বিষয়ক ওয়েবসাইট "দ্য কনভারসেশন"-এ পদার্থবিজ্ঞানী ডোমেনিকো ভিসিনানজা লিখেছেন 'মহাকাশ ও পৃথিবী উভয় ক্ষেত্রেই টেকসই অভিযানের জন্য প্রয়োজন স্থিতিশীল রাজনৈতিক অঙ্গীকার, অনুমানযোগ্য তহবিল এবং একটি সুস্পষ্ট দীর্ঘমেয়াদী উদ্দেশ্য।'

'অ্যাপোলো কর্মসূচির পর, যুক্তরাষ্ট্র এই তিনটি উপাদানকে একযোগে বজায় রাখতে হিমশিম খেয়েছে,' তিনি আরও যোগ করেন। আর্টেমিস কর্মসূচি এই তিন উপাদানকে আবারো সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে পেরেছিল। চাঁদের দিকে যাত্রা শুরু করেছে আর্টেমিস-২, মহাকাশযানের জীবন কেমন হয়?২ এপ্রিল ২০২৬ কেমন ছিল বুচ উইলমোর ও সুনিতা উইলিয়ামসের পৃথিবীতে ফেরার যাত্রা? ১৯ মার্চ ২০২৫ সূর্যের পূর্ণগ্রহণ কীভাবে হয়, গ্রহণ কত রকমের এবং বিভিন্ন গ্রহণে পার্থক্য কোথায়? ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ নতুন করে শুরু- নাসার এই আর্টেমিস প্রোগ্রাম চালু করার আগে বেশ কয়েকটি মহাকাশ প্রকল্প বাতিল হয়েছিল। ২০১৭ সালে শুরু হওয়া এ প্রকল্পে হাজার হাজার মানুষ জড়িত এবং এখন পর্যন্ত এর আনুমানিক খরচ প্রায় ৯৩ বিলিয়ন (৯৩০০ কোটি) মার্কিন ডলার।

ভিসিনানজা অ্যাপোলোর বিষয়ে লিখেছেন, 'অভিযান মডেলটি দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার জন্য তৈরি করা হয়নি এবং এটি যে টেকসই ছিল না তাও স্পষ্ট।' এই অভিযানগুলোর পর থেকে অসংখ্য দিকের উন্নতি হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে নভোচারীদের পুষ্টি ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা থেকে শুরু করে কম্পিউটিং ক্ষমতা। তবে, আর্টেমিস অন্য একটি মানববাহী মহাকাশযানের জন্য উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছিল যেটিতে করে ২০২০ সালে মানুষকে চাঁদে পাঠানোর কথা ছিল। কিন্তু ২০১০ সালে সেই প্রকল্প বাতিল হয়ে যায়।

এর ওয়েবসাইটে বলা হয়, 'আর্টেমিস কর্মসূচির অধীনে, নাসা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, অর্থনৈতিক সুবিধা এবং মঙ্গল গ্রহে প্রথম মানববাহী অভিযানের ক্ষেত্র তৈরি করতে চাঁদের আরও বেশি অংশ আবিষ্কার করতে নভোচারীদের আরও কঠিন অভিযানে পাঠানো হবে।' এটি করার জন্য তারা প্রথমে চাঁদের কক্ষপথে একটি চন্দ্র মহাকাশ স্টেশন এবং চাঁদের পৃষ্ঠেই একটি ঘাঁটি তৈরির পরিকল্পনা করেছে। তবে এসবের আগে, তাদের চাঁদে ফিরে যেতে হবে।

মোরেলের মতে, ২০২৮ সালের সময়সীমাটি বেশ 'উচ্চাভিলাষী' পরিকল্পনা। কারণ চাঁদে নামতে হলে 'একটি ল্যান্ডার (যে যানে করে চাঁদে অবতরণ করা হয়) নির্বাচন, সেটি তৈরি করা ও পরীক্ষা করতে হবে। এছাড়াও ভবিষ্যতের চাঁদে হাঁটার সময় মহাকাশচারীরা যে স্পেসস্যুট পরবেন, সেটির প্রস্তুতেও বিলম্ব হচ্ছে।' আর্টেমিস প্রকল্পটি সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে অন্যদিকে অ্যাপোলো প্রোগ্রামে নাসা সম্পূর্ণ নিজস্ব উদ্যোগে মহাকাশযানটির নকশা ও নির্মাণ করেছিল। মার্কিন সংস্থাটি মহাকাশচারীদের চন্দ্র পৃষ্ঠে অবতরণ করানোর যান বা ল্যান্ডারের জন্য দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী সংস্থাকে নির্বাচন করেছে- ইলন মাস্কের সংস্থা স্পেসএক্স-এর স্টারশিপ এবং জেফ বেজোসের সংস্থা ব্লু অরিজিনের নকশা করা একটি মহাকাশযান। যে কোম্পানিই হোক, তাতে করে নভোচারীরা চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছাবেন। ২০৩০ সালে একই অঞ্চলের জন্য চীনের পরিকল্পিত মানববাহী অভিযানের চেয়ে নিজেদের এগিয়ে রাখতে চাইছে নাসা। একারণেই মহাকাশ নিয়ে নতুন করে রাজনৈতিক আগ্রহ তৈরি হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র ও চীন উভয়ই বেশি প্রাচুর্যপূর্ণ অঞ্চলগুলোতে প্রবেশাধিকার চায়, কেননা চাঁদে দুর্লভ মৃত্তিকা মৌল, ধাতু ও জলের মতো সম্পদ রয়েছে। যদিও, ১৯৬৭ সালের জাতিসংঘ মহাকাশ চুক্তি অনুযায়ী, কোনো দেশই চাঁদের মালিক হতে পারবে না। ব্রিটিশ নভোচারী হেলেন শারম্যান বিবিসিকে বলেন, 'আপনি এর মালিক হতে পারবেন না, কিন্তু আপনি এটি ব্যবহার করতে পারবেন। আর একবার সেখানে গেলে, যতদিন ইচ্ছা ততদিন এটি আপনারই থাকবে।' অন্ধকার অংশ- চাঁদে পদচারণা হবে না বলেই এই নয় যে আর্টেমিস-২ অন্য যেকোনো অভিযানের মতোই।

সবকিছু যদি পরিকল্পনা অনুযায়ী চলে, তাহলে এই যাত্রার সবচেয়ে উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্তটি হবে সোমবার যখন এই চার নভোচারী ৫০ বছরেরও বেশি সময়ের মধ্যে প্রথম মানুষ হিসেবে চাঁদের দূরবর্তী অংশটি দেখতে পাবেন, তাও সশরীরে। চীন ও ভারতের মহাকাশযানগুলো ইতোমধ্যেই এই রহস্যময় 'অন্ধকার অংশ' অন্বেষণ করেছে, কিন্তু এখন তারা এটিকে পর্যবেক্ষণ করতে এবং পরবর্তী বিশ্লেষণের জন্য ছবিতে রেকর্ডও করতে পারবে। প্রাচীন লাভা প্রবাহ ও বিশাল গর্ত সম্বলিত ভূতাত্ত্বিক গঠন নিয়ে বিজ্ঞানীদের বিশেষ আগ্রহ রয়েছে, কারণ এই অঞ্চলটি সম্পর্কে জানা গেলে তা ভবিষ্যতের অভিযানগুলোকে সহায়তা করতে পারে। আর এই গোলার্ধটি, যা আমরা পৃথিবী থেকে দেখতে পাই না, তা বেশ ভিন্ন। নাসা জানিয়েছে, আর্টেমিস-২ তিন ঘণ্টা ধরে সর্বোচ্চ ১০ হাজার কিলোমিটার দূরত্বে এলাকাটির উপর দিয়ে উড়ে যাবে এবং এই যাত্রাপথের একটি অংশে মহাকাশযানটির সাথে নাসার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। 'যদিও এটা বিশ্বাস করা কঠিন। তবে মানুষের চোখ হলো অন্যতম সেরা একটি বৈজ্ঞানিক যন্ত্র,' উড্ডয়নের আগে বলেছেন নভোচারী ক্রিস্টিনা কচ। কয়েক দিনের মধ্যেই, হয়তো এর মাধ্যমে আমরা মানবজাতির জন্য এই নতুন অগ্রগতির ঘটনা দেখতে পাবো।

ড্রিম ইঞ্জিনিয়ারিং, কী স্বপ্ন দেখবেন তা ঠিক করে দিতে পারে যে কৌশল

স্বপ্ন নিয়ে আমাদের কৌতূহল দীর্ঘদিনের। কোথা থেকে আসে, কেন আমরা স্বপ্ন দেখি, এর অর্থই বা কী- এই প্রশ্নগুলোর উত্তর মানুষ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে খুঁজে চলেছে। এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর হয়ত শীঘ্রই মিলতে পারে বলে মনে করছেন বিজ্ঞানীরা। ঘুম নিয়ে গবেষণা করেন এমন বিশেষজ্ঞদের মতে খুব তাড়াতাড়াই হয়ত আমরা স্বপ্নকে শুধুমাত্র ব্যাখ্যাই করতে পারব না, সেগুলোকে রূপও দিতে পারব। "স্লিপ ইঞ্জিনিয়ারিং" বা স্বপ্ন প্রকৌশল নিয়ে ইদানিং গবেষণা চলছে। এই উদীয়মান ক্ষেত্রে গবেষণারত বিজ্ঞানীরা মনে করেন, ঘুমের ঠিক আগে আমাদের মনে কিছু নির্দিষ্ট চিন্তা ঢুকিয়ে দিতে পারলে আমরা হয়ত ঘুমের মধ্যে আমাদের কী অভিজ্ঞতা হয়, সেগুলিকে একটা দিশা দিতে পারব। প্রাথমিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে এই ধরনের অভ্যাস শেখার ক্ষমতা বাড়ায় এবং সৃজনশীলতা জাগিয়ে তুলতে পারে। শুধু তাই নয় মানসিক আঘাতের সঙ্গে লড়াই করতেও সাহায্য করতে পারে।

স্বপ্ন "গড়া-" মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটসের ব্রেইনট্রিতে থাকেন উইল ডাউড। তিনি একজন লেখক ও শিল্পী। তিনি নিজেকে একজন 'আধা পেশাদার স্বপ্নদর্শী' বলে মনে করেন।

এক অবক্ষয়জনিত রোগে তার দৃষ্টিশক্তি এবং হাঁটাচলা প্রভাবিত হয়েছে। মি. ডাউড পড়তে পারেন না। "ড্রিম ইনকিউবেশন" নামক এক কৌশল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে শুরু করেন তিনি। "ড্রিম ইনকিউবেশন" হলো ঘুমানোর আগে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়, সমস্যা বা প্রশ্নের উপর মনোযোগ দেওয়ার মাধ্যমে স্বপ্নের বিষয়বস্তুকে প্রভাবিত করার কৌশল। এর জন্য মি. ডাউড যে পদ্ধতি ব্যবহার করতেন তার মধ্যে একটা হলো ঘুমানোর সময় মস্তিষ্কে ছোট ছোট অডিও প্রম্পট (কোনো বিষয়ে অডিও বার্তা) পাঠানো। 'আমি কি সাহিত্যের মাধ্যমে আমার স্বপ্ন প্রোগ্রাম করতে পারি? এই ভাবনাটাই ঘুরছিল মাথায়,' বলেছিলেন তিনি। ঘুমানোর সময় কবিতা পাঠের রেকর্ডিং ব্যবহার করে তিনি তার রাতকে প্রাণবন্ত চিত্রকল্পে মোড়া এক সফরে বদলে ফেলতে সক্ষম হয়েছেন। এইভাবেই কখনো তিনি স্বপ্নে বন্যায় বিধ্বস্ত এক রহস্যময় শহর পেরিয়েছেন, কখনো বা চাঁদের আলোয় ঢেউয়ের উপর দিয়ে শেয়ালের সঙ্গে ছুটেছেন।

এই বিষয়টাকে স্বপ্নে ইন্ধন যোগানোর সঙ্গে তুলনা করেছেন তিনি। তার কথায়, 'আমি একে জেট প্লেনে ইন্ধন দিয়ে স্বপ্ন দেখার সঙ্গে তুলনা করতে চাই।' এইভাবেই তার স্বপ্নগুলো আগামী বইয়ের ভিত্তি হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, সমস্ত কিছু ছাপিয়ে তাকে কোথাও একটা মুক্তির অনুভূতি এনে দিয়েছে এই জাতীয় স্বপ্ন।

তিনি বলেছেন, 'আমার মনে হয়েছিল আমি যেন অন্য এক জগতে চলে গিয়ে আবার ফিরে এসেছি।' নেপথ্যে থাকা বিজ্ঞান-"ড্রিম ইনকিউবেশন" নামে এই কৌশল নতুন কিছু নয়। প্রাচীন গ্রীক এবং থাই সংস্কৃতিতে স্বপ্ন কী নির্দেশ দিতে চেয়েছে তা বুঝতে মন্দিরে যেত মানুষ। তবে স্বপ্নের বিষয়বস্তুকে বাইরে থেকে প্রভাবিত করার আগ্রহ তুলনামূলকভাবে আধুনিক। ২০০০ সালের গোড়ার দিকে এই নিয়ে আগ্রহ তৈরি হয়।

সেই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রবার্ট স্টিকগোল্ড লক্ষ্য করেন যে যারা "টেট্রিস" নামক ভিডিও গেম খেলে ঘুমাতে যান, তারা প্রায়শই তাদের স্বপ্নে বিভিন্ন আকৃতির পতনশীল বস্তু দেখেন। এটা "টেট্রিস এফেক্ট" নামে পরিচিতি লাভ করে। একজন সোভিয়েত সফওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার '৮০-র দশকে টেট্রিস নামে এই ভিডিও গেম তৈরি করেছিলেন। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এই গেম যেখানে টেট্রোমিনো আকারের (এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে জোড়া চারটে বর্গক্ষেত্রের সমন্বয়ে তৈরি জ্যামিতিক আকার) বস্তুকে সাজিয়ে খেলতে হয়। অধ্যাপক স্টিকগোল্ড বলেছেন, 'আমরা খুবই খুশি ছিলাম। আমরা প্রথমবার দেখাতে পেরেছিলাম যে আপনি স্বপ্নের বিষয়বস্তুকে প্রভাবিত করতে পারেন।' বর্তমানে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (এমআইটি)-এর সঙ্গে কাজ করা বিজ্ঞানী ড. অ্যাডাম হার হোরোউৎজের মতো গবেষকরা এমন প্রযুক্তি তৈরি করছেন যা স্বপ্নকে ইচ্ছে মতো এবং আরো নির্দিষ্টভাবে পরিচালিত করতে পারে। এর জন্য তিনি যে যন্ত্র তৈরি করেছিলেন তার নাম ডর্মিও। এই যন্ত্র ঘুমানোর সময় মানুষের শারীরবৃত্তীয় সংকেতগুলোকে পর্যবেক্ষণ করে এবং এমন প্রম্পট (নির্দেশ) দেয় যা কানে শোনা যায়। উদাহরণস্বরূপ কেউ যখন ঘুম এবং জেগে থাকার মধ্যবর্তী এক অবস্থায় থাকে যাকে "হিপনাগোজিয়া" বলে। সেই সময় ওই যন্ত্র প্রম্পট করল 'জলের মতো বহমান একটা স্বপ্ন দেখুন। ঘুম এবং জেগে থাকার ওই মধ্যবর্তী পর্যায়ে আমরা ছবির একটা প্রবাহও অনুভব করতে পারি।' এক গবেষণায় ৭০ শতাংশ এরও বেশি অংশগ্রহণকারী জানিয়েছেন যে তারা ডর্মিও ব্যবহার করে স্বপ্ন দেখার জন্য একটা নির্দেশ পাওয়ার পরে একটা নির্দিষ্ট বিষয়ে স্বপ্নও দেখেছেন। এই প্রসঙ্গে নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন ড. হোরোউৎজ। ছেলেবেলায় একবার মানসিক আঘাত পাওয়ার পর বারবার দুঃস্বপ্ন দেখতেন তিনি। তাকে আশ্বস্ত করতে ঘুমের সময় ফিসফিস করে কথা বলতেন তার মা। ফিসফিস করে বলা মায়ের সেই আশ্বাসবাণীই তাকে বিষয়টা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করেছে। তার কথায়, 'এটা আমার স্বপ্নগুলোকে বদলাতে শুরু করে। এভাবেই আমি সেই দুঃস্বপ্নগুলো কাটিয়ে উঠতে থাকি এবং আর তেমন ভয় পেতাম না।' ড্রিম ইঞ্জিনিয়ারিং বা স্বপ্ন প্রকৌশল একটা সম্পূর্ণ নতুন বৈজ্ঞানিক সীমানা খুলে দিতে পারে বলে বিশ্বাস করেন তিনি। ড. হোরোউৎজ জানিয়েছেন, একবার সফলভাবে স্বপ্ন পরিচালনা করতে পারলে, এমন সাবজেক্ট গ্রুপ তৈরি করা যেতে পারে যার উপর ভিত্তি করে পুরো বিষয়টাকে পর্যবেক্ষণ এবং বৈজ্ঞানিকভাবে তুলনা করা সম্ভব। সাধারণত শিক্ষামূলক সামগ্রী সংকলনের উদ্দেশ্যে সাবজেক্ট গ্রুপের মতো গোষ্ঠী তৈরি করা হয়। মানসিক আঘাতের সঙ্গে মোকাবিলা স্বপ্ন কারো কারো কাছে শোক প্রশমনের জন্য অপ্রত্যাশিত ভূমিকা পালন করে। ক্যালিফোর্নিয়ার বাসিন্দা মেয়ার লুকাস তার কিশোর পুত্র জেনকে হারানোর পর থেকে বছরের পর বছর ধরে দুঃস্বপ্ন দেখতেন। কিন্তু যখন স্তন ক্যান্সারের জন্য তার অস্ত্রোপচার হয়েছিল, সেই সময় অ্যানেস্থেসিয়া (অস্ত্রোপচারের জন্য সংজ্ঞাহীন করতে ব্যবহৃত)-র পর সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে তার সন্তান জেনকে নিয়ে একটা সুন্দর স্বপ্ন দেখার কথা জানিয়েছিলেন তিনি। ওই স্বপ্ন তাকে সান্ত্বনা দিয়েছিল। এরপর দুঃস্বপ্ন দেখার সেই ধারাবাহিকতাতেও ছেদ আসে।

মেয়ার লুকাস বলেছেন, 'আমি আড়াই বছরে একটাও দুঃস্বপ্ন দেখিনি। এটা আমার জীবনকে বদলে দিয়েছে।' তার এই অভিজ্ঞতা স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের গবেষণার একটা ক্ষেত্র। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ড. পিলেরিন সিক্কা বলেন যে যদিও অ্যানেস্থেসিয়া "স্বাভাবিক" ঘুমের মতো নয়, কিন্তু অনেক রোগীই অস্ত্রোপচারের পর অস্বাভাবিকভাবে ইতিবাচক স্বপ্ন দেখার অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন। অস্ত্রোপচারের পরে যেভাবে কাউকে জাগিয়ে তোলা হয়, তার থেকেও ধীরগতিতে যদি কাউকে জাগ্রত করা যায়, তাহলে সেটা চিকিৎসায় বড়সড় প্রভাব ফেলে। এই পদ্ধতিতে একদিন পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার (পিএসটিডি), সাধারণ উদ্বেগ এবং বিষণতার মতো বিষয়গুলোর সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য ব্যবহার করা যাবে বলে বিশেষজ্ঞদের মত।

ড. পিলেরিন সিক্কার কথায়, '(অ্যানেস্থেসিয়া)এটা অস্ত্রোপচার ছাড়াও এক ধরনের স্বতন্ত্র থেরাপি হতে পারে। দেখা যাবে হয়তো একদিন স্বপ্নের ক্লিনিক তৈরি হয়েছে।' নৈতিকতা নিয়ে বিতর্ক- স্বপ্ন প্রকৌশলের প্রতি বৈজ্ঞানিক আগ্রহ বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এর নৈতিক ব্যবহার নিয়ে বিতর্কও বেড়েছে। ২০২১ সালে, মার্কিন বিয়ার ব্র্যান্ড "কুর্স" "ড্রিম ইনকিউবেশন" নিয়ে একটা বিজ্ঞাপন তৈরি করে। ওই বিজ্ঞাপনে দর্শকদের ঘুমানোর আগে পাহাড়ি উপত্যকা, জলপ্রপাত এবং বিয়ারের ক্যান হাতে কথা বলতে পারে এমন মাছের পরাবাস্তব ছবি দেখে ঘুমানোর কথা বলা হয়েছিল।

মূলত, তাদের বিজ্ঞাপন দেখে ঘুমাতে যাওয়ার কথাই বলে চেয়েছিল এই ব্র্যান্ড। উদ্দেশ্য ছিল মানুষ যাতে তাদের পণ্য নিয়ে স্বপ্ন দেখে। এই প্রচারের পরে অধ্যাপক স্টিকগোল্ড এবং হার হোরোউইৎজ সহ কয়েকজন বিজ্ঞানী তীব্র প্রতিক্রিয়া জানান। বিজ্ঞাপনের জন্য এই "ড্রিম ইনকিউবেশন" কৌশলের ব্যবহারের সমালোচনা করে একটা খোলা চিঠি লিখেছিলেন তারা।

ড. স্টিকগোল্ড বলেছেন, "ঘুমের সময় অন্তত বিজ্ঞাপন ইন্ডাস্ট্রির আমাদের একলা ছেড়ে দেওয়া উচিত। এটাই আমাদের গোপনীয়তার শেষ ঘাঁটি।'

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বপ্ন গবেষক ড. ডেইরড্রে ব্যারেটের মতো কয়েকজন বিশেষজ্ঞ মনে করেন অন্যান্য বিজ্ঞানীরা যে শঙ্কার কথা বলেছেন সেই ভয় অতিরঞ্জিত এবং সাধারণ বিজ্ঞাপনের তুলনায় স্বপ্নে প্রভাব ফেলার জন্য ব্যবহৃত এই পদ্ধতির প্রভাব ততটা তীব্র নয়। বিজ্ঞাপন নিয়ে চিন্তা ভাবনার সময় "কুর্স" নামক ওই ব্র্যান্ড ড. ব্যারেটের সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন। তার কাছে এটা ড্রিম ইনকিউবেশনের ধারণার সঙ্গে দর্শকদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার একটা সুযোগ ছিল।

বিবিসি কুর্স ব্র্যান্ডের মূল কোম্পানি মোলসন কুর্সের সঙ্গে এই সমালোচনার বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানার জন্য যোগাযোগ করেছিল কিন্তু তারা কোনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি।

স্বপ্ন দেখা- ড. হোরোউইৎজের কাছে, স্বপ্নের প্রকৌশল কেবল বিজ্ঞান বা প্রযুক্তির বিষয় নয়, বরং মানব জীবনের একটা উল্লেখযোগ্য অংশকে পুনরুদ্ধার করার সমান।

'প্রতিদিনের এক তৃতীয়াংশ জুড়লে বছরের এক তৃতীয়াংশ দাঁড়ায় যা জুড়লে আবার জীবনের এক তৃতীয়াংশ হয়,' বলেছেন তিনি।

'স্বপ্ন এমন এক জায়গা যেখানে আরো অনেক কিছু করা যায়, আরো চিন্তা-ভাবনা করা সম্ভব, অনেক কিছু গড়ে তোলাও যায়। তাই, আমি এই বিষয়টাকে এইভাবে ব্যাখ্যা করব যে আমি আর আমার মনস্তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতার এক তৃতীয়াংশকে হারাতে চাই না।'

এই ক্ষেত্রে গবেষণা যত এগিয়েছে তাতে স্বপ্নের জগৎ কিন্তু মনের একটা নিষ্ক্রিয় সীমানাতে আটকে নেই। স্বপ্ন ক্রমে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বপ্ন একদিকে যেমন একাংশের কাছে আরো গভীরে গিয়ে গবেষণা করার জায়গা যা আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যকে শক্তিশালী করার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে তেমনি কারো কাছে তাদের পণ্য বিক্রি করার জন্য আরেকটা প্ল্যাটফর্ম।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

প্রযুক্তি-সচেতন তরুণ আইনপ্রণেতারাই 'বিকশিত ভারত ২০৪৭'-এর চাবিকাঠি: ওম বিড়লা

পানাজি, ৯ এপ্রিল (আইএএনএস) : লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা বৃহস্পতিবার 'বিকশিত ভারত ২০৪৭'-এর স্বপ্ন বাস্তবায়নে প্রযুক্তি-সচেতন তরুণ আইনপ্রণেতাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার ওপর জোর দিয়েছেন। তিনি গবেষণা, উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তির কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে নাগরিকদের সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

গোয়ায় অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারী এসোসিয়েশনের সম্মেলনের উদ্বোধন করে তিনি বলেন, জনগণের প্রতিনিধিদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির রূপান্তরমূলক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে মানুষের সমস্যা সমাধানে দক্ষ হতে হবে। তিনি আইনপ্রণেতাদের জনগণের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত থাকার এবং সহানুভূতি ও সদিচ্ছার সঙ্গে তাঁদের সমস্যা সমাধানের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

আইনসভা সংক্রান্ত বিষয়, নিয়ম এবং পদ্ধতি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব তুলে ধরে তিনি বলেন, যারা নীতি ও আইন নিয়ে গঠনমূলক আলোচনায় সক্রিয়ভাবে অংশ নেন, তারাই ভবিষ্যতে রাজ্যের বিশিষ্ট নেতা হিসেবে উঠে আসেন।

একটি সামাজিক মাধ্যমে পোস্টে ওম বিড়লা বলেন, তরুণ সদস্যরা যত বেশি আইনসভার নিয়ম ও পদ্ধতি সম্পর্কে জানবেন, ততই আইনসভায় তাঁদের অংশগ্রহণ, গঠনমূলক আলোচনা এবং যুক্তিসঙ্গত সংলাপ বৃদ্ধি পাবে।

তিনি আরও বলেন, এটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও প্রযুক্তির যুগ, তবে নীতি নির্ধারণে মানবিক সংবেদনশীলতাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। তরুণ আইনপ্রণেতাদের কাছ থেকে জনগণের প্রত্যাশা অনেক।

তরুণ প্রতিনিধিদের শক্তি, দৃষ্টিভঙ্গি এবং জনকল্যাণে প্রতিশ্রুতি ভারতের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। তাঁদের উদ্যোগে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন, উদ্ভাবনী নীতি এবং শক্তিশালী গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

দেশ গঠনে আইনসভার পরিবর্তিত ভূমিকা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বিভিন্ন রাজ্যের আইনসভাগুলির মধ্যে স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা জনকল্যাণ ও সুশাসনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে।

ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাফল্য তুলে ধরে তিনি উল্লেখ করেন, ১৯৫২ সাল থেকে প্রতিটি নির্বাচনে ভোটদানের হার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়া দেশের গণতন্ত্রের শক্তিশালী ভিত্তির প্রমাণ।

অনুষ্ঠানে হরিবংশ নারায়ণ সিং, প্রমোদ সাওয়ান্ত, রাম শিন্দে, রাহুল নার্ভেকর এবং গণেশ গাঁওকর-সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি বক্তব্য রাখেন।

নন্দীগ্রামের ফল গোটা বাংলায় প্রতিফলিত হবে, বিশেষত ভবানীপুরে: প্রধানমন্ত্রী

কলকাতা, ৯ এপ্রিল (আইএএনএস): পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের ২০২১ সালের নির্বাচনী ফলাফল এবার গোটা পশ্চিমবঙ্গে প্রতিফলিত হবে, বিশেষ করে দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুর কেন্দ্রেএমনই দাবি করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

বৃহস্পতিবার পূর্ব মেদিনীপুরের হলদিয়ায় এক নির্বাচনী সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, "পূর্ব মেদিনীপুর, বিশেষ করে নন্দীগ্রাম ২০২১ সালে প্রথম প্রমাণ করেছিল যে বাংলায় পরিবর্তন সম্ভব। এবারের মানুষের মনোভাবই ইঙ্গিত দিচ্ছে, নন্দীগ্রামের সেই ফল এবার গোটা বাংলায়, বিশেষ করে ভবানীপুরে প্রতিফলিত হবে।"

উল্লেখ্য, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী নন্দীগ্রাম কেন্দ্র থেকে জয়ী হন, যেখানে তিনি তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী-কে পরাজিত করেন। পরবর্তীতে ভবানীপুর কেন্দ্রের উপনির্বাচনে জয়ী হয়ে তৃতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর পদে বহাল থাকেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবারের নির্বাচনে শুভেন্দু অধিকারী একযোগে নন্দীগ্রাম ও ভবানীপুরদুই কেন্দ্র থেকেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। ভবানীপুরে তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সভায় প্রধানমন্ত্রী অভিযোগ করেন, "তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত রাজ্য সরকারের 'নিষ্ঠুর' নীতির জন্য পশ্চিমবঙ্গ ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে, যখন দেশের অন্যান্য রাজ্য এগিয়ে চলেছে। একসময় সমৃদ্ধ শিল্পাঞ্চল হলদিয়ার বহু শিল্প ইউনিট বর্তমান শাসনে বন্ধ হয়ে গেছে।"

তিনি আরও বলেন, "এবার বাংলায় পরিবর্তনের হাওয়া বইছে এবং নিশ্চিতভাবেই পরিবর্তন আসবে।"

প্রধানমন্ত্রী জানান, রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় এলে যুবকদের কর্মসংস্থানের জন্য নিয়মিত 'রোজগার মেলা' আয়োজন করা হবে, যেমনটি অন্যান্য বিজেপি শাসিত রাজ্যে করা হয়। পাশাপাশি সপ্তম বেতন কমিশন চালু করার প্রতিশ্রুতিও দেন তিনি।

"বাংলাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বিজেপির ডাবল ইঞ্জিন সরকার প্রয়োজন," বলেন প্রধানমন্ত্রী।

তিনি আশ্বাস দেন, সংবিধানের বিধান মেনেই রাজ্যে শাসন চলবে এবং প্রতিটি নাগরিক তাদের প্রাপ্য পরিষেবা ও গণতান্ত্রিক অধিকার পাবেন।

নারী সুরক্ষার বিষয়টি তুলে ধরে নরেন্দ্র মোদী বলেন, "পশ্চিমবঙ্গে মহিলাদের নিরাপত্তার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। হাসপাতালে কর্মরত মহিলা চিকিৎসকও নিরাপদ নন, এমনকি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও ছাত্রীদের নির্যাতনের অভিযোগ উঠছে। এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি চান বাংলার মহিলারা।"

এছাড়াও, তিনি বলেন বিজেপির অন্যতম লক্ষ্য রাজ্যকে 'অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের' হাত থেকে মুক্ত করা এবং ধর্মীয় শরণার্থীদের নাগরিকত্ব নিশ্চিত করা।

ভোজপুর-কাম-বক্সার স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এমএলসি কেন্দ্রে উপনির্বাচন ঘোষণা ইসিআইয়ের

পাটনা, ৯ এপ্রিল (আইএএনএস): নির্বাচন কমিশন (ইসিআই) বৃহস্পতিবার বিহার বিধান পরিষদের ভোজপুর-কাম-বক্সার স্থানীয় কর্তৃপক্ষ আসনে উপনির্বাচনের ঘোষণা করেছে।

জেডিইউ নেতা রাধা চরণ সাহ-এর পদত্যাগের ফলে এই আসনে শূন্যতা তৈরি হওয়ায় উপনির্বাচনের প্রয়োজন হয়েছে। ২০২৫ সালে তিনি সন্দেশ বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হন।

উল্লেখ্য, ২০২৩ সালে অর্থপাচার মামলায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) তাঁকে গ্রেফতার করে, যার জেরে তাঁকে ঘিরে রাজনৈতিক ও আইনি বিতর্ক আরও তীব্র হয়।

ইসিআইয়ের আন্ডার সেক্রেটারি রাজেশ কুমার সিংয়ের জারি করা বিবৃতি অনুযায়ী, সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রে অবিলম্বে আদর্শ আচরণবিধি কার্যকর হয়েছে।

নির্বাচনের সূচি অনুযায়ী, আগামী ১৬ এপ্রিল বিজ্ঞপ্তি জারি হবে এবং মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন ২৩ এপ্রিল। ২৪ এপ্রিল মনোনয়নপত্রের স্ক্রুটিনি হবে এবং ২৭ এপ্রিল পর্যন্ত প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের সময়সীমা নির্ধারিত হয়েছে।ভোটগ্রহণ হবে ১২ মে সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত। ভোটগণনা ১৪ মে অনুষ্ঠিত হবে এবং ১৫ মে-র মধ্যে পুরো নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে।

ভোজপুর জেলার বরহারা ব্লকের বাসিন্দা রাধা চরণ সাহের উত্থান একেবারে সাধারণ পটভূমি থেকে। ১৯৭০-এর দশকে আরা রেল স্টেশনের কাছে তাঁর পরিবারের একটি ছোট জেলেবির দোকান ছিল, যেখানে তিনি বাবাকে সাহায্য করতেন। পরে তিনি ব্যবসা সম্প্রসারণ করে হোটেল, রিয়েল এস্টেট, রাইস মিল, কোল্ড স্টোরেজ ও হসপিটালিটি খাতে প্রবেশ করেন।আরা শহরের রামনা ময়দান ও শহীদ ভবন এলাকায় তাঁর একাধিক সম্পত্তি রয়েছে। এছাড়া বাইপাস রোডে একটি রিসর্টও রয়েছে তাঁর। উত্তরাখণ্ড ও হিমাচল প্রদেশেও তাঁর ব্যবসার বিস্তার রয়েছে।ভোজপুরে সোন নদী সংলগ্ন বালি ব্যবসাতেও তাঁর প্রভাব রয়েছে। এই ব্যবসার সূত্রেই তিনি ইডির নজরে আসেন বলে জানা গেছে।আসন্ন এই উপনির্বাচন বিহারের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

অসম বিধানসভা নির্বাচন: ভোট দিলেন বিজেপি-কংগ্রেস প্রার্থী-নেতারা, জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী সকলেই

দিসপুর, ৯ এপ্রিল (আইএএনএস): অসম বিধানসভা নির্বাচনে বৃহস্পতিবার ভোটগ্রহণ শুরু হতেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা ও প্রার্থীরা নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন এবং জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাস ব্যক্ত করেন। একইসঙ্গে সাধারণ মানুষকে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান তাঁরা।কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ ভোট দেওয়ার পর বলেন, "আমরা একটি নতুন অসম গড়ে তুলতে পারব। ক্ষমতায় এলে রাজ্যের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষা করব এবং অভিবাসন রোধে কাজ করব।"অন্য কংগ্রেস নেতা রকিবুল হুসেন পরিবার-সহ ভোট দিয়ে বলেন, "আমি আমার গণতান্ত্রিক কর্তব্য পালন করেছি। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে কিছু বলব না।"

বিজেপি প্রার্থী রাজদীপ গোয়ালা ভোটারদের উদ্দেশে বলেন, "সবাই নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করুন। অসমের উন্নয়নের জন্য বিজেপিকে সমর্থন করবেন বলে আশা করছি।"মাজুলি কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী ইন্দ্রনীল পেগু বলেন, "আজ গণতন্ত্রের উৎসব। মানুষ বিপুল সংখ্যায় ভোট দিতে বেরিয়ে আসছেন, যা আনন্দের।"

সাদিয়া কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী বোলিন চেতিয়া দাবি করেন, "অসমের মানুষ, বিশেষ করে যুবসমাজ বিজেপির সঙ্গে রয়েছে, কারণ তারা সরকারের কাজে আস্থা রাখে।"

বিজেপি নেতা মানব ডেকা বলেন, "অসমে নির্বাচন একপ্রকার উৎসবের মতো। সবাইকে ভোট দিতে বেরিয়ে আসার আবেদন জানাচ্ছি।"এনডিএ প্রার্থী অতুল বরা ভোটের দিনটিকে স্মরণীয় উল্লেখ করে বলেন, "মহিলা ও যুব ভোটারদের উৎসাহজনক অংশগ্রহণ দেখা যাচ্ছে। ভোট দেওয়া আমাদের সাংবিধানিক অধিকার।"

এছাড়াও বিজেপি প্রার্থী মৃদুল কুমার দত্ত এবং সূর্য্য রংফারসহ অন্যান্য প্রার্থীরাও ভোট দিয়ে জয়ের ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

উল্লেখ্য, অসমের ১২৬টি বিধানসভা আসনে এক দফায় ভোটগ্রহণ চলছে এবং ফল প্রকাশ হবে ৪ মে।

বাণিজ্য, প্রতিরক্ষা ও উদ্ভাবনে সহযোগিতা জোরদারে সম্মত ভারত-সুইডেন

নয়াদিল্লি, ৯ এপ্রিল (আইএএনএস): বাণিজ্য, প্রতিরক্ষা, উদ্ভাবনসহ একাধিক ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও মজবুত করতে সম্মত হয়েছে ভারত ও সুইডেন। বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত অষ্টম বিদেশ দফতর পর্যায়ের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের সচিব (পশ্চিম) সিবি জর্জ এবং সুইডেনের পররাষ্ট্র দফতরের স্টেট সেক্রেটারি ড্যাগ হার্টেলিয়াস যৌথভাবে বৈঠকের নেতৃত্ব দেন। বৈঠকে রাজনৈতিক যোগাযোগ, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা, উদ্ভাবন, স্থায়িত্ব এবং জনগণের মধ্যে যোগাযোগ আরও জোরদার করার বিষয়ে উভয় দেশ একমত হয়।

বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রন্ধীর জয়সওয়াল জানান, সদ্য সম্পন্ন ভারত-ইউরোপীয় ইউনিয়ন মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে, যা ভারত-সুইডেনের মধ্যে বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা বাড়াতে সহায়ক হবে।

এর আগে বুধবার, বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর ড্যাগ হার্টেলিয়াসের সঙ্গে বৈঠক করেন এবং ভারত-ইইউ কৌশলগত অংশীদারিত্ব আরও গভীর করার বিষয়ে আলোচনা করেন।

চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে সুইডেনের উপ-প্রধানমন্ত্রী এব্বা বুশ 'এআই ইমপ্যাক্ট সামিট ২০২৬'-এ অংশ নিতে ভারতে এসেছিলেন। সেই সময় তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া-র সঙ্গে বৈঠক করেন।

ভারত ও সুইডেনের মধ্যে দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে, যা পারস্পরিক মূল্যবোধ, শক্তিশালী ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনিয়োগ এবং গবেষণা ও উন্নয়ন সহযোগিতার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। পাশাপাশি বৈশ্বিক শান্তি, নিরাপত্তা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়েও দুই দেশের দৃষ্টিভঙ্গির মিল রয়েছে।

উত্তর সিকিমে ধসের পর ১৩২১ পর্যটক ও ৮৪ স্থানীয়কে উদ্ধার সেনার

গ্যাংটক, ৯ এপ্রিল (আইএএনএস): ভূমিধসের জেরে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া উত্তর সিকিম থেকে আটকে পড়া সব পর্যটক ও স্থানীয়দের সফলভাবে উদ্ধার করল ভারতীয় সেনা। বৃহস্পতিবার সেনা সূত্রে জানানো হয়েছে, মোট ১৩২১ জন পর্যটক এবং ৮৪ জন স্থানীয় বাসিন্দাকে নিরাপদে সরিয়ে আনা হয়েছে।

প্রতিরক্ষা মুখপাত্র লেফটেন্যান্ট কর্নেল মহেন্দ্র রাওয়াত জানান, 'অপারেশন হিম সেতু' নামে বিশেষ উদ্ধার অভিযান চালিয়ে এই কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। উত্তর সিকিমের লাচেন এলাকায় আটকে পড়া মানুষদের উদ্ধারের জন্য এই অভিযান শুরু হয়েছিল।

তিনি বলেন, প্রতিকূল আবহাওয়া সত্ত্বেও মাত্র ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সমন্বিত ও নির্বিঘ্নভাবে উদ্ধারকাজ সম্পন্ন হয়েছে। লাচেন-চুংথাং সড়কে ধসের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় একটি অস্থায়ী ফুটব্রিজ নির্মাণ করে যোগাযোগ পুনরুদ্ধার করা হয়, যার মাধ্যমে নিরাপদে সরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে আটকে পড়া মানুষদের।

উদ্ধারকাজে সহায়তার জন্য বিভিন্ন জায়গায় রিসেপশন সেন্টার তৈরি করা হয়, যেখানে খাদ্য, আশ্রয় এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে চিকিৎসক দলও মোতায়েন ছিল বলে জানান তিনি।

প্রতিকূল আবহাওয়া ও তুষারপাতের মধ্যেও সেনা জওয়ানরা গুরুত্বপূর্ণ পার্বত্য পথ খুলে বিকল্প রাস্তা চালু করে উদ্ধারকাজ চালিয়ে যান। পাশাপাশি সেনার গাড়ি দিয়ে সাধারণ মানুষের গাড়িগুলিকেও দুর্গম এলাকা পার করাতে সাহায্য করা হয়।

এই উদ্ধার অভিযানটি ত্রিশক্তি কর্পস-এর নেতৃত্বে পরিচালিত হয় এবং এতে বেসামরিক প্রশাসন ও বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশন-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সমন্বয় রাখা হয়।

এক সেনা আধিকারিক জানান, অস্থায়ী সেতু ও নিরাপদ পারাপারের ব্যবস্থা করে অবিরাম উদ্ধার প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে।

রাজ্য প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, লাচেন ও চুংথাংয়ের মধ্যে একাধিক ভূমিধসে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। এই এলাকা ভারত-চিন সীমান্তের কাছাকাছি অবস্থিত।

নন্দীগ্রামের তৃণমূল প্রার্থী পবিত্র করের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের নির্বাচন কমিশনের

কলকাতা, ৯ এপ্রিল (আইএএনএস): নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী পবিত্র কর-এর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করল ভারতীয় নির্বাচন কমিশন। বিজেপি প্রার্থী সুবেন্দু অধিকারী-র অভিযোগের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার সকালে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

অভিযোগ অনুযায়ী, পবিত্র কর আগে বিজেপির প্রার্থী হিসেবে পঞ্চায়েত সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু চলতি বছরের ১৭ মার্চ তিনি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর উপস্থিতিতে তৃণমূলে যোগ দেন এবং একই দিনে নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী হন।

সুবেন্দু অধিকারীর দাবি, পবিত্র কর এখনও বয়াল গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি সদস্য পদ থেকে ইস্তফা দেননি। তিনি প্রশ্ন তোলেন, "একজন ব্যক্তি কীভাবে একই সঙ্গে দুইটি রাজনৈতিক দলের সদস্য হতে পারেন?" এবং জানান, আপত্তি জানালে তাঁর প্রার্থীপদ বাতিল হতে পারে।

এই প্রসঙ্গে পবিত্র কর বলেন, তিনি বিষয়টি সম্পর্কে অবগত নন এবং আইনি পথেই পদক্ষেপ নেবেন।

নিয়ম অনুযায়ী, কোনও জনপ্রতিনিধি দল পরিবর্তন করে নির্বাচনে লড়লে পূর্ববর্তী পদ থেকে তাঁকে ইস্তফা দিতে হয়।

এই অভিযোগের ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশন দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে পবিত্র করের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে।

উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গের ২৯৪টি বিধানসভা আসনে দুই দফায় ভোটগ্রহণ হবে ২৩ ও ২৯ এপ্রিল। ফল প্রকাশ হবে ৪ মে। নন্দীগ্রামে প্রথম দফায়, অর্থাৎ ২৩ এপ্রিল ভোটগ্রহণ হবে।

অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিত করতে কমিশন রাজ্যের সব কেন্দ্রেই পর্যবেক্ষক নিয়োগসহ একাধিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

বৃহস্পতিবার আগরতলার শহিদ ভগৎ সিং যুব আবাসে এনএসএস'র বিশেষ ক্যাম্পের উদ্বোধন। ছবি নিজস্ব।

অসম ভোট: কামাখ্যা মন্দিরে পুজো দিলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা

গুয়াহাটি, ৯ এপ্রিল (আইএএনএস): অসম বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণের দিন বৃহস্পতিবার গুয়াহাটির প্রসিদ্ধ কামাখ্যা মন্দির-এ পুজো দিলেন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি প্রার্থী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

জালুকবাড়ি কেন্দ্রের প্রার্থী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ভোট শুরুর আগে দেবীর আশীর্বাদ নিতে স্ত্রী রিনিকি ভূঞা শর্মাকে সঙ্গে নিয়ে মন্দিরে যান। সেখানে তিনি পূজা-অর্চনা করেন এবং পুরোহিতদের সঙ্গে সংক্ষিপ্তভাবে কথা বলেন।

নীলাচল পাহাড়ের ওপর অবস্থিত এই কামাখ্যা মন্দিরের বিশেষ ধর্মীয় গুরুত্ব রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনাকে সামনে রেখে বহু নেতা-মন্ত্রী এখানে এসে প্রার্থনা করেন।

এদিকে, অসমে ১২৬টি বিধানসভা কেন্দ্র জুড়ে চলছে হাইভোল্টেজ নির্বাচন। মূল লড়াই গড়ে উঠেছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ এবং কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন বিরোধী জোটের মধ্যে।

শাসক দল বিজেপি, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে টানা তৃতীয়বার ক্ষমতায় ফেরার লক্ষ্য নিয়েছে। অন্যদিকে, ২০১৬ সালে ক্ষমতা হারানোর পর কংগ্রেস ফের ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, মোট ৭২২ জন প্রার্থী এবারের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। উল্লেখযোগ্য প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছেন হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, গৌরব গগৈ, দেবব্রত সাইকিয়া, বদরুদ্দিন আজমল, অখিল গগৈ এবং লুরিনজ্যোতি গগৈ।

রাজ্যের ৩৫টি জেলায় ছড়িয়ে থাকা ৩১,৪৯০টি বুথে ভোটগ্রহণ চলছে। মোট ভোটার সংখ্যা প্রায় ২.৫ কোটি, যার মধ্যে প্রায় ১.২৫ কোটি মহিলা এবং তৃতীয় লিঙ্গের ৩১৮ জন ভোটার রয়েছেন।

দলভিত্তিক হিসেবে কংগ্রেস সবচেয়ে বেশি ৯৯টি আসনে প্রার্থী দিয়েছে, বিজেপি দিয়েছে ৯০টি। এছাড়া সব ভারত ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (এআইইউডিএফ) ৩০টি আসনে, অসম গণ পরিষদ ২৬টি এবং বডোল্যান্ড পিপলস ফ্রন্ট ১১টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে।

এছাড়াও রাইজোর দল, অসম জাতীয়া পরিষদ, সিপিআই(এম), আপ, তৃণমূল কংগ্রেসসহ একাধিক দল এবং ২৫৮ জন নির্দল প্রার্থীও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছেন।আলগাপুর-কাটলিছড়া এবং করিমগঞ্জ দক্ষিণ কেন্দ্রে সর্বাধিক ১৫ জন করে প্রার্থী রয়েছেন। অন্যদিকে, রাঙিয়া, জাগিরোড, হোজাই-সহ ৯টি কেন্দ্রে সরাসরি দু'জন প্রার্থীর লড়াই হচ্ছে।মোট প্রার্থীদের মধ্যে ৫৯ জন মহিলা। এর মধ্যে কংগ্রেস ১৪ জন এবং বিজেপি ৭ জন মহিলা প্রার্থী দিয়েছে।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

ফল ধোয়ার সঠিক নিয়ম

ফল-সব্জির গায়ে স্টিকার নতুন বিষয় নয়। কিন্তু ওই স্টিকার সমেত ফলে কামড় দিলেই বিপদ। অনেক সময়ে চোখ এড়িয়ে যায় ছোট্ট স্টিকার। জলে ধোয়া সত্ত্বেও তা ওঠে না। তাই ভুলবশত কামড় দিয়ে ফেলেন ওই স্টিকারেই। মুখে পড়লে তৎক্ষণা ফেলেও দেন। কিন্তু সম্প্রতি কেন্দ্রীয় খাদ্য সুরক্ষা ও নিয়ামক সংস্থা (দ্য ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া বা এফএসএসএআই) বলছে, এই স্টিকার একেবারেই খাওয়ার উপযুক্ত নয়। এমন স্টিকার খুলে নেওয়ার পরেও ফল-সব্জি ভালো করে ধুতে হবে। FSSAI-এর মতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ফলের গুণগত মান, দাম এবং কোন প্রক্রিয়া ফলটি উৎপাদিত হয়েছে, তা বোঝাতেই এই স্টিকার ব্যবহার হয়। গ্রাহকদেরও ধারণা, যে ফলের গায়ে স্টিকার আটকানো, তার মান ভালো এবং দাম বেশি। কিন্তু ভারতে এমন কোনও নিয়ম নেই। বরং খুঁত ঢাকতেই এই কাজ করা হয়। এই স্টিকার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এতে শুধু কাগজ থাকে না। কালি, আঠাও থাকে। এগুলো খেয়ে ফেললে বিপদ।

ফল-সব্জির গায়ে আটকানো স্টিকার নিয়ে নতুন করে সতর্কবার্তা জারি করেছে FSSAI। তাদের মতে, এই স্টিকার খাওয়ার উপযোগী নয়। এমনকী স্টিকার খুলে নেওয়ার পরেও ফলে কামড় দেওয়া উচিত নয়। কারণ, স্টিকার খুলে নিলেও তার আঠা ফলের গায়ে লেগেই থাকে। সুতরাং, স্টিকার না খেলেও আঠাটা শরীরে প্রবেশ করে। এতে শরীরে গুরুতর ক্ষতি হয় না। কিন্তু প্রায়শই এমনটা করলে বিপদে পড়বেন।

চিকিৎসকদের মতে, স্টিকারের আঠা বা কালিতে থাকা রাসায়নিক পদার্থ পাকস্থলী বা গলায় প্রদাহ তৈরি করতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে শারীরিক অস্বস্তি ডেকে আনে। বমি এবং বদহজমের সমস্যা দেখা দেয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে শিশু ও বয়স্কদের মধ্যে শ্বাসরোধের ঝুঁকিও থাকে। সুতরাং, স্টিকার সরানোর পরেও ফল-সব্জি ভালো ভাবে ধুয়ে নেওয়া জরুরি। ফল-সব্জি ধোয়ার ক্ষেত্রে FSSAI-এর নিয়ম কী?

বাজার থেকে ফল-সব্জি কিনে এনেই ফ্রিজে রাখবেন না। প্রথমে এগুলো প্যাকেটসহ সরিয়ে রাখুন। প্রথমে পরিষ্কার জল দিয়ে ফল ও সব্জি নিয়ে ভালো ভাবে ধুয়ে নিন। চাইলে ঈষদুষ্ণ জলে এক ফোঁটা ৫০ পিপিএম ক্লোরিন বা নুন বা ভিনিগার মিশিয়ে মিশিয়ে ফল ও সব্জি ৫-১০ মিনিট চুবিয়ে রাখতে পারেন। সব সময়ে পরিষ্কার বা ফিল্টার করা জল দিয়ে ফল ও সব্জি ধোবেন। তাজা ফল ও সব্জির ক্ষেত্রে জীবাণুনাশক, ক্লিনিং ওয়াইপ বা সাবান ব্যবহার করবেন না।

ফ্রিজে দুধ সংরক্ষণের নিয়ম

চা বানানো থেকে কনফ্লেক্স খাওয়া রোজ দুধ তাই। তাই এক প্যাকেট হলেও রোজ দুধ কিনতেই হয়। তা ছাড়া রোজ দুধ খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্যই ভালো। হাড় ও পেশি স্বাস্থ্য বজায় রাখতে এই খাদ্যের জুড়ি মেলা ভার। কিন্তু সমস্যা হলো, রোজ দুধ কেনা এবং তা সংরক্ষণ করা নিয়ে।

যতই কুইক ই-কর্মাস অ্যাপের রমরমা থাকুক, একটা প্যাকেট দুধ কেনা রোজ রোজ সম্ভব নয়। তাই অনেকেই একসঙ্গে ২-৩ প্যাকেট দুধ কিনে ফ্রিজে রেখে দেন। দুধ পচনশীল। না ফুটিয়ে রাখলে দুধ কেটে যায়। আবার প্যাকেট সমেতই সংরক্ষণ করলে তার টেক্সচার ও স্বাদ বদলে যায়। এখন যে হেতু গরম বাড়ছে, তাই দুধও ঠিকমতো সংরক্ষণ করতে হবে।

দুধ কি ফ্রিজে রাখা যায়?

আজকাল বাজারে বিভিন্ন ধরনের দুধ পাওয়া যায়। কোনওটায় ফ্যাটের পরিমাণ কম, আবার কোনওটা ফুল ফ্যাট মিল্ক। এই ধরনের দুধ সহজেই ফ্রিজে রাখতে পারেন। টোন্ড, ডবল টোন্ড এবং ফুল ক্রিম মিল্কপ্রায় সব ধরনের দুধই ফ্রিজে সংরক্ষণ করতে পারেন। কিন্তু তার আগে কয়েক নিয়ম মানতে হবে।

ফ্রিজে কী ভাবে দুধ রাখবেন?

প্রথমে দুধটা ভালো করে ফুটিয়ে নিন। তার পরে এই পানীয়কে ঠান্ডা হতে দিন। দুধ একদম ঘরের তাপমাত্রায় চলে আসার পরে ফ্রিজে রাখুন। ডিপ ফ্রিজের নীচের যে ট্রে রয়েছে, সেখানে ঢাকা দিয়ে দুধ রাখতে পারেন। প্যাকেট সমেতও দুধ ফ্রিজে রাখতে পারেন। এ ক্ষেত্রে প্রথমে প্যাকেটটা ভালো করে ধুয়ে নিন। তার পরে তা ডিপ ফ্রিজের তলায় যে ট্রে রয়েছে সেখানে রাখুন। ডিপ ফ্রিজেও রাখতে পারেন। এতে দুধ ভালো থাকবে।

ফ্রিজে কত দিন পর্যন্ত দুধ ভালো থাকে? দুধ সব সময়ে জাল দিয়েই ফ্রিজে রাখা ভালো। এ ক্ষেত্রে দুধ ১ দিনের বেশি ফ্রিজে রাখা যাবে না। তাতে দুধে ছত্রাক জন্মাবে এবং সংক্রমণের আশঙ্কা বাড়বে।

প্যাকেটবন্দি দুধ বেশ কিছু দিন পর্যন্ত ফ্রিজে রাখতে পারেন। এক্সপায়ারি ডেট দেখে ফ্রিজে রাখুন। ওই তারিখের মধ্যে দুধ খেয়ে নিন। ফ্রিজ ছাড়া কী ভাবে দুধ সংরক্ষণ করবেন? মাটির পাত্রে দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার সবচেয়ে ভালো থাকে। এ ছাড়া যে কোনও পাত্রে দুধ রাখতে পারেন। সেটি রান্নাঘর বা বাড়ির এমন জায়গায় রাখুন, যে অংশটা খুব ঠান্ডা। খাটের তলায়, জাল আলমারির মধ্যে ইত্যাদি জায়গায়। এ ছাড়া দুধ ফুটিয়েও সংরক্ষণ করতে পারেন। দুধ জাল দিয়ে নিন। তার পরে সেটি ঘরের তাপমাত্রা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। এটি পাত্রে ঠান্ডা জল নিন। তার উপর দুধের পাত্র বসিয়ে দিন। এ ভাবেও দুধ ভালো থাকে। দুধের প্যাকেট জলভর্তি পাত্রে ডুবিয়ে বা ভিজে তোয়ালে মুড়ে রাখতে পারেন।

ক্ষতিকর ভেজাল মিলছে প্যাকেটবন্দি আদা-রসুন বাটায়

সময় বাঁচাতে আজকাল অনেকেই রান্নায় প্যাকেটবন্দি আদা-রসুনের পেস্ট ব্যবহার করেন। তাতে রান্না দ্রুত হয়ে গেলেও খাবারে স্বাদ আসে না। ওই আদা-রসুন বাটায় প্রিজারভেটিস মেশানো থাকে, যা স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। এ বার জানা গেল, কাঁচামালেও গলদ রয়েছে। সম্প্রতি হায়দরাবাদের সিটি পুলিশের টাস্ক ফোর্স খাদ্য সুরক্ষা অভিযান চালিয়েছিল সেখানকার এক এক বেসরকারি মশলা প্রস্তুতকারী সংস্থার কারখানায়। সেখানেই ভেজাল মেশানো বাটামশলা ও নিম্নমানের কাঁচামাল বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। প্যাকেটবন্দি আদা-রসুনের পেস্ট স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। এতে উচ্চ মাত্রায় সোডিয়াম ব্যবহার হয়, যা হজমের সমস্যা বাড়ায় এবং শরীরে নানা রোগ ডেকে আনে। রান্নার সময় যদি বাঁচাতে হয়, তা হলে বাড়িতেই আদা-রসুনের পেস্ট বানিয়ে সংরক্ষণ করতে পারেন। আদা-রসুনের বাটা সঠিক উপায়ে সংরক্ষণ করলে তা ৬ মাস পর্যন্ত ভালো থাকতে পারে।

এক সপ্তাহ পর্যন্ত স্টোর করার জন্য আদা-রসুন আলাদা ভাবে বেটে নিন। আলাদা এয়ার টাইট কৌটোতে ভরে রাখুন আদা-রসুনের পেস্ট। এ বার তার উপর দিয়ে কিছুটা সর্ষের তেল ছড়িয়ে দিন। এতে বাটামশলায় ছত্রাক জন্মাবে না। ১-২ মাস পর্যন্ত স্টোর করার জন্য আদা ও রসুনের খোসা ছাড়িয়ে মিক্সারে পেস্ট করুন। বাটার সময়ে এতে ২ চামচ সর্ষের তেল মিশিয়ে দিন। জল দেবেন না। তার পরে এতে সামান্য নুন মিশিয়ে এয়ার টাইট কৌটোতে ভরে ফ্রিজে রেখে দিন। এ ভাবে এক-দুই মাস পর্যন্ত আদা-রসুন বাটা ভালো থাকবে। ৪-৫ মাস পর্যন্ত স্টোর করার জন্য সর্ষের তেল মিশিয়ে আদা-রসুন বেটে নুন। তার পরে নুন মিশিয়ে নেবেন। এর পরে পেস্টটা আইস ট্রে-তে ঢেলে দিন। প্লাস্টিক র‍্যাপার দিয়ে ট্রেটিকে মুড়ে ফ্রিজে রাখুন। পেস্ট জমে আইস কিউব হয়ে গেলে ট্রে-টা বের করুন। আইস কিউবগুলো বের করে জিপলক ব্যাগে ভরে আবার ফ্রিজারে ঢুকিয়ে দিন। প্রয়োজন মতো কিউব বের করে রান্নায় ব্যবহার করুন। ৬ মাসের বেশি স্টোর করার জন্য সর্ষের তেল দিয়ে আদা-রসুন বেটে নিন। তার পরে নুন মেশান। এর পরে মিশিয়ে দিন ২-৩ চামচ সাদা ভিনিগার। তার পরে একই পদ্ধতিতে আইস ট্রে-তে ঢেলে আইস কিউব বানিয়ে নিন। তার পরে আইস কিউবগুলো জিপলক ব্যাগে ভরে ফ্রিজারে রাখুন। এ ভাবে ৬ মাসের বেশি আদা-রসুন পেস্ট সংরক্ষণ করতে পারেন।

সাদা কাপড় কী ভাবে পরিষ্কার করবেন

আজকাল বেশিরভাগ অঞ্চলেই ফ্ল্যাট কালচার। জলের চাহিদা মেটাতে বোরিং করে বসানো হচ্ছে পাইপ। মাটির তলার জল পাম্পের সাহায্যে তুলে ব্যবহার করা হচ্ছে। সমস্যা সেখানেই, বহু জায়গায় জলে আয়রনের পরিমাণ অনেকটা বেশি। জলে আয়রন বেশি থাকলে, স্বাভাবিক ভাবে জামা-কাপড় কাচলে তাতেও পড়ে প্রভাব। সহজেই হলদে, বাদামি বা লালচে দাগ পড়ে নষ্ট হয়ে যায়। বিশেষ করে সাদা জামা হলে ভয় আরও বেশি।

১. সমস্যার মূল কারণ--- অনেকেই পানীয় জল ফিল্টার করে ব্যবহার করলেও কাপড় কাচার জল সাধারণত অপরিশোধিত থাকে। ফলে সেই জলে থাকা আয়রন কাপড়ের তন্তুতে জমে গিয়ে দাগ তৈরি করে। একবার এই দাগ পড়লে সাদা কাপড়ের উজ্জ্বলতা নষ্ট হয়ে যায় এবং তা পরিষ্কার করা কঠিন হয়ে পড়ে।

২. দীর্ঘমেয়াদি সমাধান---এই সমস্যার সবচেয়ে কার্যকর সমাধান হলো আয়রন রিমুভার ফিল্টার ব্যবহার করা। জলের লাইনে বা ওয়াশিং মেশিনের সঙ্গে এই ফিল্টার লাগালে জলে থাকা অতিরিক্ত আয়রন অনেকটাই কমে যায়। ফলে কাপড়ে দাগ পড়ার সম্ভাবনাও কমে। কিছু সাধারণ নিয়ম মেনে চললে সাদা কাপড় অনেকটাই পরিষ্কার ও উজ্জ্বল রাখা সম্ভব।

৩. ঠান্ডা জল— ঠান্ডা জল ব্যবহার করুন, গরম জলে আয়রন দ্রুত বিক্রিয়া করে দাগকে আরও গাঢ় করে তোলে। তাই সব সময় ঠান্ডা জল ব্যবহার করা ভালো।

৪. ডিটারজেন্ট --- বিশেষ ডিটারজেন্ট ব্যবহার করা কার্যকর হতে পারে। আয়রনযুক্ত জলের জন্য তৈরি ডিটারজেন্টে ফসফেট থাকে, যা আয়রনের কণাকে কাপড়ে বসতে বাধা দেয়।

৫. ব্লিচ--- ব্লিচ এড়িয়ে চলাও বেশ কার্যকর হতে পারে। ক্লোরিন ব্লিচ আয়রনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে দাগ আরও বাড়িয়ে দিতে পারে। তার পরিবর্তে অক্সিজেন-ভিত্তিক ব্লিচ ব্যবহার করা নিরাপদ।

৬. ঘরোয়া উপায়ে দাগ তোলার কৌশল--- যদি কাপড়ে ইতিমধ্যেই দাগ পড়ে যায়, তাহলে কিছু সহজ ঘরোয়া পদ্ধতিতে সেই দাগ তোলার চেষ্টা করা যেতে পারে। দাগের উপর লেবুর রস দিয়ে নুন ঘষে রোদে শুকোতে দিলে প্রাকৃতিক ব্লিচিংয়ের মাধ্যমে দাগ হালকা হয়। ঠান্ডা জলে ভিনিগার মিশিয়ে কাপড় ভিজিয়ে রাখলে আয়রনের কণা আলগা হয়ে যায় এবং কাপড় পরিষ্কার হয়।

ভুলেও ফ্রিজে রাখবনে না এই সব সব্জি

বর্তমানের ব্যস্ত জীবনে সময় বাঁচাতে অনেকেই সপ্তাহের বাজার একসঙ্গে কিনে ফ্রিজে রেখে দেন। আমাদের মনে হয়, ফ্রিজে রাখলেই সবকিছু দীর্ঘদিন তাজা থাকবে। কিন্তু বাস্তবে কিছু সব্জি আছে, যেগুলো ফ্রিজে রাখলে উপকারের বদলে ক্ষতি হয়। এতে তাদের স্বাদ, পুষ্টিগুণ এবং তাজা ভাব দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। তাই জেনে রাখা জরুরি কোন কোন সব্জি ফ্রিজে রাখা উচিত নয় এবং কেন।

১. টম্যাটো— টম্যাটো ফ্রিজে রাখলে এর আসল স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়। ঠান্ডা তাপমাত্রায় টম্যাটোর ভেতরের গঠন পরিবর্তিত হয়, ফলে এটি নরম ও বিস্বাদ হয়ে পড়ে। অনেক সময় বেশি টকও লাগে। তাই টম্যাটো ঘরের তাপমাত্রায়, ঠান্ডা ও অন্ধকার জায়গায় রাখা ভালো। সরাসরি রোদ থেকে দূরে রাখলে এটি ধীরে পাকে।

২. শসা— শসায় জলের পরিমাণ বেশি থাকে। দীর্ঘদিন ফ্রিজে রাখলে এর ভেতরের জল শুকিয়ে যেতে শুরু করে এবং স্বাদ তেতো হয়ে যেতে পারে। শসা সাধারণ তাপমাত্রায় রাখুন এবং এমন ফলের থেকে দূরে রাখুন, যেগুলো থেকে ইথিলিন গ্যাস নির্গত হয় (যেমন টম্যাটো)।

৩. রসুন— রসুন ফ্রিজে রাখলে এতে আর্দ্রতা জমে এবং তা অঙ্কুরিত হতে শুরু করে। এতে স্বাদ তেতো হয়ে যায় এবং দ্রুত নষ্ট হয়। রসুন সবসময় শুকনো, ঠান্ডা ও বাতাস চলাচল করে এমন জায়গায় রাখা উচিত। প্লাস্টিক ব্যাগে বন্ধ করে রাখা ঠিক নয়।৪. পেঁয়াজ—— ফ্রিজের আর্দ্রতা পেঁয়াজকে দ্রুত নষ্ট করে দেয়। ঠান্ডা পরিবেশে পেঁয়াজের স্টার্চ চিনি হয়ে যেতে পারে, ফলে এর স্বাদ বদলে যায়। পেঁয়াজ শুকনো, ঠান্ডা ও অন্ধকার জায়গায় রাখুন। পেঁয়াজ ও আলু একসঙ্গে না রাখাই ভালো।

৫. আলু— কাঁচা আলু ফ্রিজে রাখলে এর স্টার্চ চিনি হয়ে যায়। এতে আলুর স্বাদ অস্বাভাবিক মিষ্টি লাগে এবং রান্নার সময় এর গঠনও বদলে যায়। আলু বাতাস চলাচল করে এমন ঝুড়ি বা জালের ব্যাগে, ঠান্ডা ও অন্ধকার জায়গায় রাখুন।

আলু ও পেঁয়াজের মতো মূলজাতীয় সব্জি ৭—১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ভালো থাকে, তবে ফ্রিজে নয়। অতিরিক্ত ঠান্ডা তাদের স্বাদ ও গঠন নষ্ট করে। তাই রান্নাঘরের আলমারি বা ঠান্ডা, শুকনো জায়গায় কাগজ বা জালের ব্যাগে সংরক্ষণ করা সবচেয়ে উপযুক্ত।

কাটা পেঁয়াজ কী ভাবে সংরক্ষণ করলে তাজা থাকবে

সকালবেলা আনাজ কাটা -বাটাতেই সময় চলে যায়। আগের দিন যদি সমস্ত সব্জি কেটে রেখে দেওয়া যায়, তা হলে রান্নায় সুবিধা হয়। বেশিরভাগ সব্জি কেটে এয়ার টাইট কৌটোতে ভরে রাখা যায়। আদা-রসুনের খোসা ছাড়িয়ে, পেস্ট বানিয়েও ফ্রিজে রাখা যায়। কিন্তু সমস্যা হলো, কাঁটা পেঁয়াজ রাখা যায় না। পেঁয়াজ কেটে রাখলেই তার স্বাদ বদলে যায় এবং দ্রুত শুকিয়ে যায়।

পেঁয়াজে সালফারের উপস্থিতির জন্য চোখ দিয়ে জল পড়ে। আবার এই সালফারই পেঁয়াজে ব্যাকটেরিয়া জন্মের কারণ। পেঁয়াজ বাতাসে থাকা প্যাথোজেনিক ব্যাকটেরিয়ার সংস্পর্শে এলে দ্রুত অক্সিডাইজ হতে শুরু করে। এতে পেঁয়াজের পুষ্টিগুণ সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে যায়। এই কারণে কাটা পেঁয়াজ খেতে বারণ করেন চিকিৎসকেরা। পেঁয়াজ খেলে তা তৎক্ষণাৎ কেটে খাওয়া উচিত। কিন্তু সময় বাঁচাতে অনেকেই পেঁয়াজ কুচিয়ে বা কেটে রাখতে চান। এ ক্ষেত্রে কী করবেন?

কাটা পেঁয়াজ দীর্ঘ দিন পর্যন্ত তাজা রাখবেন কী ভাবে?

১) কাটা পেঁয়াজ খোলা অবস্থায় রাখা চলবে না। এমনকী খোলা অবস্থায় ফ্রিজে রাখলেও তা শুকিয়ে যাবে। তার চেয়ে এয়ার টাইট কৌটোতে ভরে কাটা পেঁয়াজ ফ্রিজে রাখতে পারেন।

২) যেখানে আর্দ্রতা বেশি, সেখানে কাটা পেঁয়াজ রাখলে তাতে পচন ধরবেই। এমনকী অন্যান্য সব্জির সঙ্গে ঝুড়িতে রাখলেও কাটা পেঁয়াজ নষ্ট হয়ে যাবে। তাই ফ্রিজেই পেঁয়াজ রাখুন। কিন্তু এয়ার টাইট কৌটো বা জিপলক ব্যাগে ভরে রাখতে পারেন।

৩) ফ্রিজে কাটা পেঁয়াজ রাখলেই হলো না। সঠিক তাপমাত্রা বজায় রাখাও জরুরি। ৪০ ডিগ্রি ফারেনহাইট অথবা ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তার কম তাপমাত্রায় পেঁয়াজ সংরক্ষণ করুন।

কাটা পেঁয়াজ কত দিন পর্যন্ত ফ্রিজে রেখে ব্যবহার করতে পারেন?

এয়ার টাইট কৌটোতে ভরে সঠিক তাপমাত্রায় রাখলে কাটা পেঁয়াজ ভালো থাকে। ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে কাটা পেঁয়াজ রাখলে তা ২-৩ দিনের মধ্যে খেয়ে নেওয়া ভালো। এ ছাড়া ফ্রিজারে মাইনাস ১৭ ডিগ্রি তাপমাত্রায় কাটা পেঁয়াজ সংরক্ষণ করলে তা ৬-৮ মাস পর্যন্ত ভালো থাকে।

কফিতে বেশি চুমুক দিলে মাইগ্রেন কমবে?

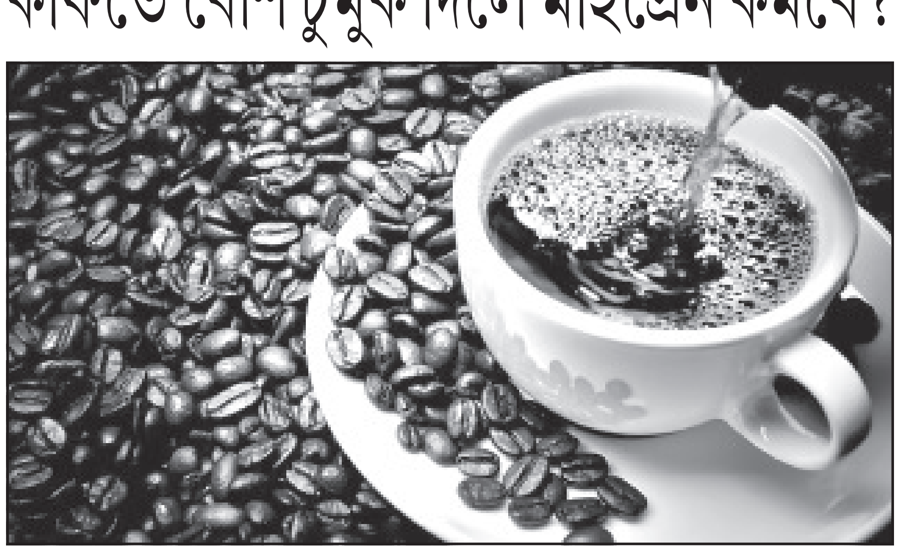

সম্প্রতি 'ইউরোপিয়ান জার্নাল অফ ক্লিনিক্যাল নিউট্রিশন নামের বিজ্ঞানপত্রিকায় প্রকাশিত একটি চিনা গবেষণাপত্রের দাবি, নিয়মিত বেশি পরিমাণে কফি খেলে মাইগ্রেন অ্যাটাকের আশঙ্কা কমে অনেকটাই। বিশেষ করে যাঁদের মাইগ্রেনের সঙ্গে 'অরা' আছে, তাঁরা দারুণ উপকৃত হন কফিতে থাকা ক্যাফেইনের কারণে।

'অরা' কী? চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন, মাইগ্রেন আছে, এমন রোগীদের ৩০ শতাংশের ক্ষেত্রে দেখা যায়, মাইগ্রেন অ্যাটাক হওয়ার আগে এবং অ্যাটাক চলাকালীন তাঁদের চোখের সামনে মাঝেমধ্যে ব্ল্যাক-আউট হয়, তাঁদের হাত-পা ঝিনঝিন করে,

আলো-গন্ধ-আওয়াজের প্রতি তাঁদের তীব্র বিরক্তি থাকে এবং প্রভূক গ্যাস-অম্বল হয়। প্রচলিত ধারণাকে নস্যাৎ করে দেওয়া ওই গবেষণায় অবশ্য দেখা গিয়েছে, মাইগ্রেন সামলাতে কফি সবচেয়ে ভালো কাজ করে এঁদেরই ক্ষেত্রে।

চিনের নানচাং বিশ্ববিদ্যালয়ের আট গবেষক অবশ্য শুধু মাইগ্রেন নিয়ে গবেষণাটা শুরু করেননি। তাঁরা দেখতে চেয়েছিলেন, অ্যালঝাইমার্স, অ্যামাইট্রপিক ল্যাটারেল স্ক্লেরোসিস, মাইগ্রেন, মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস, পার্কিনসন্স, স্ট্রোক ইত্যাদির মতো স্নায়বিক অসুখে কেমন কাজ করে কফি। যন্ত্রণা, খিঁচুনি, অঙ্গ সঞ্চালন ইত্যাদির ক্ষেত্রে কফির মধ্যে বিপুল পরিমাণ থাকা ক্যাফেইন কতটা কার্যকর, সেটাই দেখতে চেয়েছিলেন তাঁরা। এবং এক দশক ধরে প্রায় ৪০ হাজার মানুষের উপর সমীক্ষা চালিয়ে তাঁরা দেখেন, অন্য কোনও স্নায়ুরোগকে বাগে আনতে না পারলেও, মাইগ্রেনে রাশ টানতে সক্ষম কফি।

তবে কফি খেলেই হবে না। স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ অনিমেষ কর বলছেন, 'এই গবেষণাটিতে দেখা গিয়েছে, দৈনিক ২০০ গ্রাম করে কফি খেতে হবে। তা হলেই মাইগ্রেন অ্যাটাক এড়ানো সম্ভব অনেকাংশে।' তিনি জানান, ভারতীয়রা যে পরিমাণে কফি খেতে অভ্যস্ত, সেই কম পরিমাণ কফি মাইগ্রেনের ক্ষেত্রে তেমন কাজে আসবে না। এবং যাঁদের 'অরা' হয়, তাঁদের ক্ষেত্রেই সবচেয়ে বেশি কার্যকর কফি। পেন ম্যানেজমেন্ট বিশেষজ্ঞ দেবাঞ্জলি রায়ের কথায়, 'ক্যাফেইনের কার্যকারিতা অজানা নয়। তাই মাইগ্রেনের ওষুধে প্যারাসিটামলের সঙ্গে ক্যাফেইন রাখা হয় কম্বিনেশনে। রক্তবাহিকার ফুলে ওঠা অনেকটা কমিয়ে দেয় ক্যাফেইন।'

তবে এই স্টাডির আরও একটি সীমাবদ্ধতার কথা বলছেন বিশেষজ্ঞরা। সেটি হলো, গবেষণাটি করা হয়েছে মূলত ইউরোপীয়দের নিয়ে। ফলে আমেরিকান, আফ্রিকান কিংবা এশীয়দের ক্ষেত্রে কফি কতটা প্রভাব ফেলবে মাইগ্রেনে, তা বলা মুশকিল। চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন, চা-তেও ক্যাফেইন থাকে। তবে তা কফির তুলনায় প্রায় অর্ধেক। বড় এক মগ কফিতে যেখানে ১০০ মিলিগ্রাম ক্যাফেইন থাকে, এক মগ চায়ে সেখানে ক্যাফেইন থাকে বড়জোর ৫০ মিলিগ্রাম। তাই চা খেয়ে মাইগ্রেন তাড়ানো একপ্রকার অসম্ভব।

তবে এতটা কফি একসঙ্গে খাওয়ার অভ্যাস সাধারণ ভাবে ভারতীয়দের নেই। কর্ণাটক-সহ দক্ষিণ ভারতীয়দের ছাড়া সারা দেশের আর কোথাও লাগাতার কফি সেবনের অভ্যাস আম জনমানসে তেমন নেই বললেই চলে। বেশি কফি খেলে আবার অনেকের গ্যাস-অম্বলের পাশাপাশি গা-গুলানোর সমস্যাও দেখা যায়। তাই ২০০ গ্রাম কফি একজন সাধারণ ভারতীয় কতটা খেতে পারবেন, তা নিয়েও সংশয় রয়েছে চিকিৎসকদের মনে। কফি সেবনের সঙ্গে ইউরোপীয় বা আমেরিকানরা যতটা সচ্ছন্দ, ততটা ভারতীয়রা বা এশীয়রা নয় বলেই সন্দেহটা রয়ে যাচ্ছে।

অনুপ্রবেশে ভাটা, কাশ্মীরে হামলা জারি রাখতে একাধিক রাজ্যে নেটওয়ার্ক গড়ছে আইএসআই: গোয়েন্দা সূত্র

নয়াদিল্লি, ৯ এপ্রিল (আইএএনএস): কাশ্মীরে সরাসরি অনুপ্রবেশ কঠিন হয়ে পড়ায় পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আন্তঃ-সেবা গোয়েন্দা সংস্থা (আইএসআই) এখন উত্তর ভারতের একাধিক রাজ্যে নতুন জঙ্গি মডিউল গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়েছে বলে বড়সড় তথ্য সামনে এসেছে।

গোয়েন্দা সংস্থা গোয়েন্দা ব্যুরো (আইবি)-র এক আধিকারিক জানিয়েছেন, জম্মু ও কাশ্মীরে সক্রিয় থাকা অপারেটিভদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও উত্তর প্রদেশে মডিউল তৈরি করতে। উদ্দেশ্য, সেখান থেকে নতুন সদস্য নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ দিয়ে পরে কাশ্মীরে হামলায় কাজে লাগানো।

সূত্রের দাবি, জম্মু ও কাশ্মীর-এ সম্প্রতি নিরাপত্তা ব্যবস্থা অত্যন্ত কড়া হওয়ায় সেখানে মডিউল পরিচালনা করা কঠিন হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে পাহালগাম-এ হামলার পর নজরদারি আরও বাড়ানো হয়েছে।

আইএসআই তাদের 'ওভারগ্রাউন্ড ওয়ার্কার' (ওডব্লিউজি)-দের সক্রিয় করার চেষ্টা করলেও কড়া নজরদারির কারণে সেই পরিকল্পনাও ভেস্তে যায়। প্রশিক্ষিত জঙ্গির অভাব এবং প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়া অনুপ্রবেশের কারণে জঙ্গি সংগঠনগুলি এখন মরিয়া হয়ে উঠেছে বলে মনে করছেন গোয়েন্দারা।

লস্কর-ই-তৈবা-সহ বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠন মনে করছে, শুধুমাত্র জম্মু-কাশ্মীরেই নিয়োগ সীমাবদ্ধ রাখলে ঝুঁকি বেশি। তাই অন্যান্য রাজ্যে কম নজরদারির সুযোগ নিয়ে নতুন মডিউল গড়ে তোলার পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

এই পরিকল্পনা অনুযায়ী, প্রথমে বিভিন্ন রাজ্যে সদস্য নিয়োগ করা হবে, তারপর তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে কাশ্মীরে পাঠানো হবে। পাঞ্জাব, হরিয়ানা বা উত্তর প্রদেশ থেকে কাশ্মীরে ঢোকা তুলনামূলক সহজ হতে পারে বলেও তারা মনে করছে।

এক আধিকারিক জানিয়েছেন, পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীর-এ প্রায় হাজারখানেক জঙ্গি অনুপ্রবেশের অপেক্ষায় রয়েছে। এরা প্রশিক্ষিত এবং যুদ্ধ-অভিজ্ঞ, ফলে তারা কাশ্মীরে ঢুকতে পারলে বড়সড় নিরাপত্তা ঝুঁকি তৈরি হতে পারে। বর্তমানে নিয়ন্ত্রণরেখা ও আন্তর্জাতিক সীমান্ত জুড়ে নিরাপত্তা এতটাই কড়া যে অনুপ্রবেশ প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। ভারতীয় সেনাবাহিনী সর্বোচ্চ সতর্কতায় রয়েছে। অপারেশন সিন্ধুর-এর পর থেকে একাধিক অনুপ্রবেশের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে বলেও জানা গেছে।

সম্প্রতি লস্কর-ই-তইবার অপারেটিভ আবদুল্লা ওরফে আবু হুরেইরার গ্রেফতারের পর এই আন্তঃরাজ্য মডিউল তৈরির পরিকল্পনার বিস্তারিত তথ্য সামনে আসে। প্রায় ১৬ বছর ধরে সে নিরাপত্তা বাহিনীর চোখএড়িয়ে চলছিল বলে জানা গেছে।

গোয়েন্দা সূত্রের মতে, আইএসআই এখন জম্মু-কাশ্মীরের বাইরে আরও বিস্তৃত নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে চাইছে। জইশ-ই-মোহাম্মদ-সহ বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠন নিয়োগের অভাবে সমস্যায় পড়েছে। তাই কাশ্মীরে বড় হামলার মাধ্যমে আবারও নতুন করে নিয়োগ বাড়ানোর কৌশল নেওয়া হচ্ছে।

এছাড়া, এই আন্তঃরাজ্য মডিউলগুলি শুধু নিয়োগ ও প্রশিক্ষণেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং অস্ত্র সরবরাহ, লজিস্টিক সহায়তা ও চলাচল সহজ করার কাজও করবে। এই ধরনের কার্যকলাপ রুখতে বিভিন্ন রাজ্যে সমন্বিতভাবে অভিযান চালাচ্ছে নিরাপত্তা সংস্থাগুলি।

এফিডেভিট

আমি শ্রীমতি **Sandhya Rani Debnath**, স্বামী-মৃত সঞ্জিত কৃষ্ণ দেবনাথ, বাড়ি-ইন্দ্রনগর, ধলেশ্বর রোড নং-৩, পোস্ট অফিসঃ যোগেন্দ্রনগর, থানা- পূর্ব, আগরতলা, জেলা-পশ্চিম ত্রিপুরা, আগরতলা, পিন-৭৯৯০০৭, বয়স-৫৬, ধর্ম-হিন্দু, পেশা-গৃহিণী এবং ভারতীয় নাগরিক এই মর্মে ঘোষণা করছি আমার সমস্ত নথিতে নাম **Sandhya Rani Debnath** নথিভুক্ত রয়েছে। কিন্তু আমার ছেলে **Dipankar Debnath** কিছু নথিতে আমার নাম ভুলবশত **Sandhya Debnath** নথিভুক্ত হয়েছে। তাই এফিডেভিট নম্বর **IN-TR41036195868008Y** তারিখ ৮ এপ্রিল ২০২৬ নোটারি পাবলিক মতে ঘোষণা করছি **Sandhya Debnath** এবং **Sandhya Rani Debnath** উভয়েই এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

স্বাঃ
Sandhya Rani Debnath

AGARATAL MUNICIPAL CORPORATION,
AGARTALA: TRIPURA,
Notice inviting e- tender.

PNIe-T- No: 01/EE/DIV-I/AMC/2026-27 **Dated: 07/04/2026**

The Executive Engineer, Division No-I, AMC on behalf of Hon'ble Mayor, AMC invites online percentage rate bids, on open bidding format for the following works:-

Sl No.	DNIET NO	Estimated Cost	Earnest Money	Time Of Completion
1	Construction and renovation and maintenance of common service center near Joydurgapara in AMC Ward No-35 **D.N.I.E.T No. 01/EE/DIV-I/AMC/2026-27**	Rs. 8,04,850/-	Rs. 16,097/-	90(Ninety) Days
2	Construction of Passenger Shed/ Bus Stop under 7-Ramnagar Assembly Constituency under Ward No-16, AMC. **D.N.I.E.T No. 02/EE/DIV-I/AMC/2026-27**	Rs. 24,27,240/-	Rs. 48,545/-	60(Sixty) Days
3	Praposed RCC drain from H/O Sri Anirban Saha towards Smt. Dipali Debbarma via H/O Sri Pranab Kr. Saha under Ward No-22, AMC. **D.N.I.E.T No. 03/EE/DIV-I/AMC/2026-27**	Rs. 32,44,713/-	Rs. 64,894/-	90(Ninety) Days
4	Proposed construction of RCC drain from Sajal Mansion towards Girls Bodhyung School under Ward No-22, AMC **D.N.I.E.T No. 04/EE/DIV-I/AMC/2026-27**	Rs. 16,07,911/-	Rs. 32,158/-	90(Ninety) Days

1. Last date and time for document downloading / bidding: **13-04-2026 at 14.00 Hrs / 15.00 Hrs**
2. Time and date of opening of bid: **13-04-2026 at 16.00 Hrs (if possible)**
3. Bid forms and other details can be obtained from website **https://tripuratenders.gov.in**

Executive Engineer,
PW Division- I,
Agartala Municipal Corporation.

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 01/EE/WR-III/UDP/2026-27 DATE: 06.04.2026

SL No	NAME OF WORK	ESTIMATED COST (IN RS)	EARNEST MONEY (IN RS)	BID FEE (In RS)	TIME FOR COMPLETION (IN MONTHS)	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	CLASS OF BIDDER
1	DNIeT No. 01/EE/WR-III/UDP/DNIeT/2026-27.	Rs. 9,22,005.00	18,440.00	1,000	06 (Six) Months	Up to 15.00 Hrs on **16.04.2026**	At 15.30 Hrs on **16.04.2026** (if possible)	Appropriate Class
2	DNIeT No. 02/EE/WR-III/UDP/DNIeT/2026-27.	Rs. 9,25,217.00	18,504.00	1,000	06 (Six) Months			
3	DNIeT No. 03/EE/WR-III/UDP/DNIeT/2026-27.	Rs. 8,23,687.00	16,474.00	1,000	06 (Six) Months			
4	DNIeT No. 04/EE/WR-III/UDP/DNIeT/2026-27.	Rs. 7,73,637.00	15,473.00	1,000	06 (Six) Months			
5	DNIeT No. 05/EE/WR-III/UDP/DNIeT/2026-27.	Rs. 8,65,731.00	17,315.00	1,000	06 (Six) Months			

The Bid Forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal: **https://tripuratenders.gov.in**

ICA/C/46/26

For & on behalf of the Governor of Tripura
Sd/- (Er. Rati Rn. Debbarma)
Executive Engineer
Water Resource Division No.III
Udaipur, Gomati, Tripura

ভোটের হার ৮০.০৪ শতাংশ

● প্রথম পাতার পর

ও কংগ্রেস আমলে ভোটাররা সুষ্ঠুভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারতেন না। তবে বর্তমান সময়ে ভারতীয় জনতা পার্টির শাসনে ভোটাররা উৎসবের মেজাজে নির্ভয়ে ভোট দিচ্ছেন বলে দাবি করেন তিনি।তিনি আরও জানান, আজ ভোর পাঁচটা থেকেই বিজেপি কর্মীরা নিজ নিজ পোলিং স্টেশনে পৌঁছে গিয়েছেন। পাশাপাশি তাঁর অভিযোগ, সিপিআই(এম) এবং কংগ্রেস বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রে পোলিং এজেন্ট পর্যন্ত দিতে পারেনি।

ধর্মনগর কেন্দ্রজুড়ে শান্তিপূর্ণভাবে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া চলছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।ধর্মনগর উপনির্বাচনকে ঘিরে ফের উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতি। বনগাঁও ও বনবাড়ি এলাকায় ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা এবং হুমকি দেওয়ার অভিযোগ তুললেন ধর্মনগর উপনির্বাচনের কংগ্রেস প্রার্থী চয়ন ভট্টাচার্য।আজ সকালে ভোট প্রদান করার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি দাবি করেন, গতকাল রাত থেকেই ওই এলাকাগুলিতে ভোটারদের ভয়ভীতি দেখানো হচ্ছে, যাতে তারা ভোটকেন্দ্রে এসে ভোটদান করতে না পারেন। তাঁর অভিযোগ, বিশেষ একটি রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে এই ধরনের চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে।এছাড়াও তিনি অভিযোগ করেন, সকালে দুটি পোলিং স্টেশন থেকে কংগ্রেসের দুই এজেন্টকে জোর করে বের করে দেওয়া হয়। যদিও পরে প্রশাসনের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি।কংগ্রেস প্রার্থী আরও জানান, কয়েকটি কেন্দ্রে ভোটারদের ভোট দিতে আসতে বাধা দেওয়া হচ্ছে এবং তাঁদের উপর প্রভাব খাটানোর চেষ্টা চলছে। তবে অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হলে গণতন্ত্রের জয় নিশ্চিত হবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠল ধর্মনগর। মঙ্গলবার চন্দ্রপুর কৃষি দপ্তরের উপ-অধিকর্তার কার্যালয়ে অবস্থিত ৫৬/২৪ নম্বর ভোটকেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী চয়ন ভট্টাচার্যের সাক্ষাৎকার চলাকালীন হঠাৎ করেই বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়।অভিযোগ, ঘটনাস্থলে উপস্থিত কিছু ব্যক্তি সাংবাদিকদের সংবাদ সংগ্রহে বাধা দেন। জানা গেছে, ওই ব্যক্তিরা ভোট প্রদান করলেও নির্বাচন কমিশনের নির্ধারিত ১০০ মিটার দূরত্বের নিয়ম অমান্য করে ভোটকেন্দ্রের আশেপাশে অবস্থান করছিলেন। এর ফলে সাংবাদিকদের কাজ ব্যাহত হয় এবং পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় কিছু সময়ের জন্য চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। তবে পরবর্তীতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয় বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।

মেয়র

● প্রথম পাতার পর

দিয়ে দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন। পাশাপাশি তিনি আশ্বাস দেন, সরকারের পক্ষ থেকেপ্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হবে। উল্লেখ্য, কয়েকমাস আগেও আগরতলার মাস্টারপাড়া এলাকায় জলবাহিত রোগের কারণে ব্যাপক হারে জন্ডিস ছড়িয়ে পড়েছিল। একের পর এক এমন ঘটনার ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছে। পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহের ক্ষেত্রে কোথায় সমস্যা হচ্ছে তা দ্রুত খতিয়ে দেখে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিভিন্ন মহল থেকে জোরালো দাবি উঠেছে।

আগরতলায় 'ওরিফ্লেম প্রেজেন্টস হুজ দ্যাট ৩৬০ নর্থইস্ট ইনফ্লুয়েন্সার যাত্রা', এমবিবি কলেজে উৎসাহের জোয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ এপ্রিল: উত্তর-পূর্ব ভারতের সৃজনশীল প্রতিভা ও কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের উৎসাহিত করতে 'ওরিফ্লেম প্রেজেন্টস হুজদ্যাট৩৬০ নর্থইস্ট ইনফ্লুয়েন্সার যাত্রা' পৌঁছাল আগরতলায়। দেশের অন্যতম বৃহৎ আঞ্চলিক ইনফ্লুয়েন্সার ক্যাম্পেইনের এই পর্যায়টি অনুষ্ঠিত হয় আগরতলার মহারাজা বীর বিক্রম (এমবিবি) কলেজে। এদিনের অনুষ্ঠানে ৫০০-রও বেশি ছাত্রছাত্রী ও স্থানীয় ইনফ্লুয়েন্সার অংশগ্রহণ করেন। বিভিন্ন আকর্ষণীয় কার্যক্রমের মধ্যে ছিল লাইভ বিউটি মাস্টারক্লাস, স্কিনকেয়ার কর্মশালা, কনটেন্ট ক্রিয়েটর অডিশন এবং প্রোডাক্ট অভিজ্ঞতাযা পরিচালিত হয় ওরিফ্লেম সুইডেন-এর বিউটি অ্যান্ড ওয়েলনেস পার্টনার ট্র্যাকের মাধ্যমে। উল্লেখ্য, উত্তর-পূর্ব ভারতের ১৩টি শহর জুড়ে এই 'ইনফ্লুয়েন্সার যাত্রা' আয়োজন করা হয়েছে, যার লক্ষ্য তরুণ প্রজন্ম, বিশেষত নারী ও শিক্ষার্থীদের ক্ষমতায়ন। বিউটি, ফ্যাশন, ফুড, ট্রাভেল, ওয়েলনেস ও লাইফস্টাইলসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিভা বিকাশের সুযোগ তৈরি করাই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য। এই যাত্রার অন্যতম আকর্ষণ 'হুজদ্যাটএনইস্টার'কটি উন্মুক্ত প্রতিভা মঞ্চ, যেখানে গায়ক, নৃত্যশিল্পী, কৌতুকশিল্পী, স্পোকেন ওয়ার্ড আর্টিস্ট ও কনটেন্ট ক্রিয়েটররা নিজেদের প্রতিভা তুলে ধরার সুযোগ পাচ্ছেন। প্রতিটি শহর থেকে সেরা প্রতিযোগীদের বাছাই করা হবে এবং চূড়ান্ত বিজয়ী অংশ নেবেন আগামী ১০ মে কলকাতায় অনুষ্ঠিত 'হুজনেক্সট রিজিওনাল ইনফ্লুয়েন্সার অ্যাওয়ার্ডস'-এর গ্র্যান্ড ফিনালে-তে। উদ্যোগ সম্পর্কে হুজদ্যাট৩৬০-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট সঞ্জয় কুমার বলেন, উত্তর-পূর্ব ভারতের সংস্কৃতি ও প্রতিভা অত্যন্তসমৃদ্ধ এবং এই যাত্রার মাধ্যমে সেই প্রতিভাকে বৃহত্তর মঞ্চে তুলে ধরাই তাদের লক্ষ্য।অন্যদিকে, ওরিফ্লেম ইন্ডিয়া-র ব্র্যান্ড, পিআর ও ডিজিটাল বিভাগের প্রধান অভিষেক চক্রবর্তী জানান, এই উদ্যোগের মাধ্যমে বিশেষ করে মহিলাদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে ওঠার সুযোগ তৈরি করা হচ্ছে এবং আর্থিক স্বাধীনতার পথ সুগম করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, শিলং থেকে শুরু হওয়া এই যাত্রা আগরতলা হয়ে আইজল, ডিমাপুর, কোহিমা, গুয়াহাটি, নগাঁও, ডিব্রুগড়, ইটানগর, দার্জিলিং, শিলিগুড়ি ও দুর্গাপুর ঘুরে শেষ হবে কলকাতায়।

সিপাহীজলা জেলাভিত্তিক কর্মশালা

আগরতলা, ৯ এপ্রিল।। বিকশিত দেশ গঠন করার ক্ষেত্রে অতি ক্ষুদ্র , ক্ষুদ্র এবং মাঝারী শিল্প উদ্যোগ তথা এম এস এম ই ক্ষেত্র সমূহ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই লক্ষ্য বাস্তবায়ন করার জন্য বর্তমান ভারত সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস হল রেইজি অ্যান্ড এক্সেলেরেটিং এম এসএম ই পারফর্ম্যান্স তথা RAMP কর্মসূচি। আমাদের রাজ্যের অতিক্ষুদ্র শিল্প উদ্যোগীদের প্রয়াসকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে তথা বিকশিত ত্রিপুরার স্বপ্ন বাস্তবায়িত করার জন্য উপরিউক্ত কর্মসূচি সক্রিয়ভাবে ত্রিপুরাতেও বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই কর্মসূচির প্রধান লক্ষ্য রাজ্যের ছোট ছোট উদ্যোগগুলোর প্রতিযোগিতা ক্ষমতা বৃদ্ধি ও সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা। মার্ট গ্লোবাল ম্যানেজমেন্ট সলিউশনস এললপি ত্রিপুরার স্টেট প্রোজেক্ট এপ্লিমেন্টেশন ইউনিটির মাধ্যমে এই কর্মসূচি ত্রিপুরার এম এস এম ই গুলোকে বাজার সংযোগ বৃদ্ধি ঘটিয়ে ব্যবসায়িক দক্ষতা উন্নয়ন এবং নীতিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রদান করছে। ইতিমধ্যে রাজ্যজুড়ে প্রায় দুই হাজার এম এস এম ই নির্বাচিত হয়েছে যারা বাঁশ ,রাবার, চা ,আগর, হস্তশিল্প, হস্ততাঁত ,কৃষি, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং মসলা ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধারাবাহিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে মার্কেট এক্সেস ও বিজনেস কমিউনিকেশন বিষয়ক একটি একদিনের দক্ষতা বৃদ্ধি ও সচেতনতামূলক কর্মশালা আগামীকাল (১০ এপ্রিল ,২০২৬) শুক্রবার সিপাহী জেলায় অনুষ্ঠিত হবে। কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য জেলার এম এস এম ই -দের বাজার সম্প্রসারণ, ব্যান্ডিং এবং কার্যকর ব্যবসায়িক যোগাযোগের কৌশল সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন জেলাশাসক ডক্টর সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা রাজেশ দেববর্মা, জেলা শিল্প কেন্দ্রের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী তপন দাস প্রমুখ। তাছাড়াও এই কর্মশালার প্রধান রিসোর্স পার্সন হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বরিষ্ঠ অধ্যাপক ডক্টর আশিস নাথ এবং ডঃ মণীষ দাস। জেলা সদর বিশ্রামগঞ্জস্থিত ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আগামীকাল অনুষ্ঠেয় এই কর্মশালায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট জনসাধারণকে উপস্থিত থাকার জন্য এক প্রেস বার্তায় আয়োজক সংস্থা তথা মার্ট গ্লোবাল ম্যানেজমেন্ট -এর পক্ষ থেকে আহ্বান জানানো হয়েছে।

সিপিআই(এম) প্রার্থী

● প্রথম পাতার পর

তাই এবারের নির্বাচনে তারা নিজেদের অধিকার প্রয়োগ করে গণতান্ত্রিক উপায়ে তার জবাব দেবেন বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন। তাঁর কথায়, সিপিআইএম আমলে জনগনের উৎসবের মেজাজে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতেন। কিন্তু বিজেপি সরকারের আমলে ভোট প্রহসনে পরিণত হয়েছে। জনগণ নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেননি। এই সরকার থেকে ধর্মনগরবাসী রেহাই চাইছেন।

তিনি বলেন, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভোটদান প্রতিটি নাগরিকের অধিকার এবং দায়িত্ব। তাঁর কথায়, কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা থাকলেও সামগ্রিকভাবে শান্তিপূর্ণভাবেই ভোটগ্রহণ চলছে। তবে এর পাশাপাশি তিনি অভিযোগ তোলেন যে, বিভিন্ন এলাকায় পোলিং বুথের সামনে শাসক দলের পক্ষ থেকে নির্বাচন আচরণবিধি লঙ্ঘন করা হচ্ছে।

ডেপুটেশন কংগ্রেসের

● প্রথম পাতার পর

আহ্বানে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে রাজ্য নির্বাচন কমিশন ঘেরাও করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। বিক্ষোভের আগে কংগ্রেস ভবনের সামনে থেকে একটি মিছিল বের হয়, যা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে নির্বাচন দপ্তরের সামনে পৌঁছে। পরে সেখানে দপ্তর ঘেরাও করে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করা হয়।ডেপুটেশন প্রদান শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী জানান, নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে আশ্বস্ত করা হয়েছে যে আসন্ন নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কংগ্রেস নেতৃত্বের দাবি, ভোট প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কমিশনকে আরও সতর্ক ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

পালানোর চেষ্টা

● প্রথম পাতার পর

অসুস্থতার কারণে তাকে চিকিৎসার জন্য জিবি হাসপাতালে আনা হয়।

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সুযোগ বুঝে তিনি নিরাপত্তা এড়িয়ে পালানোর চেষ্টা করেন। তবে দায়িত্বে থাকা পুলিশকর্মীরা দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে তাকে পুনরায় আটক করে, ফলে বড় ধরনের নিরাপত্তা বিঘ্ন এড়ানো সম্ভব হয়।

এই ঘটনাকে ঘিরে পুলিশি নজরদারি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার উপর প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বিশেষ করে, অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রমের অভিযোগে ধৃত বিদেশি নাগরিকদের পর্যবেক্ষণ ও নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে এবং কীভাবে এই পালানোর চেষ্টা সম্ভব হলো, সেইসঙ্গে নিরাপত্তায় কোনও গাফিলতি ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানা গেছে।

গালফ থেকে ১৫,৪০০ টন এলপিজি নিয়ে আরও এক জাহাজ ভারতে পৌঁছল

নয়াদিল্লি, ৯ এপ্রিল (আইএএনএস): পশ্চিম এশিয়ার অস্থির পরিস্থিতির মাঝেই রান্নার গ্যাসের সরবরাহ বাড়াতে গালফ অঞ্চল থেকে ১৫,৪০০ টন এলপিজি নিয়ে ভারতে পৌঁছল আরও একটি জাহাজ।

ভারতীয় পতাকাবাহী বাণিজ্যিক জাহাজ গ্রিন আশা ৫ এপ্রিল হরমুজ প্রণালী অতিক্রম করার পর বুধবার নিরাপদে নবি মুম্বইয়ের জওহরলাল নেহরু বন্দর কর্তৃপক্ষ-এ পৌঁছেছে বলে সরকারি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।

জাহাজটি ভারত পেট্রোলিয়াম এবং ইন্ডিয়ান অয়েলের পরিচালিত তরল বার্থে নোঙর করেছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশে এলপিজি সরবরাহ জোরদার করতে এই আগমনকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। এছাড়াও আরেকটি ভারতীয় জাহাজ গ্রিন সানভি ৬ এপ্রিল হরমুজ প্রণালী পেরিয়ে এসেছে এবং শীঘ্রই ভারতে পৌঁছানোর কথা।

পরিস্থিতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আরও এলএনজি কার্গো আসার সম্ভাবনা রয়েছে। এর ফলে সার কারখানাগুলিতে গ্যাস বরাদ্দ ৫ শতাংশ বাড়িয়ে প্রায় ৯৫ শতাংশে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

পোর্ট, শিপিং ও জলপথ মন্ত্রক জানিয়েছে, বিদেশ মন্ত্রক ও ভারতীয় মিশনের সঙ্গে সমন্বয় রেখে পারস্য উপসাগর অঞ্চলের পরিস্থিতি নজরে রাখা হচ্ছে।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ওই অঞ্চলে থাকা সব ভারতীয় নাবিক নিরাপদে রয়েছেন এবং গত ২৪ ঘণ্টায় ভারতীয় পতাকাবাহী কোনও জাহাজে অঘটনের খবর পাওয়া যায়নি। ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ শিপিং পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে এবং ইতিমধ্যে ১,৮০৩ জন ভারতীয় নাবিককে দেশে ফেরাতে সাহায্য করেছে, যার মধ্যে গত ২৪ ঘণ্টায় ৪৯ জন রয়েছেন।

দেশের বিভিন্ন বন্দরে স্বাভাবিক কাজকর্ম চলছে এবং কোথাও কোনও জটের খবর নেই বলেও জানানো হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

তিনি বলেন, মথা ভাবতেই পারেনি, সকল প্রকার ব্ল্যাকমেইলিংয়ের প্রয়াসকে প্রতিহত করে, জনজাতি মোর্চার সংগঠন শক্তিশালী হয়েছে মাত্র তিন মাসে এবং ২৮ আসনে একাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।এদিকে, আজ হালাহালি-আশারামবাড়ি কেন্দ্রে নির্বাচনের প্রচারে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা বলেন এডিসিতে বিজেপি ক্ষমতায় আসলে জনজাতি এলাকার চেহারা বদলে যাবে।আগামী ১২ এপ্রিল সকলকে ভয়মুক্ত থেকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ভোট দিয়ে বিজেপিকে জয়যুক্ত করার আহ্বান জানান তিনি।বেহালাবাড়িতে আয়োজিত এই নির্বাচনী জনসভায় যোগ দিয়ে তিনি বলেন, এডিসিতে এমন নেতৃত্বের দরকার যে গরিবদের সমস্যা বুঝবে।তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জনজাতিদের উন্নয়নে সর্বদাই আন্তরিক। গরীবদের সমস্যায় বোঝেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, ১৭ তারিখে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হওয়ার পর খুঁজে পাওয়া যাবে না মথাকে। এদের পায়ের নিচের মাটি সরে গেছে।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিজেপির সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল। তা সত্বেও তিনি ট্রেনে, গাড়িতে করে যাতায়াত করছেন বেশিরভাগ সময়। কিন্তু নিজেদের গরীবের পার্টি বলে মথার নেতা গত তিন চারদিন ধরে নির্বাচনের প্রচারে যাচ্ছেন হেলিকপ্টারে চড়ে। এসবেই হচ্ছে গরীবের থেকে লুটের টাকা দিয়ে। হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি আরো বলেন, এখনো কোথা থেকে ফান্ডিং হচ্ছে সবটাই খবর রয়েছে।

পুদুচেরিতে ৮৯.০৮ শতাংশ ভোট পড়েছে

● প্রথম পাতার পর

বুথ দখল, ভয় দেখানো এবং বেআইনি প্রচার রোধে বিশেষ নজরদারি চালানো হয়। দিনভর কিছু ইভিএম বিকল হওয়া, লাইনে বিশৃঙ্খলা বা অবৈধ সামগ্রী জব্দের মতো ছোটখাটো ঘটনা ঘটলেও দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ায় বড় কোনও সমস্যা সৃষ্টি হয়নি।

অসমে গ্রামীণ ও আদিবাসী এলাকায় ব্যাপক ভোটার অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা গেছে, বিশেষ করে প্রথমবারের ভোটারদের মধ্যে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। কেরলে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ ভোটগ্রহণ হয়েছে, আর পুদুচেরিতে শহর ও গ্রাম উভয় এলাকায় উচ্চ ভোটার উপস্থিতি রেকর্ড করা হয়েছে।রাজনৈতিক দিক থেকে অসমে আঞ্চলিক পরিচয়, কেরলে উন্নয়ন বনাম সরকারবিরোধী মনোভাব, এবং পুদুচেরিতে স্থানীয় ইস্যুগুলি ভোটারদের প্রভাবিত করেছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সংগঠিত প্রচার এবং মাঠপর্যায়ের কাজও ভোটার উপস্থিতি বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।উল্লেখ্য, অসম ও পুদুচেরিতে ক্ষমতাসীন এনডিএ সরকার পুনরায় ক্ষমতায় ফেরার লক্ষ্যে লড়াই করছে। অন্যদিকে, কেরলমে বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট (এলডিএফ) এবং কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউডিএফ)-এর মধ্যে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে।

মোদি

● প্রথম পাতার পর

অ্যালুমিনিয়াম থেকে কাঁচবিভিন্ন শিল্পের দীর্ঘ শৃঙ্খল ছিল এখানে। এখন শিল্প কারখানা বন্ধ হচ্ছে, যুবকদের কাজের খোঁজে বাইরে যেতে হচ্ছে," বলেন তিনি। কয়লাখনি অঞ্চলেও তৃণমূল-ঘনিষ্ঠ সিন্ডিকেট ও মাফিয়াদের দৌরাত্ম্যের অভিযোগ তোলেন প্রধানমন্ত্রী।

নির্বাচন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "এই নির্বাচন আসানসোলের শিল্প ঐতিহ্য পুনরুজ্জীবিত করার নির্বাচন, এই নির্বাচন 'মাফিয়া রাজ' থেকে মুক্তির নির্বাচন। আর তা সম্ভব কেবল বিজেপি সরকার গড়লেই।"

পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের কথাও উল্লেখ করেন তিনি। এই অঞ্চলে দুটি বন্দে ভারত ও দুটি অমৃত ভারত প্রকল্প চালু হয়েছে বলেও জানান এবং ভবিষ্যতে আরও উন্নয়নমূলক কাজের প্রতিশ্রুতি দেন।রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়েও কড়া সমালোচনা করে তিনি বলেন, তৃণমূল সরকার ভয়ের পরিবেশ তৈরি করেছে। মালদহে বিচারকেদের ঘেরাও করার সাম্প্রতিক ঘটনাকে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই ঘটনাই তৃণমূল সরকারের পতনের শেষ পেরেক প্রমাণিত হবে।

রেডিওলজি ও ইমেজিং টেকনোলজিস্ট নিয়োগে যোগ্য প্রার্থীদের নিয়োগের দাবিতে স্বাস্থ্য অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন। ছবি নিজস্ব।

ভারত-আসিয়ান কৌশলগত অংশীদারিত্ব জোরদারে আলোচনা

ম্যানিলা, ৯ এপ্রিল (আইএএনএস): ভারত ও এসিয়ান-এর মধ্যে সমন্বিত কৌশলগত অংশীদারিত্ব আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হল ফিলিপিন্সের রাজধানী ম্যানিলায়।

ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের সচিব (পূর্ব) পেরিয়াসামি কুমারান এবং ফিলিপিন্সের পররাষ্ট্র দপ্তরের আন্ডারসেক্রেটারি লিও এম হেরেরা-লিম যৌথভাবে ২৮তম আসিয়ান-ভারত সিনিয়র অফিসিয়ালস' মিটিংয়ের সহ-সভাপতিত্ব করেন।

বৈঠকে ২০২৫ সালের অক্টোবরে অনুষ্ঠিত আসিয়ান-ভারত শীর্ষ সম্মেলনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। পাশাপাশি, দুই পক্ষের মধ্যে কৌশলগত অংশীদারিত্ব আরও জোরদার করার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়।

ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, ২০২৬ সালকে 'আসিয়ান-ভারত সামুদ্রিক সহযোগিতা বর্ষ' হিসেবে চিহ্নিত করে এই সহযোগিতা আরও গভীর করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

বুধবার পেরিয়াসামি কুমারান ম্যানিলায় বিভিন্ন থিঙ্ক ট্যাঙ্ক, শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে বৈঠক করেন এবং দ্বিপাক্ষিক ও আন্তর্জাতিক নানা বিষয় নিয়ে মতবিনিময় করেন।

এছাড়া, তিনি ফিলিপিন্সের বিদেশ সচিব মারিয়া থেরেসা পি. লাজারো-এর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন। সেখানে দুই দেশের কৌশলগত অংশীদারিত্বের অগ্রগতি এবং আসিয়ানের প্রতি ভারতের সক্রিয় সমর্থন নিয়ে আলোচনা হয়।

অন্যদিকে, আসিয়ান সিনিয়র অফিসিয়ালস' মিটিংয়ে ফিলিপিন্সের সভাপতিত্বকালীন অগ্রাধিকার এবং ২০২৬ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিতব্য ৪৮তম আসিয়ান শীর্ষ সম্মেলনের প্রস্তুতি নিয়েও আলোচনা হয়েছে।

উল্লেখ্য, এসিয়ান ১৯৬৭ সালে থাইল্যান্ড-এ ব্যাংকক ঘোষণার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপিন্স, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ডসহ মোট ১১টি দেশ এই জোটের সদস্য।

টিআরই-৪ নিয়োগে বিলম্ব নিয়ে নীতীশ সরকারকে কটাক্ষ তেজস্বী যাদবের

পাটনা, ৯ এপ্রিল (আইএএনএস): বিহারে টিআরই-৪ শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বিলম্ব নিয়ে বৃহস্পতিবার তীব্র আক্রমণ শানালেন বিরোধী দলনেতা তেজস্বী যাদব। তাঁর অভিযোগ, দীর্ঘসূত্রিতার ফলে রাজ্যের যুব সমাজ চরম অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে।

এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, মহাজোট সরকারের আমলে উপমুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁর ১৭ মাসের কার্যকালে টিআরই-১ ও টিআরই-২-এর মাধ্যমে ২.২ লক্ষেরও বেশি নিয়োগ স্বচ্ছ ও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছিল এবং কোনও প্রশ্নফাঁসের ঘটনা ঘটেনি।তেজস্বী জানান, টিআরই-৩ প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছিল, কিন্তু ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে সরকার পরিবর্তনের পর তা ব্যাহত হয়।বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, টিআরই-৪ নিয়োগ নিয়ে ঘোষণার প্রায় এক বছর কেটে গেলেও এখনও পর্যন্ত শূন্যপদের সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশ করা হয়নি। বিহার পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ২০২৪ সালের অগস্টে পরীক্ষা হওয়ার কথা থাকলেও তা বারবার পিছিয়ে যাচ্ছে।মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার-এর নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, "সরকার ক্ষমতার রাজনীতিতে ব্যস্ত, যুব সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা বোঝার কোনও চেষ্টা নেই।"তিনি আরও দাবি করেন, নির্বাচনকে সামনে রেখে ইচ্ছাকৃতভাবে এই বিলম্ব করা হচ্ছে, যার ফলে চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যে অনিশ্চয়তা বাড়ছে এবং অনেকেই বয়সসীমা পেরিয়ে যাওয়ার ঝুঁকিতে পড়ছেন।তেজস্বী যাদব বলেন, "প্রত্যেক যুবকের স্বপ্ন একটি চাকরি পেয়ে পরিবারকে সহায়তা করা। কিন্তু সরকার তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে খেলছে।"

নিজের আমলের সাফল্যের কথা উল্লেখ করে তিনি দাবি করেন, সেই সময় প্রায় ৫ লক্ষ চাকরি দেওয়া হয়েছিল এবং আরও ৩.৫ লক্ষ পদের নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। টিআরই-৪-এর শূন্যপদ দ্রুত প্রকাশের দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, "এটি শুধু নিয়োগের বিষয় নয়, লক্ষ লক্ষ যুবক ও তাদের পরিবারের ভবিষ্যতের সঙ্গে জড়িত। সরকারকে অবিলম্বে পদক্ষেপ নিতে হবে।"

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

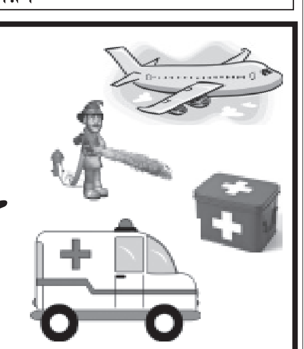

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মমতা বনাম শুভেন্দু সম্পত্তি ও মামলার সংখ্যায় এগিয়ে বিরোধী দলনেতা

কলকাতা, ৯ এপ্রিল (আইএএনএস): দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে আসন্ন হাই-প্রোফাইল লড়াইয়ে মুখোমুখি মমতা ব্যানার্জী ও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মনোনয়নপত্রের সঙ্গে জমা দেওয়া হলফনামা অনুযায়ী, সম্পত্তি ও দায়ের হওয়া মামলার সংখ্যায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তুলনায় অনেকটাই এগিয়ে শুভেন্দু অধিকারী।

মুখ্যমন্ত্রীর হলফনামা অনুযায়ী, তাঁর মোট অস্থাবর সম্পত্তির মূল্য প্রায় ১৫.৩৭ লক্ষ টাকা। তাঁর নামে কোনও স্থাবর সম্পত্তি নেই। পাশাপাশি তাঁর কোনও ঋণ বা দায়ও নেই।

অন্যদিকে, শুভেন্দু অধিকারীর হলফনামা বলছে, তাঁর হাতে নগদ রয়েছে ১২,০০০ টাকা। তাঁর স্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ ৬১.৩০ লক্ষ টাকা এবং অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ ২৪.৫৭ লক্ষ টাকা।

তবে গত পাঁচ বছরে তাঁর মোট সম্পত্তি প্রায় ৩৪.৭৪ লক্ষ টাকা কমেছে বলেও হলফনামায় উল্লেখ রয়েছে।

অপরদিকে, প্রত্যাশিতভাবেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কোনও ফৌজদারি মামলা নেই। কিন্তু শুভেন্দু অধিকারীর ক্ষেত্রে গত পাঁচ বছরে মামলার সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে।

২০২১ সালে নন্দীগ্রাম কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সময় তাঁর বিরুদ্ধে কোনও মামলা ছিল না। তবে এবারের হলফনামা অনুযায়ী, বর্তমানে তাঁর বিরুদ্ধে রাজ্যের বিভিন্ন থানায় মোট ২৯টি ফৌজদারি মামলা রয়েছে। এবার শুভেন্দু অধিকারী একযোগে ভবানীপুর ও নন্দীগ্রামদুই কেন্দ্র থেকেই লড়ছেন। তিনি ২০১৬ থেকে ২০২১ পর্যন্ত তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে এবং ২০২১ থেকে বিজেপির হয়ে নন্দীগ্রামের বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত হন। ২০২১ সালের নির্বাচনে তিনি নন্দীগ্রাম থেকে প্রায় ২ হাজার ভোটের ব্যবধানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরাজিত করেন। পরে ভবানীপুর কেন্দ্রের উপনির্বাচনে জয়ী হয়ে তৃতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর পদে বহাল থাকেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

নির্বাচন সূচি অনুযায়ী, নন্দীগ্রামে প্রথম দফায় ২৩ এপ্রিল ভোটগ্রহণ হবে এবং ভবানীপুরে দ্বিতীয় দফায় ২৯ এপ্রিল ভোট হবে। ফল ঘোষণা হবে ৪ মে।

ভারত-বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা সহযোগিতা জোরদারে আলোচনা

ঢাকা, ৯ এপ্রিল (আইএএনএস): ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা আরও জোরদার করার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হল। বাংলাদেশে ভারতের হাইকমিশনার প্রণয় বর্মা সম্প্রতি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) একেএম শামসুল ইসলাম-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

এই বৈঠকে দুই দেশের নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা সহযোগিতার বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করা হয়। এর মধ্যে দ্বিপাক্ষিক পরামর্শ প্রক্রিয়া, প্রশিক্ষণ বিনিময়, সক্ষমতা বৃদ্ধি কর্মসূচি এবং প্রতিরক্ষা সংস্থাগুলির মধ্যে সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা হয়। পাশাপাশি, এই সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করার উপায় নিয়েও মতবিনিময় করেন দুই পক্ষ।

বাংলাদেশে ভারতীয় হাইকমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ১৯৭১ সালের বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ-এর সময়কার যৌথ আত্মত্যাগের ভিত্তিতে দুই দেশের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর ও অটুট। সেই ঐতিহাসিক বন্ধনের ওপর ভর করেই ভবিষ্যতে সম্পর্ক আরও মজবুত করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

দুই দেশই আঞ্চলিক নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা করেছে এবং শান্তি, স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে একসঙ্গে কাজ করার বিষয়ে সম্মত হয়েছে। পাশাপাশি, পারস্পরিক স্বার্থ ও সুবিধার ভিত্তিতে বহুমুখী সহযোগিতা বৃদ্ধিতে ভারতের আগ্রহও পুনর্ব্যক্ত করেছেন হাইকমিশনার। এদিকে, নয়াদিল্লিতে ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর তাঁর বাংলাদেশি সমকক্ষ খলিলুর রহমান-এর সঙ্গে বৈঠক করেন। সেখানে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিভিন্ন দিক, পাশাপাশি আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা হয়।

সদিচ্ছা সফরে ভারতে আসা খলিলুর রহমানের এই সফরকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ, বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকার ফেব্রুয়ারিতে ক্ষমতায় আসার পর এটি কোনও বাংলাদেশি মন্ত্রীর প্রথম ভারত সফর। এর ফলে দুই দেশের সম্পর্ক নতুনভাবে পুনর্গঠনের ইঙ্গিত মিলছে বলে কূটনৈতিক মহলের ধারণা।

এর আগে, ভারতের হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারিক রহমান-এর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন। সেখানে দুই দেশের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়েও আলোচনা হয়।

বাংলা নির্বাচন: সংখ্যালঘু ভোট ভাগ করতে হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে বিজেপির '১০০০ কোটি টাকার চুক্তি' অভিযোগ তৃণমূলের

কলকাতা, ৯ এপ্রিল (আইএএনএস): আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপির বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তুলল তৃণমূল কংগ্রেস। বৃহস্পতিবার তৃণমূলের দাবি, সংখ্যালঘু ভোট ভাগ করার লক্ষ্যে প্রাক্তন বিধায়ক হুমায়ুন কবির এবং তাঁর নতুন দল 'আম আদমি উন্নয়ন পার্টি'-র সঙ্গে বিজেপি ১০০০ কোটি টাকার চুক্তি করেছে।

এক যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাস এবং তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ একটি অডিও ক্লিপ প্রকাশ করেন। ওই ক্লিপে নাকি হুমায়ুন কবিরকে এক অজ্ঞাত ব্যক্তির সঙ্গে কথোপকথনে শোনা যাচ্ছে।

তবে এই অডিও ক্লিপের সত্যতা আইএএনএস স্বাধীনভাবে যাচাই করতে পারেনি।

তৃণমূলের দাবি, ওই অডিওতে কবিরকে বলতে শোনা যাচ্ছেবিজেপি যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু ভোট টানতে পারে, তবে তিনি সংখ্যালঘু ভোট ভাগ করে তৃণমূলকে ক্ষমতা থেকে সরাতে ভূমিকা নেবেন। এমনকি বিজেপি সরকার গঠিত হলে তিনি ও তাঁর দল পূর্ণ সমর্থন দেবে বলেও নাকি আশ্বাস দিয়েছেন।

এছাড়াও ওই অডিওতে তিনি বিরোধী দলনেতা সুবেন্দু অধিকারী এবং মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব-এর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগে থাকার কথাও উল্লেখ করেছেন বলে দাবি।

এই সাংবাদিক বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় যখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার হলদিয়ায় নির্বাচনী জনসভা করছিলেন।

মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, "হুমায়ুন কবির সংখ্যালঘু ভোটারদের বোকা ভাবার ভুল করবেন না। তিনি টাকার জন্য নিজের বিবেক বিক্রি করতে পারেন, কিন্তু সাধারণ সংখ্যালঘু ভোটাররা তা করবেন না।"

এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত হুমায়ুন কবিরের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

অসমের উন্নয়নের স্বার্থে মানুষ বড় সংখ্যায় ভোট দেবেন: হিমন্ত বিশ্ব শর্মা

জালুকবাড়ি, ৯ এপ্রিল (আইএএনএস): অসম বিধানসভা নির্বাচনের দিন রাজ্যের মানুষ উন্নয়নের স্বার্থে বিপুল সংখ্যায় ভোট দিতে বেরিয়ে আসবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

আইএএনএস-কে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, "আজ অসমে ভোটের দিন। আবহাওয়াও ভালো রয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, রাজ্যের মানুষ উন্নয়নের জন্য বড় সংখ্যায় ভোট দিতে বেরিয়ে আসবেন।"

এদিকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল-ও রাজ্যের ভবিষ্যৎ নিয়ে আশাবাদী। তিনি বলেন, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-র গতিশীল নেতৃত্বে আগামী মেয়াদ আরও উন্নয়ন ও অগ্রগতির হবে।"

নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার সকাল ১১টা পর্যন্ত অসমে ভোটদানের হার ছিল ৩৮.৯২ শতাংশ। রাজ্যের ১২৬টি বিধানসভা কেন্দ্রে এক দফায় ভোটগ্রহণ চলছে। মূলত বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ এবং কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন বিরোধী জোটের মধ্যে সরাসরি লড়াই দেখা যাচ্ছে।

যাত্রাপুরে নতুন ওসির ঝটিকা সাফল্য: ৩২ কেজি গাঁজা ও গাড়িসহ কুখ্যাত পাচারকারী গ্রেফতার

আগরতলা, ৯ এপ্রিল: রাজ্যে নেশা বিরোধী অভিযানে ফের উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেল যাত্রাপুর থানার পুলিশ। দায়িত্ব নেওয়ার মাত্র ২৪ ঘন্টার মধ্যেই বড়সড় সাফল্য এনে দিলেন থানার নতুন ওসি পার্থনাথ ভৌমিক। বৃহস্পতিবার সকালে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি অভিযানের বিস্তারিত তুলে ধরেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত ৭ই এপ্রিল যাত্রাপুর থানার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন ওসি পার্থনাথ ভৌমিক। দায়িত্ব নেওয়ার পরদিনই, অর্থাৎ ৮ই এপ্রিল গোপন সূত্রে খবর পান যে সীমান্ত দিয়ে বিপুল পরিমাণ নেশার দ্রব্য পাচারের চেষ্টা চলছে। সেই তথ্যের ভিত্তিতে তাঁর নেতৃত্বে যাত্রাপুর থানার পুলিশ ও টিএসআর বাহিনীর জওয়ানরা যৌথভাবে কাঁঠালিয়া-থলিবাড়ি সড়কের কাঁঠালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কালিবাড়ি সংলগ্ন স্থানে ওত পেতে থাকেন।

সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে ৭টা নাগাদ একটি সন্দেহভাজন কালো রঙের বেলুন ভিআইপি গাড়ি সেখানে পৌঁছালে পুলিশ চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে গাড়িটিকে আটক করে। পরবর্তীতে গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে দুটি বস্তাবন্দি অবস্থায় মোট ৩২ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

ঘটনাস্থল থেকেই গ্রেফতার করা হয় কুখ্যাত পাচারকারী রুবেল হোসেন (২৫)-কে। ধৃতের বাড়ি বাঁশপুকুর পঞ্চায়েত এলাকায় বলে জানা গেছে। এই বিষয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ওসি পার্থনাথ ভৌমিক জানান, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ধৃত স্বীকার করেছে যে, উদ্ধার হওয়া গাঁজার চালান সীমান্ত পেরিয়ে পাচারের উদ্দেশ্যেই নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে এবং তাকে আদালতে পাঠিয়ে পুলিশ রিমান্ডের আবেদন জানানো হবে।

নতুন ওসির যোগদানের অল্প সময়ের মধ্যেই এই ধরনের সফল অভিযানে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পাশাপাশি পুলিশের এই তৎপর ভূমিকাকে স্বাগত জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

মাছমারা বাজারে হিমঘর ও কৃষি শেডের দাবি অপূর্ণ, ক্ষোভে ফুঁসছেন কৃষকরা

আগরতলা, ৯ এপ্রিল: ঊনকোটি জেলার কুমারঘাট মহকুমার মাছমারা বাজারে কৃষকদের দীর্ঘদিনের দাবিহিমঘর ও কৃষি শেড নির্মাণএখনও বাস্তবায়িত হয়নি। ফলে চরম অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন এলাকার কৃষকরা। অভিযোগ, নির্বাচনের আগে চারতল কেন্দ্রের বিধায়িকা তথা মন্ত্রী সান্তনা চাকমা এবং পাবিয়াছড়া কেন্দ্রের বিধায়ক ভগবানচন্দ্র দাস এই প্রকল্পগুলি দ্রুত বাস্তবায়নের আশ্বাস দিয়েছিলেন। তবে সেই প্রতিশ্রুতি এখনও পূরণ হয়নি বলে স্থানীয়দের দাবি।

বর্তমানে বাজার এলাকায় অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে কৃষি শেড। সেখানে শুধু সাইনবোর্ডই প্রকল্পের অস্তিত্বের জানান দিচ্ছে, কিন্তু কাজের অগ্রগতি নেই বললেই চলে। এই পরিস্থিতি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ঊনকোটি জেলা কংগ্রেসের সহ-সভাপতি রিন্টু লাল দেব।

তিনি অভিযোগ করে বলেন, নির্বাচনের আগে বড় বড় প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও কৃষিপ্রধান এই অঞ্চলের মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণে সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। দ্রুত এই সমস্যার সমাধান না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন স্থানীয়রা।

বাংলায় অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের মদতদাতাদের চিহ্নিত করতে বিশেষ তদন্তের আশ্বাস মোদির

কলকাতা, ৯ এপ্রিল (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি ক্ষমতায় এলে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের মদতদাতাদের চিহ্নিত করতে বিশেষ তদন্ত করা হবে বলে ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

বীরভূম জেলার সিউড়িতে এক নির্বাচনী জনসভায় তিনি বলেন, "বিজেপি সরকার গঠিত হলে অনুপ্রবেশ ইস্যুতে বিশেষ তদন্ত শুরু হবে। কারা অনুপ্রবেশকারীদের ঢুকতে সাহায্য করেছে, তাদের চিহ্নিত করা হবে। কাউকেই ছাড়া হবে না। পাশাপাশি অনুপ্রবেশকারীদের বাংলা থেকে বের করে দেওয়া হবে।"

বৃহস্পতিবার রাজ্যে তাঁর তৃতীয় নির্বাচনী সভা ছিল এটি। এর আগে তিনি পূর্ব মেদিনীপুরের হলদিয়া এবং পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোলে সভা করেন।তৃণমূল কংগ্রেসকে আক্রমণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে এখন কাঁচা বোমা তৈরির কারখানা 'কুটির শিল্পে' পরিণত হয়েছে। "তৃণমূল সরকার রাজ্যের সর্বত্র বোমা কারখানা গড়ে তুলেছে। প্রকৃত ক্ষুদ্র শিল্প বন্ধ হয়ে গিয়েছে, তার জায়গায় এসেছে এই বোমা কারখানা," অভিযোগ করেন তিনি।তিনি আশ্বাস দেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে এই ধরনের সমস্ত অবৈধ কারখানা বন্ধ করে দেওয়া হবে।শিক্ষা ব্যবস্থার অবনতি নিয়েও রাজ্য সরকারকে কটাক্ষ করেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর দাবি, একের পর এক সরকারি স্কুল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, যা ইচ্ছাকৃতভাবে করা হচ্ছে যাতে যুবসমাজ শিক্ষিত না হতে পারে।

তিনি বলেন, "স্কুল বন্ধ হওয়া মানে আগামী প্রজন্মের অন্ধকার ভবিষ্যৎ। আমি নিশ্চিত, এইবার যুব সমাজই পশ্চিমবঙ্গকে এই অরাজকতা থেকে মুক্ত করবে।"

এছাড়াও সাম্প্রতিক এক ঘটনায় রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু-কে অসম্মান করা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলে তিনি তৃণমূল সরকারের সমালোচনা করেন। "এটাই তাদের ঔদ্ধত্যের পরিচয়, তারা দেশের রাষ্ট্রপতিকেও সম্মান দেয় না," বলেন প্রধানমন্ত্রী।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সুরক্ষা নিয়ে বিএনপির প্রতিশ্রুতি প্রশ্নের মুখে: রিপোর্ট

ব্রাসেলস, ৯ এপ্রিল (আইএএনএস): বাংলাদেশে হিন্দু সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা ও সম্পত্তি পুনরুদ্ধারে দীর্ঘদিনের ব্যর্থতা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। একটি সাম্প্রতিক রিপোর্টে বলা হয়েছে, এই পরিস্থিতি ক্ষমতাসীন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-র সংখ্যালঘু সুরক্ষার প্রতিশ্রুতিকে বড় পরীক্ষার মুখে ফেলতে পারে।ব্রাসেলসভিত্তিক 'ইইউ রিপোর্টার'-এর প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, তারেক রহমান-এর নেতৃত্বাধীন বিএনপি সংখ্যালঘুদের সুরক্ষার প্রতিশ্রুতি দিলেও অতীত রেকর্ড নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। বিশেষত, ২০২৪ সালের অগস্টে শুরু হওয়া মুহাম্মদ ইউনুস-নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের ১৮ মাসের শাসনকালে সংখ্যালঘুদের উপর হামলার অভিযোগ পরিস্থিতিকে আরও জটিল করেছে।রিপোর্টে বলা হয়েছে, ২০২৬ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ-কে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে বাদ দেওয়ার পর বিএনপি সংখ্যালঘুদের সমর্থন পাওয়ার চেষ্টা করে। যদিও অতীতে সংখ্যালঘুদের প্রতি দলটির আচরণ নিয়ে বিতর্ক রয়েছে।বিশেষ করে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান ১৯৭৭ সালে সংবিধান থেকে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দটি সরিয়ে দেনযা নিয়ে সমালোচনা রয়েছে। রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, অতীতে দলের কিছু সদস্যের বিরুদ্ধে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর সহিংসতার অভিযোগ উঠেছে।প্রতিবেদন অনুযায়ী, আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশ নিতে না পারায় অনেক হিন্দু ভোটার বিকল্প হিসেবে বিএনপিকে সমর্থন করেছিলেন। তবে সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি দখলের পুরনো সমস্যা এখনও বড় উদ্বেগের বিষয় হিসেবে রয়ে গেছে।বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে 'অর্পিত সম্পত্তি আইন' আইনটির কথা, যা দীর্ঘদিন ধরে বৈষম্যমূলক হিসেবে সমালোচিত। এই আইনের মাধ্যমে বহু হিন্দু মালিকানাধীন সম্পত্তি দখল করা হয়েছে বলে মানবাধিকার সংগঠনগুলির দাবি।রিপোর্টে বলা হয়েছে, ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর পাকিস্তানে প্রণীত বৈষম্যমূলক আইনের ধারাবাহিকতা থেকেই এই আইনের উৎপত্তি। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পরও হিন্দুদের সম্পত্তি নিয়ে সমস্যা পুরোপুরি মেটেনি।

হেজামারায় প্রচার মিছিল শেষে ফেরার পথে দুর্ঘটনা, আহত ১৫, ১২ জনকে জিবি-তে স্থানান্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ এপ্রিল: হেজামারায় দলীয় প্রচার মিছিল থেকে ফেরার পথে এক সড়ক দুর্ঘটনায় অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে ১২ জনকে গুরুতর অবস্থায় জিবিপি হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

জানা যায়, এডিসির ১৩ নম্বর সিমনা-তমাকারী কেন্দ্রের তিপ্রা মথা প্রার্থী ই. এম. রবীন্দ্র দেববর্মার সমর্থনে আয়োজিত নির্বাচনী প্রচার মিছিল শেষে একটি গাড়িতে করে ফিরছিলেন সমর্থকরা। সেই সময়ই গাড়িটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে।

দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা দ্রুত আহতদের উদ্ধার করে হেজামারা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ১২ জনকে জিবিপি হাসপাতালে রেফার করা হয় বলে চিকিৎসকরা জানান। আহতদের মধ্যে দু'জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে।

ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনা সৃষ্টি হলেও প্রশাসনের তরফে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা চলছে। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

হায়দ্রাবাদে ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা বিজনেস মিট ২০২৬, ইনভেস্টরস রোড শো অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ এপ্রিল: চলমান বিনিয়োগ প্রসারের অংশ হিসেবে এবং ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচি "ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা: বিজনেস কনক্লেভ ২০২৬"-এর প্রস্তুতি হিসেবে ত্রিপুরা সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর গত ৭এপ্রিল হায়দ্রাবাদের বেগমপেটের ভিভান্তা বাই তাজে "ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা- বিজনেস মিট ২০২৬, ইনভেস্টরস রোড শো"-এর আয়োজন করেছে। সম্ভাব্য বিনিয়োগকারী, শিল্প প্রতিনিধি এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের অংশীদারদের সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে এই ইনভেস্টরস রোড শো-এর আয়োজন করা হয়েছে। এই কর্মসূচিতে বিনিয়োগ সুবিধা এবং ব্যবসা করার সহজতার উপর গুরুত্ব দিয়ে ত্রিপুরার শিল্প পরিমণ্ডল, সাম্প্রতিক পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, নীতিগত উদ্যোগ এবং ক্ষেত্রভিত্তিক বিনিয়োগের সুযোগগুলির একটি সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরা হয়।

শিল্প উন্নয়নের প্রতি রাজ্য সরকারের অঙ্গীকারের উপর গুরুত্ব দিয়ে, ত্রিপুরা সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে বলেন, রাজ্য সরকার শিল্প নীতি সংস্কার, পদ্ধতিগত সরলীকরণ এবং সময়বদ্ধ অনুমোদনের মাধ্যমে সক্রিয়ভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করছে। তিনি বলেন, দক্ষ জনশক্তি, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর সহায়তায় ত্রিপুরায় উদীয়মান ও ঐতিহ্যবাহী উভয় শিল্প ক্ষেত্রেই ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি শিল্প ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীদের রাজ্যের সাথে দীর্ঘমেয়াদী অংশীদারিত্বের সুযোগ অন্বেষণ করতে উৎসাহিত করেন। অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধিকর্তা ড. দীপক কুমার তথ্যভিত্তিক চিত্র তুলে ধরে তথ্য প্রযুক্তি ও ডিজিটাল পরিষেবা, শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন, স্বাস্থ্যসেবা ও ওষুধশিল্প, পর্যটন ও আতিথেয়তা, কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, রাবার, বাঁশ ও আগরকাঠ, নবায়নযোগ্য শক্তি, রিয়েল এস্টেট, তাঁত ও হস্তশিল্প এবং সংশ্লিষ্ট শিল্প সহ প্রধান প্রধান ক্ষেত্রগুলিতে বিনিয়োগের সুযোগসমূহ তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে ত্রিপুরার শিল্প শক্তি, পরিকাঠামোগত উন্নয়ন বিষয়ক তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

এই রোড শো-র আয়োজনের ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ২,৫০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের ৫০টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই উদ্যোগের অধীনে পরবর্তী রোড শো ১০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে বেঙ্গালুরুতে অনুষ্ঠিত হবে। শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

দিব্যাঙ্গ সন্তানকে নিয়ে মহা সমস্যায় গর্ভধারিনী মায়ের সরকারি সাহায্যের আবেদন

নিজস্ব প্রতিনিধি, জম্পুইজলা, ৯ এপ্রিল: ১৯ বছরের দিব্যাঙ্গ সন্তানকে নিয়ে মহা সমস্যায় রয়েছে এক গর্ভধারিণী মা। ঘটনা জম্পুইজলা ব্লকের পাথালিয়া ঘাট ভিলেজের লুনথাইছড়া এলাকায়। দিব্যাঙ্গ সেই সন্তানের নাম দুলাল হোসেন ১৯ তার পিতার নাম মোবারক হোসেন। তার মায়ের নাম জাহেনারা বেগম। পরিবারটি একেবারেই গরিব। তাদের বসত ঘর একেবারেই জীর্ণ শীর্ণ। যেকোনো সময় ভেঙ্গে যেতে পারে তাদের বসত ঘর। ঝড়-বৃষ্টি তুফানের সময় তারা বসত ঘর ছেড়ে অন্যের বাড়ির বারান্দায় গিয়ে আশ্রয় নেয়। বহুবার তারা পাথালিয়া ঘাট ভিলেজে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় সরকারি ঘরের দাবি জানিয়েছে। বিপিএল রেশন কার্ডের দাবি জানিয়েছে। দাবি জানিয়েছে তাদের দিব্যাঙ্গ সন্তানের ভাতার জন্য ও। কিন্তু তাদের আবেদনে ভিলেজ প্রশাসন ব্লক প্রশাসন কেউ সাড়া দেয়নি বলে অভিযোগ। পরিবারের কর্তা মুবারক হোসেন অত্যন্ত সহজ সরল মানুষ। এলাকার এক জনজাতির মিষ্টির দোকানে হাজিরা কাজ করে কোনরকমে সংসারের ঘানি টেনে চলেছে সে। স্বামীকে সাহায্য করার জন্য তার স্ত্রী জাহেনারা বেগম ও মাঝেমধ্যে কাজ করে। কিন্তু সে তার দিব্যাঙ্গ সন্তানকে বাড়িতে একা ফেলে রেখে সবসময় কাজে যেতে পারে না। তার ছেলেটি ও একেবারে সহজ সরল। কথা বলতে পারেনা, ঠিকভাবে হাঁটাচলা ও করতে পারে না। পরিবারটির সরকারি সাহায্য ভীষণভাবে প্রয়োজন। কিন্তু তারা কোন ধরনের সরকারি সাহায্য এবং সহযোগিতা এখন পর্যন্ত পাথালিয়া ঘাট ভিলেজ এবং জম্পুইজলা ব্লক থেকে পায়নি বলে বৃহস্পতিবার দুপুরে সংবাদ মাধ্যমে তাদের অভিযোগ তুলে ধরেছেন। রাজ্য সরকারের কাছে জাহেনারা বেগম প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ঘর বিপিএল কার্ড এবং তার দিব্যাঙ্গ সন্তানের জন্য ভাতার দাবি করেছেন। এখন দেখার জম্পুইজলা ব্লক এবং পাথালিয়া ঘাট ভিলেজ অসহায় দরিদ্র জাহেনারা বেগমের আবেদনে সাড়া দেয় কিনা ? ? এবারের বর্ষায় এই অসহায় দরিদ্র পরিবারটির জীর্ণশীর্ণ বসত ঘরটি ও ভেঙ্গে যেতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করছে তারা।

বাতাধলা গ্রামে চুরির বাড়বাড়ন্ত, আতঙ্কে গ্রামবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৯ এপ্রিল: বক্সনগর আরডি ব্লকের অন্তর্গত কমলনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে বাতাধলা গ্রামে সাম্প্রতিক সময়ে একের পর এক চুরির ঘটনায় চরম আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন গ্রামবাসীরা। অধিকাংশ বাসিন্দাই দরিদ্র হওয়ায় এই চুরির ঘটনাগুলি তাদের জীবনে মারাত্মক প্রভাব ফেলছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রায় আড়াই থেকে তিন মাস আগে গ্রামের পশ্চিমপাড়ায় একটি পাওয়ার টিলারের ইঞ্জিন চুরি হয়ে যায়। এরপর গত ২৪ মার্চ, গ্রামের দুই কৃষক অন্নদাশীল ও হরে কৃষ্ণ নম-এর সোলার পাম্প মেশিন চুরি করে নিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। এর ফলে তারা সেচ ব্যবস্থার অভাবে চাষাবাদ করতে পারছেন না, ফলে সবজি ও ধান ফসল মার খাচ্ছে।

এরই মধ্যে গত ৭ এপ্রিল রাতে আরও একটি চাঞ্চল্যকর চুরির ঘটনা ঘটে। বাতাধলা গ্রামের মহাশ্মশান শিব মন্দিরে রাতের অন্ধকারে চোরেরা হানা দিয়ে দানবাক্সের টাকা-পয়সা, শিবলিঙ্গের কলসি, ঘট, মন্দিরের বড় বড় ঘণ্টা এবং পুজোর কাজে ব্যবহৃত তামা, কাঁসা ও পিতলের বাসনপত্র সহ একাধিক মূল্যবান সামগ্রী চুরি করে নিয়ে যায়।

পরদিন সকালে পুজো দিতে এসে গ্রামবাসীরা মন্দিরের এই বেহাল অবস্থা দেখে হতবাক হয়ে পড়েন। ঘটনার পর মন্দির কমিটির সম্পাদক, সভাপতি ও অন্যান্য সদস্যরা সোনামুড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে এবং পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে ধারাবাহিক চুরির ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ক্রমশ বাড়ছে। এখন দেখার বিষয়, প্রশাসনের তৎপরতায় চোরের দলকে দ্রুত গ্রেফতার করা সম্ভব হয় কিনা।

ব্যাংকক পাড়ি দিচ্ছেন ত্রিপুরার চার মাস্টার্স অ্যাথলেট, সাফল্যে আশাবাদী ক্রীড়া মহল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে ফের একবার ত্রিপুরার নাম উজ্জ্বল করতে থাইল্যান্ডের উদ্দেশ্যে যাত্রা করছেন রাজ্যের চার অভিজ্ঞ অ্যাথলেট। আগামী ১৭ থেকে ২১ এপ্রিল থাইল্যান্ডের ব্যাংককে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে 'ওয়ার্ল মাস্টার্স চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২৬'। এই মেগা ইভেন্টে ভারতীয় দলের প্রতিনিধি হিসেবে অংশ নেবেন ত্রিপুরার প্রিয় লাল সাহা, আশিস কর, নারায়ণ ঘোষ এবং মালু মিয়া।মঙ্গলবার এই চার কৃতি খেলোয়াড়কে শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানিয়ে এক বর্ণাঢ্য সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ''প্রজাপিতা ব্রহ্ম কুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়''-এর অধীনস্থ ''মাস্টার্স স্পোর্টস উইং''-এর পক্ষ থেকে এই সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল।সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করেন মাস্টার্স স্পোর্টস উইং-এর চেয়ারম্যান ডা: বি.কে. জ্যোতিশ্বর সেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সহ-সভাপতি সুপ্রভাত দেবনাথ, বি.কে. গৌরী বহিন জি এবং বি.কে. অনামিকা বহিন জি। সংগঠনের অন্যান্য ভাই ও বোনেরাও খেলোয়াড়দের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করে আশীর্বাদ প্রদান করেন।রাজ্য দলের এই অ্যাথলেটদের ট্র্যাক রেকর্ড অত্যন্ত প্রশংসনীয়। উল্লেখ্য, এই দলের অধিকাংশ সদস্যই বিগত দিনে ফিলিপিনস এবং নেপালে অনুষ্ঠিত মাস্টার্স ওয়ার্ল চ্যাম্পিয়নশিপে পদক জয় করে রাজ্যের জন্য গৌরব বয়ে এনেছিলেন। সেই অভিজ্ঞতাকে পাথেয় করেই এবার ব্যাংককের আন্তর্জাতিক ট্র্যাকেও তারা সফল হবেন বলে আশা করা হচ্ছে।আগামী ১৪ এপ্রিল ত্রিপুরার এই চার সদস্যের দল ব্যাংককের উদ্দেশ্যে রওনা হবেন। ১৭ এপ্রিল থেকে শুরু হওয়া এই প্রতিযোগিতায় ভারতের হয়ে পদক জয়ের লড়াইয়ে নামবেন তারা। রাজ্যের ক্রীড়া প্রেমীরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন তাদের সাফল্যের খবর শোনার জন্য।

সংহতিকে হারিয়ে জয় অব্যাহত শতদল সংঘের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ের ধারা অব্যাহত রেখেছে শতদল সংঘ। বুধবারে প্রথম ম্যাচে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসকে ২০৭ রানে হারানোর পর আজ, বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় ম্যাচে পাঁচ উইকেটের বড় ব্যবধানে সংহতি ক্লাবকেও পরাজিত করেছে। বেলা একটায় পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে ম্যাচ শুরুতে সংহতি ক্লাব প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পায়। নির্ধারিত ২০ ওভারে ৯৪ রানে ইনিংস শেষ করে। দলের পক্ষে রুদ্র সেনগুপ্ত সর্বাধিক ৩২ রান পায়। শতদল সংঘের চিরঞ্জিত পাল ১৩ রানে চারটি, ভিকি সাহা ২১ রানে তিনটি এবং অর্জুন দেবনাথ ১১ রানে দুটি উইকেট তুলে নেয়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে শতদল সংঘ বারো ওভার চার গোল খেলে পাঁচ উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। দলের পক্ষে ওংকার যাদবের ২৮ রান এবং তন্ময় ঘোষের ২২ রান দলকে দ্রুত জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছায়। সংহতি ক্লাবের দীপাঞ্জন দাস দুটি উইকেট পেয়েছিল কুড়ি রানের বিনিময়ে। শতদল সংঘের চিরঞ্জিত পাল দুর্দান্ত বোলিংয়ের স্বীকৃতি হিসেবে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব পেয়েছে।

আচমকাই কোচকে ছেঁটে ফেলল পাকিস্তান দল, বোর্ডের সিদ্ধান্তে অবাক খেলোয়াড়েরা

গত দু'মাসে বার বার সংবাদের শিরোনামে এসেছে তারা। কখনও হোটেলের বিল মেটাতে না পেরে খেলোয়াড়দের বাসন ধোয়ার কারণে, কখনও সংস্থার বিরুদ্ধে খেলোয়াড়দের তোপ দাগায়। এ বার নতুন বিতর্কে পাকিস্তানের হকি সংস্থা। গুরুত্বপূর্ণ দু'টি প্রতিযোগিতার আগে আচমকাই দলের কোচকে ছেঁটে ফেলল তারা। সংস্থার সিদ্ধান্তে অবাক খেলোয়াড়েরা।

আট বছর পর হকি বিশ্বকাপে খেলবে পাকিস্তান। হঠাৎই অস্ট্রেলীয় কোচ কলিন ব্যাচকে ছেঁটে ফেলা হয়েছে। তাঁর প্রশিক্ষণেই দল বিশ্বকাপে উঠেছিল। সেই জায়গায় প্রাক্তন অলিম্পিয়ান মনজুর উল হাসানকে কোচের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি প্রো নেশন্স লিগ এবং বিশ্বকাপে কোচিংয়ের দায়িত্ব সামলাবেন। '৭০ এবং '৮০-এর দশকে নামী ডিফেন্ডার ছিলেন মনজুর।

সংবাদ সংস্থার প্রতিবেদন অনুযায়ী, পাকিস্তানের হকি খেলোয়াড়েরা এই সিদ্ধান্তে হতবাক হয়ে গিয়েছেন। ব্যাচের সঙ্গে হকি খেলোয়াড়দের একটা সখ্যতা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তাঁর অভিজ্ঞতা এবং বুদ্ধি দলের সঙ্গে ভাগ করে নিতেন ব্যাচ। আধুনিক হকিতে সফল হওয়ার পথও বাতলে দিয়েছেন। তাঁকেই সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

পাকিস্তানের এক খেলোয়াড় বলেছেন, "আমরা সকলেই কলিন ব্যাচের অধীনে খুশি ছিলাম। উনি অভিজ্ঞ কোচ এবং আধুনিক হকির সব কৌশল জানতেন। বিশ্বকাপের মতো প্রতিযোগিতার আগে ওঁর সান্নিধ্যে থাকলে ভালই হত। এখন এই আঘাত আমরা পেলাম। মনে হচ্ছে ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করা হচ্ছে।"

শোনা গিয়েছে, পাকিস্তান হকি সংস্থার ভারপ্রাপ্ত সভাপতির সঙ্গে যোগাযোগ করতে চলেছেন বেশ কিছু খেলোয়াড়। অবিলম্বে ব্যাচকে ফেরানোর দাবি জানাবেন তাঁরা। শুধু কোচ নয়, জাতীয় নির্বাচক কমিটিও বদলে ফেলা হয়েছে। তাঁর নেতৃত্বে প্রাক্তন অলিম্পিয়ান সামিউল্লাহ খান।

টিএফএ-র লাইফ মেম্বার্স ফোরামের এজিএম ১৯শে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের আজীবন সদস্যদের একমাত্র সংগঠন ''ফোরাম ফর লাইফ মেম্বাস অফ ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন-এর আসন্ন বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী ১৯ এপ্রিল রবিবার অনুষ্ঠিত হবে। ঐদিন আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত চন্দ্র মহলে সকাল এগারোটায় সভার কাজ শুরু হবে। এর আগে সকাল সাড়ে দশটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত ফোরামের সদস্য সদস্যাদের পাশাপাশি টি এফ এ-র সমস্ত আজীবন সদস্য সদস্যাদের রেজিস্ট্রেশন অনুষ্ঠিত হবে। এই বার্ষিক সাধারণ সভায় সচিবের বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করার পাশাপাশি কোষাধ্যক্ষ-এর তরফে শেষ অর্থ বছরের আয় ব্যয়ের হিসাব পেশ করা হবে। এই বার্ষিক সাধারণ সভায় ফোরামের সমস্ত সদস্য সদস্যাদের পাশাপাশি টি এফ এ-র সমস্ত আজীবন সদসাদের উপস্থিত থাকার জন্য সম্পাদক তিমির চক্রবর্তী এক বিবৃতিতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

হার্ভে-কে হারিয়ে জয় দিয়ে টি-২০ লীগ সূচনা জেসিসি-র

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়নগর ক্রিকেট ক্লাবও জয় দিয়ে লীগ সূচনা করেছে। ছয় উইকেটের বড় ব্যবধানে হার্ভে ক্লাবকে পরাজিত করে জে সি সি টুর্নামেন্টে নিজেদের প্রথম ম্যাচে জয়ী হয়েছে। নরসিংগড়ে পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে প্রতিকূল পরিস্থিতির জন্য সকালে ম্যাচ শুরুতে প্রায় সোয়া দুই ঘন্টা অপেক্ষা করতে হয়েছে বলে টি-টোয়েন্টি ফরমেটের খেলা ৬ ওভারে কমিয়ে আনা হয়েছিল। প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে সীমিত ৬ ওভারে হার্ভে ক্লাব পাঁচ উইকেট হারিয়ে ৫৬ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে অনুরাগ রঘুবংশী সর্বাধিক ৩১ রান পায়। জেসিসি-র বিরাজ কৃষ্ণ ৬ রানে এবং বিক্রম দেবনাথ ১৬ রানে একটি করে উইকেট পেয়েছে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে সীমিত ছয় ওভার ফুরিয়ে যাওয়ার ঠিক ছয় বল বাকি থাকবে জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব চার উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। বিক্রম ও বিরাজের মারকুটে ব্যাটিং দলকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছায়। বিক্রম দশ বল খেলে তিনটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ২৫ রান সংগ্রহ করে এবং বিরাজ কৃষ্ণ ৮ বল খেলে একটি বাউন্ডারি ও দুইটি ওভার বাউন্ডারি মেরে একুশ রান সংগ্রহ করে। হার্ভের আকাশ যাদব দুটি উইকেট পেয়েছিল ১২ রানের বিনিময়ে। ব্যাটে বলে দুর্দান্ত অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সৌজন্যে বিক্রম দেবনাথ পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব। এদিকে, একই সময়ে এমবিবি স্টেডিয়ামে নির্ধারিত সুচি অনুযায়ী ওল্ড প্লে সেন্টার ও পোলস্টার ক্লাবের ম্যাচটি বৃষ্টি ও আউটফিল্ড ভেজা থাকার কারণে ম্যাচটি পরিত্যক্ত ঘোষিত হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী দুই দল দুই-দুই করে পয়েন্ট পেয়ে যাবে।

টাই ভেঙে টিআইএসএফ-কে হারিয়ে কাতলামারা স্কুল দল সেমিফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুর্দান্ত জয় পেয়েছে কাতলামারা হাই স্কুল। হারিয়েছে টিআইএসএফ-কে। টাই ব্রেকারে পেনাল্টি শুটে ৪-৩ গোলের ব্যবধানে রোমাঞ্চকর এই জয়ের সুবাদে কাতলামারা হাই স্কুল টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে নিয়েছে। খেলা ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত অনূর্ধ-১৪ বালকদের কাজল স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট। গ্রুপ লীগ পর্যায়ের খেলা শেষে আজ, বৃহস্পতিবার দুই বেলায় দুটি কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে স্থানীয় ঙমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে বেলা দুইটাই হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে ম্যাচটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত গোলশূন্য ড্র থাকে। অবশেষে টাইব্রেকারে পেনাল্টি শুট আউটে কাতলামারা হাই স্কুল ৪-৩ গোলের ব্যবধানে টিআইএসএফ-কে পরাজিত করেছে। আগামীকাল (শুক্রবার) বেলা দুইটায় টুর্নামেন্টের তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল এবং আগরতলা ডন বসকো স্কুল দল পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে।

এক রান না নিয়ে 'খলনায়ক' মিলার, জিতবেন বুঝে গিয়েছিলেন শুভমন, ডেভিডের পাশে গাওস্কর

বুধবার দিল্লির বিরুদ্ধে নাটকীয় ভাবে জিতেছে দিল্লি। শেষ ওভারের পঞ্চম বলে সুযোগ থাকলেও এক রান নেননি ডেভিড মিলার। শেষ বলে রান করতে না পারায় এক রানে জিতেছে গুজরাত। রান না নিয়ে খলনায়ক হয়ে গিয়েছেন মিলার। গুজরাতের অধিনায়ক শুভমন গিল জানালেন, মিলার রান না নেওয়ায় বুঝে গিয়েছিলেন তাঁদের জয়ের সুযোগ আছে। সমালোচিত মিলারের পাশে দাঁড়িয়েছেন গাওস্কর।

১২ রান করার পর হাতের চোটের কারণে উঠে গিয়েছিলেন মিলার। পরে ফিরে এসে গুজরাতের বোলারদের পিটিয়ে প্রায় একার হাতেই দলকে জয়ের দিকে নিয়ে গিয়েছিলেন। পঞ্চম বলে তাঁর ওই একটি সিদ্ধান্তের কারণে হারতে হয়েছে দিল্লিকে। রান নেওয়ার সুযোগ থাকলেও কুলদীপ যাদবকে স্ট্রাইক দিতে চাননি। শেষ বলে কুলদীপ রান আউট হন।

ম্যাচের পর শুভমন বলেন, "যে ক'টা ম্যাচ খেলেছি সবই শেষ ওভার পর্যন্ত গড়িয়েছে। অবশেষে জিততে পেরে খুব ভাল লাগছে। মিলার রান না নেওয়াতেই বুঝেছিলাম জেতার একটা সুযোগ আছে।"

কী পরিকল্পনা ছিল শেষ বলে? শুভমন বলেছেন, "আমরা চেয়েছিলাম ইয়র্কার বা স্লোয়ার বল দিতে। যে রকম পিচ ছিল তাতে স্লোয়ার বলে মারা খুব কঠিন ছিল। এই পিচে ২১০ গড় রানের থেকে ১০-১৫ রান বেশি। জানতাম ভাল বল করলে জিততে পারব।"

সুনীল গাওস্কর মনে করেন, কুলদীপকে স্ট্রাইক দেওয়া উচিত ছিল মিলারের। তবে যে ভাবে দলকে জয়ের দিকে নিয়ে গিয়েছিলেন তার জন্য মিলারের প্রশংসা প্রাপ্য বলে মনে করেন গাওস্কর। তাঁর কথায়, "দলকে জেতাতে পারবে ভেবে আত্মবিশ্বাসী ছিল মিলার। যে ভাবে ওই ওভারের প্রথম বলে কুলদীপ রান নিয়েছিল, তাতে শেষ বলে ওকে দায়িত্ব দেওয়াই যেত। কিন্তু আগের ওভারে অনেক ভাল শট খেলেছিল মিলার। হয়তো সে জন্যই ভেবেছিল শেষ বলে জেতাতে পারবে। একা ওকে দোষ দিয়ে লাভ নেই।"

টি-২০তে মৌচাককে হারিয়ে জয়ের সারণীতে স্ফুলিঙ্গ ক্লাব

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয় অব্যাহত স্ফুলিঙ্গ ক্লাবেরও। প্রথম ম্যাচে বুধবারে ইউনাইটেড বিএসটিকে ৮২ রানে পরাজিত করে লীগ সূচনা করেছিল। আজ দ্বিতীয় দিনের ম্যাচেও দুর্দান্ত নয় উইকেটে বিশাল জয় পেয়েছে প্রতিপক্ষ মৌচাককে হারিয়ে। খেলা ত্রিপুরা ক্রিকেটে এসোসিয়েশন আয়োজিত সমীরণ চক্রবর্তী মেমোরিয়াল টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। দুপুরে এমবিবি স্টেডিয়ামে ম্যাচ শুরুতে মৌচাক প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পায়। নির্ধারিত ২০ ওভার শেষ হবার ৬ বল আগেই ১০৩ রানে ইনিংস গুটিয়ে নেয়। দলের পক্ষে অর্কজিৎ দাস সর্বাধিক ২৩ রান পায়। অর্কজিৎ ১৯ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারি মেরে ২৩ রান সংগ্রহ করে। স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের রাজদীপ দত্ত তিন রানে এবং অজয় সরকার ১৬ রানে তিনটি করে উইকেট পেয়েছে। তবে রাজদীপ তার একমাত্র ওভারেই তিনটি উইকেট তুলে নিয়েছে। এছাড়া, সৌরভ দাস পেয়েছে দুটি উইকেট ১৮ রানের বিনিময়ে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে স্ফুলিঙ্গের সাগর শর্মার দুর্দান্ত এবং দেবাংশু দত্তের অনবদ্য ব্যাটিং দলকে সহজেই জয় এনে দেয়। সাগর ১৭ বল খেলে ছয়টি বাউন্ডারি ও চারটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে অপরাজিতা ভূমিকায় ৫১ রান সংগ্রহ করে। দেবাংশু দত্ত ১৫ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারি ও দুইটি ওভার বাউন্ডারি মেরে অপরাজিত থেকে ৩৭ রান সংগ্রহ করে দলকে জয় এনে দেয়। মৌচাকের যশ বৈষ্ণব একমাত্র উইকেটটি পেয়েছে। দুর্দান্ত বোলিং এর স্বীকৃতি হিসেবে অজয় সরকার পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

বিলোনিয়া সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটের ফাইনাল কাল

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। বিলোনিয়া ক্রিকেট এসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত সিনিয়র মহিলা টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট প্রায় অন্তিম পর্যায়ে। টুর্নামেন্টের সূচি অনুযায়ী উত্তর বিলোনিয়া মাঠে আয়োজিত ক্রিকেট আসরের প্রথম রাউন্ডের শেষ ম্যাচ ছিল আরসিসি ও আই সি নগর। কিন্তু বৃষ্টির কারণে দুই দলের এই ম্যাচটি লড়াইহীন ভাবেই সমাপ্ত হয় এদিন। ফলে ম্যাচ থেকে দুই পয়েন্ট করে পেল পূর্ব নির্ধারিত ম্যাচে অংশগ্রহণ করতে যাওয়া দুটি দল। আর তাতেই আরসিসি ফাইনাল খেলার সুযোগ ছিনিয়ে নেয়। আগামী শনিবার টুর্নামেন্টের শিরোপা দখলের লক্ষ্যে মুখোমুখি হবে আরসিসি ও সোনাপুর।

আইপিএলের মাঝপথে নতুন নিয়ম! ১০ দলকে জানিয়ে দিল বোর্ড, না মানলে হতে পারে শাস্তি

মাঠে ১৬ জনের বেশি ক্রিকেটার রাখা যাবে না। প্রথম একাদশের ১১ জন এবং ইমপ্যাক্ট প্লেয়ারের তালিকায় থাকা পাঁচ জন ছাড়া কেউ ডাগ আউটের বাইরে যেতে পারবেন না। আইপিএলের প্লেয়িং কন্ডিশন আরও কঠিন করল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)।

ক্রিকেটারদের জন্য নতুন নির্দেশিকা বিসিসিআইয়ের। অমান্য করলে কড়া শাস্তি হতে পারে। আইপিএলের ম্যাচগুলিতে দেখা যায়, প্রথম একাদশের বাইরে থাকা ক্রিকেটারেরা মাঠের ধারে ঘোরাফেরা করেন। জল পানের বিরতিতে বা বার্তা দেওয়ার জন্য যে কেউ মাঠের মধ্যে ঢুকতে পারতেন। এ বার থেকে তা করা যাবে না। নির্দিষ্ট ১৬ জনের বাইরে কেউ ডাগ আউটের বাইরে থাকতে পারবেন না। জল, ব্যাট দিতে বা অন্য কোনও প্রয়োজনে সেই ১৬ জনের মধ্যে থাকা ক্রিকেটারেরাই ঢুকতে পারবেন মাঠে। ১৬ জনের তালিকায় না থাকা ক্রিকেটারেরা বাউন্ডারি লাইন এবং বিজ্ঞাপনের এলইডি বোর্ডের মাঝের অংশেও ঘুরতে পারবেন না।

আইপিএলের দলগুলিতে সাধারণত ২৫ জন করে ক্রিকেটার থাকেন। তবে একটি ম্যাচের জন্য ১৬ জনকে বেছে নিতে হয়। প্রথম একাদশ ছাড়া পাঁচ জন। তাঁদের মধ্যে থেকেই কাউকে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার বেছে নেওয়া হয়। প্রথম একাদশের কেউ মাঠের বাইরে গেলে, পরিবর্ত হিসাবে ওই পাঁচ জনের যে কেউই ফিল্ডিং করতে নামতে পারেন।

দলগুলিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা পাঠিয়ে দিয়েছে বিসিসিআই। আইপিএলের সব ম্যাচেই নতুন এই নিয়ম প্রযোজ্য। নিয়ম না মানলে সংশ্লিষ্ট ক্রিকেটারের শাস্তি হতে পারে।

কাজল স্মৃতি ফুটবলে আস্তাবল কে হারিয়ে সাই-স্যাগ সেমিফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুরন্ত জয় পেয়েছে সাই স্যাগ। হেরে বিদায় আস্তাবল স্পোর্টস এন্ড কোচিং সেন্টারের। খেলা ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত অনূর্ধ ১৪ কাজল স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের। স্থানীয় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে বেলা সাড়ে তিনটায় টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে সাই স্যাগ ৩-১ গোলের ব্যবধানে আস্তাবল স্পোর্টস এন্ড কোচিং সেন্টারকে পরাজিত করেছে। প্রথমার্ধে বিজয়ী দল দুই-এক গোলে এগিয়ে ছিল। খেলার আঠারো মিনিটের মাথায় বিকাশ দাস এবং ২৮ মিনিটের মাথায় আয়ুশ চাকমা পরপর দুটি গোল করলে ৩০ মিনিটের মাথায় আস্তাবল স্পোর্টস এন্ড কোচিং সেন্টারের সচাং জমাতিয়া একটি গোল করে ব্যবধান কমিয়ে আনে। খেলার শেষ মুহূর্তে সাই স্যাগের জাপানি আলাল একটি গোল করলে শেষ পর্যন্ত ব্যবধান ৩-১ হয়। এই জয়ের সুবাদে সাই স্যাগ টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে উন্নীত হয়েছে। উল্লেখ্য, আগামীকাল বেলা সাড়ে তিনটায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামেই টুর্নামেন্টের চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনালে আসাম রাইফেলস পাবলিক স্কুল এবং সুধন্য দেববর্মা মেমোরিয়াল স্কুল কোচিং সেন্টার পরস্পরের মুখোমুখি হবে।

বিলোনিয়া আন্ত স্কুল ক্রিকেটে জয়ী সোনাপুর

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। বিলোনিয়া ক্রিকেট এসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত আন্ত স্কুল টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টে জয় দিয়ে শুরু করলো সোনাপুর। বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয় এই ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। এদিন বিলোনিয়া বিদ্যাপীঠ মাঠে টুর্নামেন্টের প্রথম দিন দ্বিতীয় ম্যাচে মুখোমুখি হয় রাঙ্গামুড়া ও সোনাপুর। নির্ধারিত সময়ের লড়াইয়ে সোনাপুর স্কুল ৯ উইকেটে পরাজিত করে রাঙামুড়াকে। সীমিত ওভারের দুইদলের ক্রিকেট ম্যাচের লড়াই শুরু হবার আগে সোনাপুর টসে জিতে ফিল্ডিং এর সিদ্ধান্ত নিলে আগে ব্যাট করার সুযোগ পায় রাঙ্গামুড়া। ইনিংসে রাঙামুড়া নির্ধারিত ওভারের অনেক আগেই সবকয়টি উইকেট হারিয়ে মাত্র ৫১ রান তুলতে সক্ষম হয়। দলের মিডেল অর্ডার ব্যাটসম্যান নয়ন সাহার অপরাজিত ১৭ রানের সাহায্যেই এই রান তুলতে সক্ষম হয় রাঙ্গামুড়া। জয়ী সোনাপুরের বোলারদের মধ্যে নয়ন দাস মাত্র আট রান দিয়ে একা তুলে নেয় চারটি উইকেট। এছাড়া দুটি করে উইকেট পেল অনিক দাস ও অঙ্কন বিশ্বাস। জবাবে জয়ের জন্য ৫২ রানের টার্গেট নিয়ে সোনাপুর মাত্র একজন ব্যাটসম্যানকে হারিয়ে ৫৫ রান তুলে ম্যাচ থেকে জয় ছিনিয়ে নেয়। এরমধ্যে নয়ন দাস মাত্র ১১ বলে তিনটি চার ও দুইটি ছয়ের সাহায্যে অপরাজিত ২৫ রান করে।

লন্ডনে গিয়ে খেলবে ভারতের ফুটবল দল, মে মাসে ইউনিটি কাপে লিস্টনদের প্রতিপক্ষ জামাইকা

লন্ডনে গিয়ে ফুটবল ম্যাচ খেলবে ভারতীয় দল। বুধবার এক বিবৃতিতে এ কথা জানানো হয়েছে। চার দেশকে নিয়ে প্রদর্শনী প্রতিযোগিতা হবে। ভারত ছাড়া বাকি তিন দেশ হল নাইজেরিয়া, জামাইকা এবং জিম্বাবোয়ে। চার্লটন অ্যাথলেটিকের মাঠ 'দ্য ভ্যালি'তে খেলাগুলি হবে।

ভারত দ্বিতীয় সেমিফাইনালে জামাইকার বিরুদ্ধে খেলবে ২৭ মে। ভারতীয় সময় রাত ১২টা থেকে হবে ম্যাচ। আগের দিন প্রথম সেমিফাইনালে খেলবে নাইজেরিয়া এবং জিম্বাবোয়ে। দুই ম্যাচের বিজয়ী দল ৩০ মে ফাইনাল খেলবে। পরাজিত দুই দল একই দিনে তৃতীয় স্থান নির্ণায়ক ম্যাচ খেলবে। অর্থাৎ ভারত অন্তত দু'টি ম্যাচ খেলার সুযোগ পাচ্ছেই। ২৪ বছর পর ইংল্যান্ডে গিয়ে ম্যাচ খেলবে ভারত। ২০০২-এ শেষ বার খেলেছিল জামাইকার বিরুদ্ধে। প্রথম ম্যাচে ০-৩ হারের পর দ্বিতীয় ম্যাচে গোলশূন্য ড্র হয়েছিল। ফেডারেশনের সহ-সচিব এম সত্যনারায়ণ বলেছেন, "শক্তিশালী বিপক্ষদের সঙ্গে খেলার একটা মূল্যবান সুযোগ পাওয়া গিয়েছে। ফিফা বিশ্বকাপে খেলা এবং ঐতিহ্যশালী দেশের বিরুদ্ধে খেলব আমরা। এতে দলের খেলোয়াড়েরা অনেক কিছু শিখতে পারবে।''অংশগ্রহণকারী সব ক'টি দেশই ফিফা র্যাঙ্কিংয়ে ভারতের উপরে ইরানের আর্জি খারিজ করে দিল ফিফা। বিশ্বকাপ খেলতে হলে শত্রু আমেরিকার মাটিতেই খেলতে হবে। আমেরিকা এবং ইজরায়েলের যৌথ সামরিক অভিযান এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রচ্ছন্ন হুঁশিয়ারির প্রতিবাদে আমেরিকা থেকে বিশ্বকাপের ম্যাচ সরিয়ে দেওয়ার আবেদন করেছিল ইরান।

বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে ইরানের চারটি ম্যাচই রয়েছে আমেরিকায়। সূচি অনুযায়ী ইরানের ম্যাচগুলি রয়েছে লস অ্যাঞ্জেলস এবং সিয়াটেলে। জাতীয় দলের নিরাপত্তার স্বার্থে মেক্সিকো বা কানাডায় ম্যাচগুলি সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার আবেদন করেছিল ইরান। সেই আর্জি খারিজ করে ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো বলেছেন, "বিশ্বকাপের ম্যাচগুলি সূচি অনুযায়ী নির্ধারিত স্থানেই হবে। সূচি পরিবর্তন সম্ভব নয়।"

কিছু দিন আগে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সমাজমাধ্যমে লিখেছিলেন, "বিশ্বকাপে ইরানের জাতীয় দলকে স্বাগত। কিন্তু আমি মনে করি না, এই পরিস্থিতিতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ওদের এখানে আসা উচিত।" এর জবাবে ইরানের ফুটবল দলের তরফে সমাজমাধ্যমে লেখা হয়, "বিশ্বকাপ একটি ঐতিহাসিক এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা। এর নিয়ন্ত্রক ফিফা। কোনও ব্যক্তি বা দেশ নয়। ইরানের জাতীয় দল তার শক্তি এবং সাহসী ফুটবলারদের সুবাদে ধারাবাহিক সাফল্য অর্জন করেছে। সে কারণে বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জনকারী দলগুলির মধ্যে প্রথম সারিতে রয়েছে। ইচ্ছা হলেই কেউ ইরানকে বিশ্বকাপ থেকে বাদ দিতে পারে না। বাদ দিতে হলে এমন একটি দেশকে বাদ দেওয়া উচিত, যারা শুধু আয়োজক। অথচ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সব দলকে নিরাপত্তা দিতে পারে না।"

ইরান ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি মেহদি তাজ সমাজমাধ্যমে লিখেছিলেন, "আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, ইরানের ফুটবল দলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারবেন না। তিনি ঘুরিয়ে ইরানের ফুটবল দলকে আমেরিকায় যেতে বারণ করেছেন। বিষয়টা উদ্বেগের। আমরা ফিফার সঙ্গে কথা বলছি। আমাদের ম্যাচগুলো আমেরিকা থেকে সরিয়ে মেক্সিকোয় নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করা হয়েছে।"

শেষ পর্যন্ত ইরানের আবেদন গ্রাহ্য করল না ফিফা। কয়েক দিন আগে ইরান সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কোনও শত্রু দেশে কোনও ধরনের প্রতিযোগিতাতেই ইরানের খেলোয়াড়দের পাঠানো হবে না। ফিফা সূচি বদল করতে রাজি না হওয়ায় ইরানের ফুটবল বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ অনিশ্চিত হয়ে পড়ল বলে মনে করা হচ্ছে।মেক্সিকোর গুয়াদালুপ স্টেডিয়ামে শেষ বাঁশি বাজতেই আবেগে বাঁধ ভাঙল। একদিকে ৪০ বছর পর বিশ্বকাপে ফেরার আনন্দে একে অপরকে জড়িয়ে ধরলেন ইরাকের খেলোয়াড়েরা, আরেক দিকে কাছাকাছি গিয়েও শেষ ধাপটা পেরোতে না পারায় কান্নায় ভেঙে পড়লেন বলিভিয়ার খেলোয়াড়েরা। পোস্টের নিচে বসে বলিভিয়ান গোলরক্ষক গিলের্মো ভিসকারার কান্নার দৃশ্য তো যে কারও হৃদয় ছুঁয়ে যাবে। কিন্তু ফুটবল তো এমনই!

কারও কান্নার বিপরীতে উচ্ছ্বাসের আবেগে ভাসে অন্য কেউ। আজ শেষ হাসিটা যেমন ইরাক হেসেছে। বিশ্বকাপে আন্তমহাদেশীয় প্লে—অফ ফাইনালে বলিভিয়াকে ২—১ গোলে হারিয়ে চূড়ান্ত পর্বের টিকিট কেটেছে এশিয়ান দেশটি। এর ফলে ১৯৮৬ সালের পর দ্বিতীয়বারের মতো বিশ্বকাপ খেলার সুযোগ পাচ্ছে তারা।

সবুজে ঘেরা পাহাড়ি অরণ্যের মাঝে অবস্থিত ভেন্যুতে আজ শুরু থেকেই আক্রমণ—প্রতি আক্রমণে জমে ওঠে ম্যাচ। আক্রমণ ও বল দখলে বলিভিয়া এগিয়ে থাকলও কার্যকারিতায় ইরাকই ছিল এগিয়ে। ম্যাচের ৯ মিনিটে বক্সের বাইরে ফ্রি—কিক পায় ইরাক। ফ্রি—কিক থেকে আল—আমারির নেওয়া শট অবিশ্বাস্য দক্ষতায় ঠেকিয়ে বলিভিয়াকে রক্ষা করেন গোলরক্ষক গিলের্মো ভিসকারা। তবে পরের মিনিটে ঠিকই এগিয়ে যায় ইরাক। আল---আমারির কর্নারে দারুণ এক হেড দিয়ে এশিয়ান দেশটিকে এগিয়ে দেন আল—হামাদি।

পিছিয়ে পড়ে মরিয়া হয়ে ওঠে বলিভিয়া। ইরাককে চাপে ফেলে ম্যাচে সমতা ফেরানোর চেষ্টা করে তারা। একাধিকবার কাছাকাছি গিয়ে ব্যর্থ হলেও শেষ পর্যন্ত ম্যাচের ৩৮ মিনিটে সমতা ফেরায় তারা। বলিভিয়ার হয়ে গোল করেন মইসেস পানিয়াগুয়া। সমতাতেই শেষ হয় প্রথমার্ধ।বিরতির পর দুই দলই চেষ্টা করে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার। পাল্টাপাল্টি একাধিক আক্রমণেও যায় তারা। যদিও গোলের হাসিটা হেসেছে ইরাকই।

Page 3_5_7- JAGARAN.pmd 1 10-04-2026, 00:43

CMYK

জাগরণ 10 April, 2026, Friday আগরতলা ১০ এপ্রিল, ২০২৬ ইং, ■ ২৬ চৈত্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

বেসামরিক বিমান চলাচলে সহযোগিতা জোরদারে ভারত-বাংলাদেশ বৈঠক

ঢাকা, ৯ এপ্রিল : বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা বৃহস্পতিবার বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী আফরোজা খানুম রিতার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। এ সময় বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী এম রাশিদুজ্জামান মিল্লাত-ও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে উভয় পক্ষ বেসামরিক বিমান চলাচল খাতে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। বিশেষ করে বিমান যোগাযোগ বৃদ্ধি, এয়ার কার্গো সক্ষমতা উন্নয়ন, বিমানবন্দর অবকাঠামো শক্তিশালীকরণ এবং দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ অনুসন্ধান নিয়ে মতবিনিময় হয়।

হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা বাংলাদেশের মন্ত্রীদের ভারতের বিমান চলাচল খাতের চলমান উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির বিষয়ে অবহিত করেন।

তিনি উল্লেখ করেন, বর্তমানে ভারত বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল বেসামরিক বিমান চলাচল বাজারগুলির অন্যতম, যা পারস্পরিক স্বার্থ ও লাভের ভিত্তিতে বাংলাদেশের বিমান খাতের উন্নয়নে সহযোগিতার নতুন সুযোগ সৃষ্টি করছে। উভয় দেশই ভবিষ্যতে এই খাতে আরও ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার আশাবাদ ব্যক্ত করেছে।

৭০২ ভোটারকে বিজেপিতে স্বাগত জানান মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ৯ এপ্রিল: ভারতীয় জনতা পার্টির নির্বাচনী প্রচারে ঝড় তুলে আজ কিল্লা-বাগমা কেন্দ্রে একটি সুবিশাল জনসমাবেশে বক্তব্য রাখেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

এই জনসভায় বিভিন্ন দল থেকে আগত ৭০২ জন ভোটারকে ভারতীয় জনতা পার্টিতে স্বাগত জানান মুখ্যমন্ত্রী। ভোটের ঠিক প্রাক মুহূর্তে এতবড় যোগদান নিঃসন্দেহে বিজেপির জন্য বাড়তি অক্সিজেন যোগাবে।

তিনি বলেন, দিকে দিকে মানুষের যোগদান ও সমর্থনের ফলে জনজাতি মোর্চা সংগঠন এখন অনেক বেশি শক্তিশালী হয়েছে। আগে জনজাতিরা বুঝতে পারেনি কোথায় গেলে প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব। কিন্তু এখন এরা ভুল বুঝিয়ে মথার রাজনীতির কৌশল ও মিথ্যাচার সবটাই বুঝতে পেরেছেন।

বিজেপিকে ভোট দেবার জন্য জাতি-জনজাতি সকলের প্রতি আহ্বান রেখে, মুখ্যমন্ত্রী বলেন এডিসির উন্নয়নে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার একমাত্র ভরসা।

মুখ্যমন্ত্রীর সভার আগে বিশ্রামগঞ্জে উত্তেজনা ‘গো-ব্যাক’ স্লোগানে সরগরম এলাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৯ এপ্রিল: মুখ্যমন্ত্রীর জনসভাকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার বিশ্রামগঞ্জে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। সভার প্রাকমুহূর্তে তিপ্রা মথার ডাকা মিছিলকে ঘিরে ‘গো-ব্যাক’ স্লোগানে সরগরম হয়ে ওঠে গোটা এলাকা।

জানা যায়, বিশ্রামগঞ্জ বাজারে ফায়ার সার্ভিস অফিস সংলগ্ন জাতীয় সড়কে তিপ্রা মথার একটি মিছিল বের হলে সিপাহীজলা জেলার পুলিশ তা আটকে দেয় এবং পরে মিছিলটি ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন জেলার পুলিশ সুপার বিজয় দেববর্মা।

এদিন বিশ্রামগঞ্জ মোটরস্ট্যান্ডে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ১৯ নম্বর আমতলী-গোলাঘাটি কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী কানুরাজ দেববর্মার সমর্থনে একটি জনসভার আয়োজন করা হয়। মুখ্যমন্ত্রীর আগমনকে ঘিরে এলাকায় কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল।

এই সময় তিপ্রা মথার প্রার্থী বুদ্ধকুমার দেববর্মা কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে সভাস্থলের সামনে দিয়ে একটি মিছিল করেন। পরে মিছিলটি পুনরায় মোটরস্ট্যান্ডের দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ সুপার বিজয় দেববর্মার নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী তা প্রতিহত করে এবং মিছিলটি ঘুরিয়ে দেয়।

এ নিয়ে তিপ্রা মথা প্রার্থী ও কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে পুলিশের বাগবিতণ্ডা তৈরি হয়। পরিস্থিতির মধ্যে মথা সমর্থকরা মুখ্যমন্ত্রীকে লক্ষ্য করে ‘গো-ব্যাক’ স্লোগান দিতে থাকেন, ফলে এলাকা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

তবে পুলিশের তৎপরতায় দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে এবং অল্পের জন্য বড় ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়।

২৮টি আসনে বিজেপির একা প্রতিদ্বন্দ্বিতার সিদ্ধান্তে খুশি জনগণ: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ৯ এপ্রিল: আজ বীরচন্দ্রনগর- কলসী কেন্দ্রে বিজেপি মনোনীত প্রার্থী সঞ্জীব রিয়াংয়ের সমর্থনে কাঠালিয়া বাজারে আয়োজিত সুবিশাল জনসভায় অংশগ্রহণ করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

তিনি বলেন, এডিসির ২৮টি আসনে ভারতীয় জনতা পার্টির একা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্তে জনগণ খুশি। মানুষ এটাই চেয়েছিলেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভোট হবে উৎসবের মেজাজে, কিন্তু মথা এটা মানছে না, আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করতে চাইছে। তিনি বলেন, মথা থানসার কথা বলে মানুষকে ভুল বোঝানোর জন্য, বিভ্রান্ত করার জন্য। কিন্তু জনগণ সব বুঝতে পারছেন।

মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, পাঁচ বছরে এডিসির উন্নয়নে একটা কাজও করেনি মথা। করেছে শুধু ভ্রষ্টাচার। জনজাতিদের কল্যাণে দেয়া টাকা লুট করে এরা বিদেশ ভ্রমন করে। কিছু কিছু জায়গায় গুলিও চালিয়েছে মথা নামধারীরা। তাই জনগণ এবার বুলেটের জবাব দেবেন ব্যালটের মাধ্যমে।

আগামী ১২ এপ্রিল পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে বিজেপিকে জয়যুক্ত করার আহ্বান জানান তিনি। এই সভায়, অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়ের উপস্থিতিতে প্রায় পঞ্চাশ জন ভোটারকে ভারতীয় জনতা পার্টিতে স্বাগত জানান মুখ্যমন্ত্রী।

মান্দাই-পুলিনপুরে কংগ্রেসের প্রচার র্যালি, বিকাশ দেববর্মার জয়ে আহ্বান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ এপ্রিল: তেলিয়ামুড়া থানার অন্তর্গত ১৬ নং মান্দাই-পুলিনপুর নির্বাচনী এলাকায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রার্থী বিকাশ দেববর্মার সমর্থনে এক বিশাল নির্বাচনী প্রচার র্যালি অনুষ্ঠিত হয়।

র্যালিতে উপস্থিত ছিলেন সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সম্পাদক তথা সাংসদ খিয়াস্তাফার তিলক, ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি আশীষ সাহা, প্রদেশ কংগ্রেস সম্পাদক কার্তিক দেবনাথসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

এদিনের র্যালিতে বিপুল সংখ্যক কর্মী-সমর্থকের অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়। সভা থেকে কংগ্রেস নেতারা মান্দাই-পুলিনপুর নির্বাচনী এলাকায় কংগ্রেস প্রার্থী বিকাশ দেববর্মাকে বিপুল ভোটে জয়ী করার আহ্বান জানান।

নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন, বিজেপি ও তিপ্রা মথা রাজ্যে এক অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে।

১৩ ত্রিপুরা ব্যাটেলিয়ান এনসিসি’র কম্বাইন্ড বার্ষিক প্রশিক্ষণ শিবির শুরু

আগরতলা, ৯ এপ্রিল: ১৩ ত্রিপুরা ব্যাটেলিয়ান এনসিসি”র উদ্যোগে আজ থেকে শহীদ ভগৎ সিং যুব আবাসে এনসিসি ক্যাডেটদের নিয়ে কম্বাইন্ড বার্ষিক প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হয়েছে। চলবে ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত। এই শিবিরে ত্রিপুরা ও আসাম থেকে মোট ৪৭২ জন এনসিসি ক্যাডেট অংশ নিয়েছে। এরমধ্যে বালক বিভাগে এনসিসি ক্যাডেট রয়েছে ২৪০ জন। বালিকা বিভাগে এনসিসি ক্যাডেট রয়েছে ২৩২ জন। আজ এই প্রশিক্ষণ শিবিরে ১৩

ত্রিপুরা ব্যাটেলিয়ান এনসিসি”র কর্ণেল (কমান্ডিং অফিসার) এন এস বাথ এনসিসি ক্যাডেটদের দেশ মাতৃকার সেবায় আত্মনিয়োগ করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বড় হবার জন্য স্বপ্ন দেখতে হবে। এই স্বপ্ন বাস্তবায়নে এই শিবিরে যা শেখানো হবে তা সততা ও নিষ্ঠার সাথে গ্রহণ করতে হবে। তিনি বলেন, নিজেকে কখনো দুর্বল ভাবলে চলবে না। সব সময় লক্ষ্যে অবিচল থাকতে হবে। লক্ষ্য পূরণে রংটিন, শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলতে হবে। তিনি বলেন, দেশের জন্য যে সকল বীর সেনানী জীবন উৎসর্গ করেছেন তাদের স্মরণ করতে হবে।

তিনি বলেন, এই শিবির থেকে আসাম ও ত্রিপুরার মোট ২৭ জন ক্যাডেট এনসিসি ক্যাডেটকে সিলেক্ট করা হবে। এই ২৭ জন শিলচরে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাইফেল শুটিং প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে। এই শিবিরে এনসিসি ক্যাডেটদের পিটি, যোগা, ম্যাপ রিডিং, ফায়ারিং, ড্রিল, সমাজ সেবা, ব্যক্তিত্ব উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক চর্চা, নিয়মানুবর্তিতা, ড্রাগের অপব্যবহার, বেসিক মিলিটারি ট্রেনিং, বিতর্ক প্রতিযোগিতা প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। বিশেষজ্ঞগণ সাইবার অপরাধ, পক্সো আইন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ সচেতনতা, কিক বক্সিং, অগ্নি নিরাপত্তা প্রভৃতি বিষয়ে তাদের প্রশিক্ষণ দেবেন। আসাম রাইফেলসের জওয়ানগণ অস্ত্র প্রদর্শন করবেন। ১৪-এপ্রিল ক্যাডেটগণ খয়েরপুরস্থিত টিএসআর ক্যাম্পে ফায়ারিং-এ অংশ নেবে। এছাড়া ক্যাডেটদের উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ, এলবার্ট এক্কা পার্ক, হেরিটেজ পার্ক ও আখাউড়া চেকপোস্ট পরিদর্শন করানো হবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর দেশের সুরক্ষায় নিবেদিত জওয়ানদের কর্ম প্রণালী বিষয়ে তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন কর্ণেল রোশন জামির, সুবেদার মেজর ডি সিং প্রমুখ।

সোনামুড়ায় অল্পের জন্য রক্ষা পেল একাধিক দোকান

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ৯ এপ্রিল: সোনামুড়ার পুরাতন সিনেমা হল রোড সংলগ্ন এলাকায় অল্পের জন্য ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের হাত থেকে রক্ষা পেল একাধিক দোকানপাট। জনসাধারণের সচেতনতা ও দমকল বাহিনীর তৎপরতায় বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে।

জানা যায়, এদিন হঠাৎ একটি সেলুন দোকান থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখে স্থানীয় পথচারীরা সতর্ক হয়ে ওঠেন। সঙ্গে সঙ্গে এক যুবক দমকল বাহিনীকে খবর দেন। খবর পেয়ে দমকলের জওয়ানরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।

আগুনে সেলুনটির আংশিক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ২০ থেকে ৩০ হাজার টাকা বলে জানা গেছে।

স্থানীয়দের তৎপরতা এবং দমকল বাহিনীর দ্রুত পদক্ষেপের ফলে পুরাতন সিনেমা হল রোডের অন্যান্য দোকানগুলো বড় ধরনের অগ্নিকাণ্ডের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। ঘটনায় এলাকায় সাময়িক আতঙ্ক ছড়ালেও বড় বিপদ এড়ানোয় স্বস্তি ফিরেছে স্থানীয়দের মধ্যে।

মধ্যপাড়ার পুকুর সংস্কারে উদ্যোগ, এক কোটি ৩২ লক্ষ টাকায় শুরু কাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ এপ্রিল: রাজধানী আগরতলা শহরের প্রাণকেন্দ্র মধ্যপাড়ায় অবস্থিত একটি পুকুর সংস্কার করে এলাকার পরিবেশ সুরক্ষা ও জনসাধারণের ব্যবহারের উপযোগী করে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। দীর্ঘদিন সংস্কারের অভাবে অবহেলিত অবস্থায় পড়ে থাকা পুকুরটি পুনরুজ্জীবিত করার দাবিতে এলাকাবাসীরা বহুদিন ধরে সরব ছিলেন।

সেই দাবির প্রেক্ষিতেই প্রায় এক কোটি ৩২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পুকুর সংস্কারের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবার পুকুরটি পরিদর্শন করেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক কুমার মজুমদার।

পরিদর্শনকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মেয়র জানান, এলাকাবাসী ও স্থানীয় ক্লাবগুলোর পক্ষ থেকে দীর্ঘদিন ধরে পুকুরটি সংস্কারের দাবি জানানো হচ্ছিল। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশনাতেও এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মূলত এলাকার পরিবেশ রক্ষা এবং পুকুরের জল যাতে স্থানীয় মানুষ ব্যবহার করতে পারেন, সেই লক্ষ্যেই এই কাজ শুরু হয়েছে। মেয়র আরও বলেন, দীর্ঘদিন অবহেলিত থাকায় পুকুরের পাড়ের কিছু অংশ কয়েকজন দখল করে রেখেছেন।

টিটিএএডিসি ভোট ঘিরে উত্তাপ, মহারানী-তেলিয়ামুড়ায় বিজেপির মিছিল ও জয়ের দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ এপ্রিল: ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল (টিটিএএডিসি) নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই পাহাড়ি এলাকায় রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে জনজাতি ভোটারদের সমর্থন নিয়ে আত্মবিশ্বাসী সুরে বড় দাবি তুলেছে শাসকদল বিজেপি। বৃহস্পতিবার ১১ নম্বর মহারানী-তেলিয়ামুড়া নির্বাচনী কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী বিল্লু জমাতিয়ার সমর্থনে মুঙ্গিয়াকামি এলাকায় একটি বিশাল মিছিল সংগঠিত হয়। রামকৃষ্ণপুর শক্তিকেন্দ্র থেকে শুরু হওয়া এই মিছিল মুঙ্গিয়াকামির বিস্তীর্ণ এলাকা পরিক্রমা করে। দলীয় পতাকা, স্লোগান এবং কর্মী-সমর্থকদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে গোটা এলাকায় উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এই মিছিলে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, প্রার্থী বিল্লু জমাতিয়া সহ বহু নেতা-কর্মী ও সমর্থক। কর্মসূচি শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন, জনজাতি সমাজ বর্তমানে উন্নয়নমুখী রাজনীতির প্রতি আস্থা রেখেছে। তাঁর দাবি, “ত্রিফল ইঞ্জিনের সরকার গঠনে মানুষের আগ্রহ স্পষ্ট। তাই ২৮টির মধ্যে ২৮টি আসনেই বিজেপির জয় নিশ্চিত।” বিরোধীদের উদ্দেশে কড়া সমালোচনা করে তিনি অভিযোগ করেন, নির্বাচন ঘোষণার পর থেকেই তিপ্রা মথা ঘনিষ্ঠ দুষ্কৃতীদের একাংশ বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের উপর হামলা, গাড়ি ভাঙচুর ও বাড়িঘরে আক্রমণের মতো ঘটনায় জড়িয়ে পড়ছে। তবে তাঁর মতে, সাধারণ মানুষ এই ধরনের সন্ত্রাসমূলক রাজনীতি মেনে নিচ্ছে না এবং প্রতিদিনই বহু মানুষ বিরোধী শিবির ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন। তবে উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যেও শান্তিপূর্ণ ভোটগ্রহণের উপর গুরুত্বারোপ করেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, “গণতন্ত্রে সন্ত্রাসের কোনও স্থান নেই। শান্তিপূর্ণ পরিবেশেই ভোট সম্পন্ন হওয়া উচিত।” নির্বাচনের দিন যতই এগিয়ে আসছে, ততই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে রাজনৈতিক লড়াই তীব্র হচ্ছে। এখন সকলের নজর ভোটবাক্সেশেষ পর্যন্ত জনতার রায় কোন দিকে যায়, সেটাই দেখার।

নববর্ষ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারি মৎস্য বিক্রয় কাউন্টারগুলিতে ৬,৭০০ কেজি মাছ বিক্রি করা হবে

আগরতলা, ৯ এপ্রিল: আসন্ন বাংলা নববর্ষ উপলক্ষ্যে আগামী ১৫ এপ্রিল (বুধবার) সকালে রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি মৎস্য খামার থেকে ৬ হাজার ৭০০ কেজি মাছ সাধারণ জনগণের মধ্যে সরকারি নায্যমূল্যে বিভিন্ন সরকারি মৎস্য বিক্রয় কাউন্টার ও নির্দিষ্ট স্থানে বিক্রি করা হবে। বিভিন্ন মাছের মধ্যে রয়েছে কাতল, রুই, মৃগেল, কার্পিও, সিলভার কার্প ইত্যাদি। ত্রিপুরা মৎস্য উন্নয়ন পর্ষদ থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে। আগরতলার কলেজটিলাস্থিত ত্রিপুরা মৎস্য উন্নয়ন পর্ষদ থেকে জানানো হয়েছে ঐদিন কাঞ্চনপুর এস এফ এর অফিস কমপ্লেক্স, পানিসাগর এস এফ এর অফিস কমপ্লেক্স, ধর্মনগর এস এফ এর অফিস কমপ্লেক্স, গঙ্গানগর এফ বি এফ, কুমারঘাট এস এফ এর অফিস কমপ্লেক্স, ফটিকরায় এফএ সার্কেল অফিস, আভাঙ্গা এস এফ সি কমলপুর এস এফ অফিস কমপ্লেক্স,

উচ্ছেদের নোটিশে উৎকণ্ঠা, ভাটি অভয়নগরের বস্তিবাসীদের ডেপুটেশন মেয়রের কাছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ এপ্রিল: আগরতলার ভাটি অভয়নগরের ক্যান্টনমেন্ট রোড সংলগ্ন নদীর পাড়ে বসবাসকারী বস্তিবাসীদের সাত দিনের মধ্যে স্থান ছাড়ার নোটিশ জারি করেছে সদর মহকুমা প্রশাসন। এই নির্দেশকে ঘিরে চরম উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তায় দিন কাটাচ্ছেন এলাকাবাসী।

প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, নদীর পাড় এলাকায় সৌন্দর্যায়ন প্রকল্প এবং নদী সংক্রান্ত উন্নয়নমূলক কাজ শুরু করার লক্ষ্যে এই উচ্ছেদ নোটিশ জারি করা হয়েছে। তবে দীর্ঘ ৩০ থেকে ৩৫ বছর ধরে ওই এলাকায় বসবাস করে আসা পরিবারগুলির দাবি, এত স্বল্প সময়ের মধ্যে বিকল্প ব্যবস্থা ছাড়া সেখান থেকে সরে যাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

এই পরিস্থিতিতে বস্তিবাসীরা আগরতলা পুর নিগমের মেয়রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ডেপুটেশন প্রদান করেন। তারা নিজেদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে উচ্ছেদের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার দাবি জানান।

বস্তিবাসীদের বক্তব্য, বহু বছর ধরে তারা ওই এলাকায় বসবাস করছেন এবং হঠাৎ করে উচ্ছেদের নোটিশে তাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ ও মানবিক সমাধানের দাবি জানিয়েছেন তারা।

ধর্মনগর উপনির্বাচন ২০২৬: ইতিহাস, শূন্যতা ও নতুন সিদ্ধান্তের সন্ধিক্ষণে এক শহর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ এপ্রিল: ২৬শে ডিসেম্বর ২০২৫ধর্মনগরের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক গভীর অন্ধকার দিন। সেদিন বিশ্ববন্ধু সেনের প্রয়াণ শুধু একটি শূন্যতা তৈরি করেনি, বরং যেন একটি দীর্ঘ রাজনৈতিক অধ্যায়ের অন্ত ঘটিয়েছিল। বহু বছর ধরে যাঁকে মানুষ তাদের প্রতিনিধি হিসেবে দেখেছে, যাঁর উপস্থিতি ছিল প্রায় স্বাভাবিক এক বাস্তবতাহঠাৎ সেই ধারাবাহিকতা ভেঙে গেল। শহরের দীঘির পারের সকলের তর্ক থেমে গিয়ে নেমে এসেছিল নীরবতা, বাজারে ভিড় থাকলেও কণ্ঠস্বর কমে গিয়েছিল। ধর্মনগর যেন নিজের ভেতরে ডুবে গিয়ে এই পরিবর্তনটাকে বুঝতে চাইছিল। কিন্তু রাজনীতি কখনও থেমে থাকে না। সেই শূন্যতার মাঝেই সামনে এসে দাঁড়ায় ২০২৬ সালের ৯ই এপ্রিলের উপনির্বাচন। এই নির্বাচনে তিনটি স্পষ্ট রাজনৈতিক ধারা মুখোমুখিঅমিতাভ দত্ত সিপিআই(এম), চয়ন ভট্টাচার্য ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং জওহর চক্রবর্তী ভারতীয় জনতা পার্টি। উল্লেখযোগ্য বিষয়, ২০২৩ সালের মতো এইবার কংগ্রেস প্রার্থী সিপিআই(এম)-এর সমর্থন পাচ্ছেন না, ফলে লড়াইটি সরাসরি ত্রিমুখী এবং আরও অনিশ্চিত। ধর্মনগরের মানুষ জানেএই নির্বাচন শুধু একটি আসনের জন্য নয়, বরং অতীত অভিজ্ঞতা আর ভবিষ্যৎ প্রত্যাশার মধ্যে একটি সিদ্ধান্ত।

ধর্মনগরের রাজনীতি বুঝতে হলে শুধু ফলাফল দেখলে হবে না, বুঝতে হবে এর ভেতরের গল্পগুলো। ভোরবেলায় শহরের চায়ের দোকানে বসে এখনও বয়স্ক মানুষরা পুরনো নির্বাচনের কথা বলেনকে দাঁড়িয়েছিল, কে জিতেছিল, কিভাবে দিননাথ নারায়ণী বিদ্যামন্দিরের শিক্ষকরা ধর্মনগরের রাজনীতিতে প্রভাব ফেলেছিলো , কেন মানুষ ধর্মনগরের এক নব্য আইনজীবীকে বিধানসভায় যাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিলো ?? এই শহরে রাজনীতি শুধু ভোটের সংখ্যা নয়, এটা স্মৃতি, সম্পর্ক আর সময়ের সঙ্গে গড়ে ওঠা এক ধারাবাহিক যাত্রা।

এই যাত্রার শুরু ১৯৭২ সালে, যখন ত্রিপুরা সদ্য পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের মর্যাদা পেয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী সুখময় সেনগুপ্ত। ধর্মনগরে লড়াই হয়েছিল দিনানাথ নারায়ণী বিদ্যামন্দির এর প্রধান শিক্ষক অমরেন্দ্র শর্মা, বাম সমর্থিত স্বতন্ত্র প্রার্থী, এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী ও রজনীতিবিদ চন্দ্রপুর এর দেবী প্রসাদ পুরকায়স্থ, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে ভাগ্যের কি বিধান দেখুন আজকের এই উপনির্বাচনে বিজেপি মনোনীত প্রার্থী ও চন্দ্রপুরের মানুষ। মূল প্রসঙ্গে আসা যাক, এই নির্বাচনে জয়ী হন অমরেন্দ্র শর্মা। তবে দেবী প্রসাদ পুরকায়স্থের প্রভাব মুছে যায়নিচন্দ্রপুর বাজার সংলগ্ন দেবী প্রসাদ সরণি আজও সেই ইতিহাস বহন করে চলছে।

১৯৭৭ সালে আবার একই দুই প্রার্থী মুখোমুখি হন। দেশ তখন জরুরি অবস্থার পর রাজনৈতিক অস্থিরতায় ভুগছে। রাজ্যে নেতৃত্ব পরিবর্তিত হচ্ছেপ্রফুল্ল কুমার দাস, রাধিকা রঞ্জন গুপ্তএই সময়টা অনিশ্চিত। পরে এই অস্থিরতার প্রভাব আরও প্রকট হয় প্রশাসনিক দুর্বলতা, আইন-শৃঙ্খলার অবনতি এবং অর্থনৈতিক সংকট মানুষের জীবনে চাপ তৈরি করে। তবুও ধর্মনগরে ফলাফল অপরিবর্তিত থাকেঅমরেন্দ্র শর্মাই আবার জয়ী হন। ১৯৭৮ সালে নৃপেন চক্রবর্তীর নেতৃত্বে সিপিআই(এম) পরিচালিত বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসে এবং রাজ্যে স্থিতিশীলতার সূচনা হয়। তার প্রতিফলন দেখা যায় ১৯৮৩ সালের নির্বাচনে। ধর্মনগরে অমরেন্দ্র শর্মা সিপিআই(এম)-এর সরাসরি প্রার্থী হন এবং তাঁর বিপরীতে ছিলেন বিনয় ভূষণ দেব, কংগ্রেসের প্রার্থী। দুজনেই দীননাথ নারায়ণী বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেনএই লড়াই শুধু রাজনৈতিক ছিল না, বরং শিক্ষাজগতের দুই পরিচিত মুখের মধ্যে এক সামাজিক প্রতিফলনও ছিল। এই নির্বাচনে জয়ী হন অমরেন্দ্র শর্মা এবং পরে তিনি বিধানসভার স্পিকার হন।

১৯৮৮ সালের নির্বাচন ধর্মনগরের রাজনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ মোড়। অমরেন্দ্র শর্মার বিপরীতে কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে উঠে আসেন কালীদাস দত্ততিনিও দীননাথ নারায়ণী বিদ্যালয়ের শিক্ষক। এই নির্বাচনটি এমন এক সময়ে হয়েছিল যখন রাজ্যে কংগ্রেস—টিইউজেএস জোট সরকার ক্ষমতায় আসে। প্রথমে মুখ্যমন্ত্রী হন সুধীর রঞ্জন মজুমদার, পরে সেই অস্থির সময়েই দায়িত্ব নেন সমীর রঞ্জন বর্মণ। প্রশাসনিক দুর্বলতা, রাজনৈতিক টানাপোড়েন এবং অর্থনৈতিক সংকটসব মিলিয়ে এই সময়কে “ডার্ক কোয়ালিশন পিরিয়ড” বলা হয়। এই নির্বাচনে জয়ী হন কালীদাস দত্ত। তিনি পরে রাজস্ব মন্ত্রী হন এবং ধর্মনগর থেকে প্রথম ও একমাত্র মন্ত্রী হিসেবে ইতিহাসে জায়গা করে নেন।

১৯৯৩ সালে আবার রাজনৈতিক পালাবদল। মুখ্যমন্ত্রী হন দশরথ দেব। ধর্মনগরে কংগ্রেসের কালীদাস দত্তের বিপরীতে সিপিআই(এম)-এর প্রার্থী হিসেবে উঠে আসেন অমিতাভ দত্ত, যিনি ধর্মনগর বার অ্যাসোসিয়েশনের একজন আইনজীবী ছিলেন। এই নির্বাচনে জয়ী হন অমিতাভ দত্ত। এখান থেকেই শুরু হয় ধর্মনগরে এক দীর্ঘ সময়ের জন্য সিপিআই(এম)-এর প্রভাব। ১৯৯৩ থেকে ২০১৮এই দীর্ঘ সময়টিতে ধর্মনগরের রাজনীতি মূলত সিপিআই(এম) এবং কংগ্রেসের মধ্যে ঘুরপাক খায়, যেখানে অমিতাভ দত্ত ও বিশ্ববন্ধু সেন হয়ে ওঠেন মূল কেন্দ্রীয় চরিত্র।

১৯৯৮ সালের নির্বাচনে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। ধর্মনগরে অমিতাভ দত্ত (সিপিআই(এম)) বনাম সীমা পাল চৌধুরী (কংগ্রেস)। জয়ী হন অমিতাভ দত্ত।

২০০৩ সালেও একই প্রতিদ্বন্দ্বিতাঅমিতাভ দত্ত বনাম সীমা পাল চৌধুরীএবং ফলাফলও একই থাকে। এটি ছিল সংগঠনের শক্তি এবং স্থিতিশীল গণমতের প্রতিফলন। ২০০৮ সালে প্রথম বড় পরিবর্তন আসে। কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে বিশ্ববন্ধু সেন সিপিআই(এম)-এর অমিতাভ দত্তকে পরাজিত করেন, নতুন ইতিহাস রচনা করেন।

২০১৩ সালে আবার একই দুই প্রার্থীবিশ্ববন্ধু সেন (কংগ্রেস) এবং অমিতাভ দত্ত সিপিআই(এম)। আবারও জয়ী হন বিশ্ববন্ধু সেন। এটি ছিল মানুষের আকাঙ্ক্ষার স্পষ্ট প্রতিফলন।

২০১৮ সালে রাজ্যের রাজনীতিতে বড় পালাবদল ঘটে। মুখ্যমন্ত্রী হন বিপ্লব কুমার দেব ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরায় সরকার গঠন করে। ধর্মনগরে বিশ্ববন্ধু সেন এবার বিজেপির প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তাঁর বিপরীতে ছিলেন অভিজিৎ দে সিপিআই(এম)এবং কেবল নন্দী (কংগ্রেস)। এই নির্বাচনে জয়ী হন বিশ্ববন্ধু সেনএটি শুধু একটি আসনের জয় নয়, বরং ত্রিপুরার রাজনৈতিক মানচিত্রের পরিবর্তনের প্রতীক। আবার ২০২২ সালে রাজ্য রাজনীতির ময়দানে নতুন সমীকরণ দেখা যায় বিপ্লব কুমার দেবের জায়গায় নতুন মুখ্যমন্ত্রী হন একজন চিকিৎসক মানিক সাহা।

২০২৩ সালে আবার মুখ্যমন্ত্রী হন মানিক সাহা। ধর্মনগরে বিশ্ববন্ধু সেন (বিজেপি) বনাম চয়ন ভট্টাচার্য (কংগ্রেস) বামফ্রন্ট সমর্থিত। এই নির্বাচনে জয়ী হন বিশ্ববন্ধু সেন এবং পরে তিনি বিধানসভার স্পিকার হন।

এই পুরো সময়জুড়ে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলোকালীদাস দত্ত শুধু একজন রাজনীতিবিদ ছিলেন না, তিনি দীননাথ নারায়ণী বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক হিসেবেও দীর্ঘ সময় যুক্ত ছিলেন। তাঁর মতোই বিনয় ভূষণ দেবও শিক্ষক ছিলেন। ফলে ধর্মনগরের রাজনীতি অনেকটাই শিক্ষাজগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলযেখানে শ্রেণিকক্ষের শিক্ষকরা একসময় জনমতের নেতা হয়ে উঠেছেন। তারপর আসে ২৬শে ডিসেম্বর ২০২৫একটি দিন, যা ধর্মনগরের মানুষ কোনোদিন ভুলবে না। আর এখন ২০২৬। আবার ভোট, আবার প্রশ্নএবার কে? অমিতাভ দত্ত (সিপিআই(এম)), চয়ন ভট্টাচার্য (কংগ্রেস) এবং জওহর চক্রবর্তী (বিজেপি)এই তিন নামের মধ্যে শুধু প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয়, বরং তিনটি আলাদা রাজনৈতিক ধারার প্রতিনিধিত্ব।

ধর্মনগরের মানুষ জানেনদল বদলায়, প্রার্থী বদলায়, কিন্তু সিদ্ধান্ত নেয় মানুষই। এখানে অমরেন্দ্র শর্মা, দেবী প্রসাদ পুরকায়স্থ, বিনয় ভূষণ দেব, কালীদাস দত্ত, অমিতাভ দত্ত, সীমা পাল চৌধুরী, বিশ্ববন্ধু সেনএই প্রতিটি নাম সময়ের একেকটি অধ্যায়। ধর্মনগরের ইতিহাস এখনও লেখা হচ্ছে। আর সেই ইতিহাসের লেখকএই শহরের মানুষ।

ধর্মনগর উপনির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন, দাবি বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ এপ্রিল: ধর্মনগর বিধানসভার উপনির্বাচনের ভোটগ্রহণ পর্ব শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে বলে দাবি করেছে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। শুক্রবার আগরতলায় বিজেপি প্রদেশ কার্যালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই কথা জানান দলের নেতৃত্ব।

বিজেপির পক্ষ থেকে জানানো হয়, কোনও ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। পাশাপাশি, এই নির্বাচনে রেকর্ড সংখ্যক ভোটার অংশগ্রহণ করেছেন বলেও দাবি করা হয়। দলের মতে, বিপুল সংখ্যক মানুষের অংশগ্রহণ সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থারই প্রতিফলন। শান্তিপূর্ণভাবে ভোটগ্রহণে সহযোগিতা করার জন্য ধর্মনগরের জনগণকে ধন্যবাদ জানিয়েছে প্রদেশ বিজেপি নেতৃত্ব।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।

Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

CMYK CMYK

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 10-04-2026, 00:42